পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1679, Saturday, May 02, 2026 *FREE* www.parichoy.com

ট্রাম্পের পর কে, ভ্যান্স নাকি রুবিও?

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- চ্যান্সেলরের মন্তব্যের পর জার্মানি থেকে ৫,০০০ মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা- ৫ম পাতায়
- কথা বললেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে এমনটি আর চলবে না: প্রধানমন্ত্রী - ৫ম পাতায়
- ট্রাম্পের ওপর হামলা কি সাজানো, কেন এমন ধারণা ছড়াচ্ছে? - ৬ষ্ঠ পাতায়
- জার্মানি থেকে সেনা কমানোর বিষয় ‘পর্যালোচনা’ করছে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরান যুদ্ধের প্রভাবে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় রেকর্ড ধস-৭ম পাতায়
- ইরানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, পারমাণবিক চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নৌ-অবরোধ বহালের ঘোষণা ট্রাম্পের -৭ম পাতায়
- জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়: রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন -৮ম পাতায়
- ‘সংস্কারের বাহানায় যদি নির্বাচন না দেয়, তাই আপস করে জুলাই সনদে সই করেছি’বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ -৮ম পাতায়

সর্বশেষ প্রস্তাবেও আমেরিকার ‘পছন্দমতো’ চুক্তি নিয়ে আসেনি ইরান, ‘অসন্তুষ্ট’ ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতকে ছাড়াতে পারে বাংলাদেশ জানাল আইএমএফ

বিস্তারিত ১০ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● ‘ইরান একটি চুক্তি করতে চায়’, তবে আমি ‘সন্তুষ্ট নই’ - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● যুক্তরাষ্ট্র ‘হুমকিমূলক বক্তব্য’ বন্ধ করলে কূটনীতির জন্য প্রস্তুত তেহরান - ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগচি

● শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই বাংলাদেশীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, যা আজকের রেমিট্যান্স প্রবাহের ভিত্তি স্থাপন করেছে - রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

● বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা কিছু মহলের পছন্দ নয়, তারা আবার ষড়যন্ত্র করছে - প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান

● বিদেশে অনেক কষ্ট করে প্রবাসীরা টাকা আয় করেন। সেই টাকা দিয়ে তারা বিদেশে প্রাসাদ না বানিয়ে দেশে পাঠান। তবে এই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয় না - বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান

● একাত্তর নিয়ে কটাক্ষ বা তা খাটো করার চেষ্টা জাতির জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটি দেশের অস্তিত্ব ও পরিচয়ের ভিত্তি - বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● একাত্তরের জামায়াত ও বর্তমান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এক নয়; সময়ের প্রয়োজনে দলটির গঠনতন্ত্রে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মিয়া গোলাম পরওয়ার

● সবার আগে বাংলাদেশ’ স্লোগান দিলেও বিএনপি সরকার মূলত ‘সবার আগে আমেরিকা’ (আমেরিকা ফার্স্ট) নীতিতেই চলছে - অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ

সর্বশেষ প্রস্তাবেও আমেরিকার ‘পছন্দমতো’ চুক্তি নিয়ে আসেনি ইরান, ‘অসন্তুষ্ট’ ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধ থামাতে ইরানের পাঠানো সর্বশেষ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নন নন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যদিকে, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দাবি, আমেরিকা নিজেদের আচরণ ও অবস্থান বদলালে তবেই কূটনীতির রাস্তায় হাঁটবে তেহরান।

যুদ্ধ শেষ করার খসড়া প্রস্তাবে আমেরিকার আনা সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোর জবাব দিয়ে নতুন প্রস্তাব পাঠিয়েছে ইরান। তবে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছেন, তেহরানের দেওয়া প্রস্তাবে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। ওরা (ইরান) চুক্তি করতে চায় ঠিকই, কিন্তু আমি এই প্রস্তাবে খুশি হতে পারছি না” হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন তিনি। ট্রাম্প আরও বলেন, ওরা এমন কিছু দাবি করছে যা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়” তবে ফোনে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমেরিকা ঠিক যেমনটা চাইছে, তেমন চুক্তি নিয়ে আসছে না ইরান। তবে আমরা গোটা বিষয়টি যথ যথভাবেই সম্পন্ন করব”

শুক্রবার ফ্লোরিডায় এক বক্তৃতায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমেরিকা তড়িঘড়ি এই সংঘাত মেটাতে চায় না। এখন দায়সারাভাবে চুক্তির চেষ্টা করলে আগামী তিন বছরের মধ্যে একই সমস্যা ফের মাথ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইরানের হাতে অপমানিত যুক্তরাষ্ট্র চ্যান্সেলরের মন্তব্যের পর জার্মানি থেকে ৫,০০০ মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: আগামী এক বছরের মধ্যে জার্মানি থেকে প্রায় ৫ হাজার মার্কিন সেনা সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে পেন্টাগন। শুক্রবার, ১লা মে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানায় সংস্থাটি। ইরান যুদ্ধ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করেছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎস। এর পরই সেনা প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত এল। তবে এই ৫ হাজার সেনা কমানোর পরও জার্মানিতে ৩০ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েন থাকবে। পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পার্নেল *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

কথা বললেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে এমনটি আর চলবে না: প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: কথা বললেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে এমনটি আর চলবে না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, মানুষ যদি কোনো সমস্যায় পড়ে তবে যেন তার সমস্যার কথা বলতে পারে। একটা কথা বললো, আর পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেলো-নো, মানুষ এটা চায় না। শনিবার (২ মে) সন্ধ্যায় সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “মানুষ যেন কথা বলতে পারে। কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তবে আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু কথা বলার কারণে হয়রানি মেনে নেওয়া হবে না।”

বিপুল জনসমাগমের কথা উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, “আজকে এই রাস্তায় এতো মানুষ ভিড় করলো, তারা তো সবাই বিএনপি করে না। তবুও কেন রাস্তায় নেমে এলো? কারণ মানুষ মনে করে, বিএনপি এখনও সঠিক পথে আছে। তাই মানুষ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ইরান চুক্তি করতে চায়, আমি সন্তুষ্ট নই

ট্রাম্প; যুক্তরাষ্ট্র ‘হুমকি দেয়া’ বন্ধ করলে কূটনীতির জন্য প্রস্তুত তেহরান: আব্বাস আরাগচি

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরান একটি চুক্তি করতে চায়, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট নন। ইরান যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি করেন। তিনি এ-ও জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান অচলাবস্থা নিরসনে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের মাধ্যমে নতুন একটি আলোচনার প্রস্তাব পাঠিয়েছে ইরান। ট্রাম্প বলেন, “ইরান একটি চুক্তি করতে চায়। কিন্তু আমি এতে সন্তুষ্ট নই। তাই দেখা যাক কী হয়”

যুক্তরাষ্ট্র “হুমকিমূলক বক্তব্য” বন্ধ করলে তেহরান কূটনীতির জন্য প্রস্তুত ইরান: আরাগচি

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তাদের “সম্প্রসারণবাদী *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন করে সংঘাতের ‘সম্ভাবনা’ রয়েছে: ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সামরিক বাহিনী বলেছে, দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তারা আমেরিকানদের যেকোনো হঠকারিতা বা বোকামির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। ইরানের জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মাদ জাফর আসাদি বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের সর্বশেষ শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়া সম্ভব।

তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনো অঙ্গিকার বা চুক্তির প্রতি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, সেটি ইতোমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। শত্রুর জন্য এমন চমকপ্রদ পদক্ষেপ পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা কল্পনার বাইরে”, বলেন আসাদি। এদিকে ইরানের সরকারি গণমাধ্যমগুলোর *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ট্রাম্পের পর কে, ভ্যান্স নাকি রুবিও?

পরিচয় ডেস্ক:ডোনাল্ড ট্রাম্পের পর রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্ব কে দেবেন, তা নিয়ে বর্তমানে ওয়াশিংটনের রাজনীতিতে জোর চর্চা চলছে। বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ট্রাম্প নিজেও তার মিত্র ও উপদেষ্টাদের একান্ত আলাপে প্রশ্ন করছেন-'জেডি নাকি মার্কো?'। বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও-উভয়েই ট্রাম্পের সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের এই লড়াই শুধু ক্ষমতার নয়, বরং এটি ট্রাম্প পরবর্তী রিপাবলিকান পার্টির আদর্শিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ হতে যাচ্ছে।

মাগা পপুলিজম বনাম রক্ষণশীলতা

জেডি ভ্যান্স এবং মার্কো রুবিও-এই দুই নেতার রাজনৈতিক যাত্রার কেন্দ্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আনুগত্য থাকলেও তাদের আদর্শিক অবস্থান একেবারেই ভিন্ন।

জেডি ভ্যান্স নিজেকে একজন কট্টর 'মাগা পপুলিস্ট' এবং 'আমেরিকা ফার্স্ট' জাতীয়তাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য আটলান্টিকের প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি মূলত বিদেশি যুদ্ধে জড়ানোর ঘোর বিরোধী এবং দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে সন্দিহান।

অন্যদিকে, মার্কো রুবিও ঐতিহ্যবাহী 'রক্ষণশীল প্রাতিষ্ঠানিকতা' বা এস্টাবলিশমেন্টের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি একসময় ন্যাটোর কট্টর সমর্থক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে বর্তমানে উভয়ের মধ্যেই একটি বড় মিল হলো, তারা দুজনেই নিজেদের অতীত অবস্থান পরিবর্তন করে ট্রাম্পের কট্টর নীতির সঙ্গে আপস করেছেন। অনেক ভোটারের কাছে রুবিও এখন একজন 'স্থিতিশীল' ও 'প্রাপ্তবয়স্ক' নেতা হিসেবে পরিচিত। সেখানে ভ্যান্সের ঘনঘন অবস্থান পরিবর্তন এবং অতিরঞ্জিত নাটকীয়তার সমস্যা রয়েছে। আর এই কারণে অনেকেই রুবিওকে 'নিজের সত্তা বিকিয়ে দেওয়া' একজন পরিণত রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখছেন। ট্রাম্প নিজেও রুবিওর এই আদর্শিক পরিবর্তনকে দারুণভাবে পছন্দ করেন। কারণ তিনি ধর্মান্তরিতদের উৎসাহ নিয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী।

হোয়াইট হাউস বনাম স্টেট ডিপার্টমেন্ট

প্রশাসনিক দায়িত্ব এই দুই নেতার ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রার্থিতাকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেডি ভ্যান্স দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে আছেন। তবে তিনি বেশ কিছু রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম পলিটিকো। বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে শান্তি আলোচনার দায়িত্ব পেয়েও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আবার প্রশাসনের নিম্নমুখী জনপ্রিয়তার কারণে তার নিজের অবস্থানও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে।

অপরদিকে, মার্কো রুবিও একইসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পালন করছেন। হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ে বসে তিনি ট্রাম্পের অত্যন্ত কাছাকাছি থেকে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। আর এই সুযোগই তাকে কৌশলগতভাবে অনেক এগিয়ে রাখছে। ভেনেজুয়েলার নিকোলাস মাদুরোকে উৎখাত করার মতো জটিল বৈদেশিক মিশনে তার সাফল্য এবং বিভিন্ন কেলেঙ্কারি সযত্নে এড়িয়ে চলার কারণে তিনি প্রশাসনে একজন অত্যন্ত দক্ষ ও কার্যকর অপারেটর হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন।

ট্রাম্পের প্রভাব : ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তার উত্তরসূরি নির্বাচন করেননি এবং তার সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলবে। ট্রাম্পের মূল ভোটারদের মধ্যে ভ্যান্সের শক্ত অবস্থান থাকলেও তা ক্রমেই কমছে। উদাহরণস্বরূপ, সিপিএসির সমীক্ষায় ভ্যান্সের সমর্থন গত বছরের ৬১ শতাংশ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ওপর হামলা কি সাজানো, কেন এমন ধারণা ছড়াচ্ছে?

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর সাম্প্রতিক এক হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে আলোচনায় এসেছে একটি পুরোনো প্রশ্ন-রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাগুলো কি কখনো 'মঞ্চস্থ' হতে পারে? আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কেন এমন ধারণা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে? আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঘটনাটি যেমন নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক উত্তেজনার বাস্তব প্রতিফলন, তেমনি এর পরপরই অনলাইন জগতে ছড়িয়ে পড়া ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আধুনিক তথ্যপ্রবাহের এক জটিল ও *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইনস্টাগ্রামে ট্রাম্পকে হত্যার হুমকির অভিযোগ, আদালতে আত্মসমর্পণ সাবেক এফবিআই প্রধানের

পরিচয় ডেস্ক: ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ নিয়ে এফবিআই তদন্ত শুরু করার পর নিজের প্রথম মেয়াদেই কোমিকে বরখাস্ত করেছিলেন ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর (এফবিআই) সাবেক পরিচালক জেমস কোমি। ২০২৫ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন কোমি। কৌঁসুলিদের অভিযোগ, ওই ছবির মাধ্যমে ট্রাম্পকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ইনস্টাগ্রামের ওই ছবিতে দেখা যায়, সমুদ্রসৈকতে কিছু ঝিনুক সাজিয়ে '৮৬ ৪৭' লেখা হয়েছে। আমেরিকান স্ল্যাং বা কথ্য ভাষায় 'এইটি-সিক্স' মানে হলো 'সরিয়ে দেওয়া' বা 'খতম করা'। কৌঁসুলিদের দাবি, এর মাধ্যমে ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সহিংসতায় উসকানি দিয়েছেন কোমি। তবে কোমি হুমকির বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, এই সংখ্যাগুলোর অর্থ তিনি জানতেন না। তার বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

জার্মানি থেকে সেনা কমানোর বিষয় 'পর্যালোচনা' করছে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: জার্মানিতে মোতায়েন করা হাজার হাজার মার্কিন সেনা কমিয়ে ফেলার বিষয়টি 'পর্যালোচনা' করছে যুক্তরাষ্ট্র। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই এই ঘোষণা দিয়েছেন। ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের নীতির সমালোচনা করে জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎস মন্তব্য করার কয়েক দিনের মাথায় এমন পদক্ষেপের কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। নিজের পোস্টে ট্রাম্প *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে স্মারক পাসপোর্টে থাকছে ট্রাম্পের ছবি

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি সংবলিত বিশেষ ও সীমিত সংস্করণের পাসপোর্ট ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। হোয়াইট হাউস এ তথ্য জানিয়েছে। ফক্স নিউজ এ নিয়ে প্রথম খবর প্রকাশ করে। এতে বলা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের চাপ সত্ত্বেও তেল উৎপাদন বাড়াবে না এক্সন ও শেভরন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকট সামলাতে গিয়ে হোয়াইট হাউস রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। সংকট কাটাতে মার্কিন প্রশাসন বারবার তেল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চাপ দিয়ে আসলেও তা কানে তুলছে না এক্সনমোবিল ও শেভরন। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ এই দুই তেল কোম্পানি জানিয়ে দিয়েছে, প্রশাসনের চাপে পড়ে তারা উৎপাদন বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা করছে না। এক্সন-এর চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) নীল হ্যানসেন ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস-কে (এফটি) জানান, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী অঞ্চল পারমিয়ান বেসিনে কোম্পানির পুরনো কৌশলেই তারা অটল রয়েছেন, এতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। শেভরনের ফাইন্যান্স প্রধান ইমার বোনারও একইভাবে সাফ জানিয়ে দেন, 'এই বর্তমান সংকটের কারণে আমরা আমাদের কোনো পরিকল্পনাতেই পরিবর্তন আনিনি।' ইরান যুদ্ধের কারণে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তেল উৎপাদন চরমভাবে বাধাগ্রস্ত *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় রেকর্ড ধস

পরিচয় ডেস্ক: রয়টার্স/ইপসোস-এর নতুন এক জনমত জরিপ অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তার রেটিং তার বর্তমান মেয়াদের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং ইরানের সঙ্গে একটি অজনপ্রিয় যুদ্ধের বিষয়ে তার ভূমিকার কারণে আমেরিকানরা ক্রমাগত তার ওপর বিমুখ হচ্ছে। গত সোমবার ২৭,এপ্রিল সম্পন্ন হওয়া চার দিনব্যাপী এই জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ৩৪ শতাংশ আমেরিকান ট্রাম্পের কার্যকলাপে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, যা ১৫ থেকে ২০ এপ্রিল পরিচালিত পূর্ববর্তী রয়টার্স/ইপসোস জরিপে ছিল ৩৬ শতাংশ। জরিপের অধিকাংশ প্রতিক্রিয়া গত শনিবার রাতে হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ডিনারে হামলার ঘটনার আগেই সংগ্রহ করা হয়েছিল, যেখানে ট্রাম্পের বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিল।

জনৈক বন্দুকধারী ট্রাম্প ডিনার করছিলেন এমন হলে প্রবেশের আগেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি মার্কিন নেতার প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করবে কিনা তা এখনো দেখার বিষয়। ফেডারেল প্রসিকিউটররা অভিযুক্ত বন্দুকধারীর বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই মার্কিন জনগণের কাছে ট্রাম্পের গ্রহণযোগ্যতা কমছে। তখন ৪৭ শতাংশ আমেরিকান তাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে তার জনপ্রিয়তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে পেট্রোলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্পের পারফরম্যান্সের বিষয়ে মাত্র ২২ শতাংশ উত্তরদাতা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, যা আগের জরিপে ছিল ২৫ শতাংশ। জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান দাম ভোটারদের ওপর প্রভাব ফেলছে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের অতর্কিত হামলার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলের দাম ৪০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গ্যালন প্রতি প্রায় ৪.১৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় বৈশ্বিক তেল বাণিজ্যের এক-পঞ্চমাংশ বন্ধ হয়ে গেছে।

দ্রব্যমূল্যের এই বৃদ্ধি আমেরিকান পরিবারগুলোর ওপর চরম চাপ সৃষ্টি করছে এবং ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে যে, তারা নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মার্কিন কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে।

যদিও রিপাবলিকানদের একটি শক্তিশালী অংশ-৭৮ শতাংশ-এখনো ট্রাম্পকে সমর্থন করে, তবে রয়টার্স/ইপসোস জরিপে দেখা গেছে যে ৪১ শতাংশ রিপাবলিকান মনে করেন ট্রাম্প জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন।

নিবন্ধিত স্বতন্ত্র ভোটাররা, যারা মধ্যবর্তী নির্বাচনে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

৭ বছর পর ভেনেজুয়েলা-যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ফ্লাইট চালু

পরিচয় ডেস্ক: সাত বছর স্থগিত থাকার পর আবারও ভেনেজুয়েলা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ফ্লাইট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর দুই দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা এই *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইরানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, পারমাণবিক চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নৌ-অবরোধ বহালের ঘোষণা ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ নিরসনে ইরান সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তিতে রাজি হবে না, ততক্ষণ দেশটির ওপর নৌ-অবরোধ বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। এর মাধ্যমে ট্রাম্প ইরানের দেওয়া সেই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিলেন, যেখানে প্রথমে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া ও অবরোধ প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল এবং পারমাণবিক আলোচনা পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) ইরানের ওপর ওস্বল্পমেয়াদী কিন্তু শক্তিশালী্ব এক দফার বিমান হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছে বলে এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি সূত্র জানিয়েছে। আলোচনার বর্তমান অচলাবস্থা কাটানোর লক্ষ্যেই এই হামলার ছক কষা হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় মূলত ইরানের বিভিন্ন অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা হবে, যাতে তেহরানকে পুনরায় আলোচনার টেবিলে ফিরে আসতে এবং নমনীয় হতে বাধ্য করা যায়।

ট্রাম্প অ্যাক্সিওসকে জানিয়েছেন, তার কাছে বোমাবর্ষণের চেয়ে অবরোধ অনেক বেশি কার্যকর মনে হচ্ছে। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তিনি সরাসরি কোনো সামরিক হামলার নির্দেশ না দিলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে তাকে হাতে বন্দুক নিয়ে ইরানকে সতর্ক করতে দেখা গেছে। ক্যাপশনে লেখা ছিল,ওআর কোনো দয়া দেখানো হবে ন্ব। আপাতত ট্রাম্প এই অবরোধকেই দরকষাকষির প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখছেন। তবে ইরান যদি নতি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

২৫ বিলিয়ন নাকি ১ ট্রিলিয়ন ডলার: ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় আসলে কত?

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার দুই মাস পেরিয়ে সংঘাত এখন তৃ তীয় মাসে পদার্পণ করেছে। এরমধ্যে ক্যাপিটল হিলে যুদ্ধের ব্যয় নিয়ে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছেন *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইরান ও ইউক্রেনের নাম গুলিয়ে ফেললেন ট্রাম্প! ‘কোন যুদ্ধ আগে শেষ হবে’ প্রশ্নে অসংলগ্ন জবাব

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প বলেন,ওকোন যুদ্ধটি আগে শেষ হবে? আমি জানি না। হয়তো তারা একই টাইমটেবিলে আছে্ব

গত ফেব্রুয়ারিতে ইরানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ তিনি শুরু করেছেন, তা ইউক্রেনে রাশিয়ার চার বছর ধরে চলা যুদ্ধের আগে শেষ হবে কি না-তা বলতে পারেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি কথা বলার সময় তিনি দেশ দুটিকে গুলিয়েও ফেলেন। তাছাড়া, নভোচারীদের মতো মহাকাশের গভীরে যাওয়ার জন্য নিজেকে শারীরিকভাবে যথেষ্ট ফিট বলেও দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

আর্টেমিস-২ চন্দ্রাভিযানের নভোচারীদের সম্মান জানাতে বুধবার ওভাল অফিস এক অনুষ্ঠানের আয়োজন *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

জেডি ভ্যান্সের শঙ্কা, ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পকে বিভ্রান্ত করছেন হেগসেথ

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে মার্কিন গণমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভ্যান্স যুদ্ধের বিষয়ে পেন্টাগনের দেওয়া তথ্যের নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পেন্টাগন ইরান যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সঠিক তথ্য দিচ্ছে কি না, তা নিয়ে খোদ ভাইস প্রেসিডেন্ট *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপ, ইউক্রেন ইস্যু ছাড়া আর কী নিয়ে কথা হলো?

পরিচয় ডেস্ক: গত বুধবার ২৯ এপ্রিল তাদের মধ্যে এই ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে এমনটি জানানো হয়েছে।

আগামী মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির বার্ষিকী উপলক্ষে ইউক্রেনে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি নিয়ে দুই নেতার আলোচনার বিষয়ে ক্রেমলিন তথ্য দেওয়ার পর ট্রাম্প এ কথা জানান।

ট্রাম্প বলেন, আমাদের মধ্যে ভালো আলোচনা হয়েছে, আমি তাকে দীর্ঘ সময় ধরে চিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, পুতিনের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তবে গত ৯ মার্চের পর এই প্রথম তাদের কোনো ফোনালাপের খবর জনসমক্ষে এলো।

আর্টেমিস টু মিশনের নভোচারীদের সঙ্গে ওভাল অফিসে আলাপকালে ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় তিনি ইউক্রেন যুদ্ধে ‘সাময়িক যুদ্ধবিরতি’র পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আমার মনে হয় তিনি এটি মেনে নিতে পারেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়: রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: মহান মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের আত্মত্যাগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন,“শ্রমিকরাই দেশের উন্নয়নের মূল কারিগর এবং অর্থনীতির চালিকাশক্তি” অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ও কৃষি মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান,

শ্রমিক প্রতিনিধি আনোয়ার হোসাইনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে ১৮৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবীতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের আত্মত্যাগ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, শ্রমিকদের নিরলস পরিশ্রম দেশের শিল্প, কৃষি, পরিবহন ও নির্মাণসহ সব খাতকে এগিয়ে নিচ্ছে। প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স এবং তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের অবদান দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শ্রমিকবান্ধব নীতির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, তাঁর উদ্যোগেই বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, যা আজকের রেমিট্যান্স প্রবাহের ভিত্তি স্থাপন করেছে। তিনি বলেন, পরবর্তীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শ্রম আইন প্রণয়ন ও শ্রমকল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বদলে কেন কুমির ও সাপ ছাড়তে চাইছে ভারত?

পরিচয় ডেস্ক: অবৈধ অভিবাসন ও চোরাচালান ঠেকাতে বাংলাদেশ সীমান্তে কুমির ও বিষাক্ত সাপ ছাড়ার মতো এক বিতর্কিত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন ভারতীয় কর্মকর্তারা। মূলত নদীবেষ্টিত যেসব এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া কঠিন, সেখানেই প্রাকৃতিক পাহারাদার হিসেবে এসব প্রাণী ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, যার অনেকটা অংশ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি জাতীয় স্বার্থবিরোধী: আনু মুহাম্মদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তিকে “জাতীয় স্বার্থবিরোধী অবিশ্বাস্য চুক্তি” বলে মন্তব্য করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন,“এই চুক্তির সঙ্গে *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

গালগল্প বা ইতিহাসের মাস্টার হতে সংসদে যাইনি: বিরোধীদলীয় নেতা

পরিচয় ডেস্ক: বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, বিদেশে অনেক কষ্ট করে প্রবাসীরা টাকা আয় করেন। সেই টাকা দিয়ে তারা বিদেশে প্রাসাদ না বানিয়ে দেশে পাঠান। তবে এই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয় না।

আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলিস্তানে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেইটে শ্রমিক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে এ সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘সংস্কারের বাহানায় যদি নির্বাচন না দেয়, তাই আপস করে জুলাই সনদে সই করেছি’বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, একটা তাগাদা ছিল সংস্কারের বাহানায় যদি নির্বাচন না হয়, সেজন্য আমরা সবকিছুতে আপস করে জুলাই জাতীয় সনদে সই করেছি।

৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের শেষ দিনে বক্তব্য দেওয়ার সময় এ কথা বলেন তিনি।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, “ইন্টেরিম গভর্নমেন্টের সময় তিনটি শব্দ খুব বেশি বাজার পেয়েছে। একটা হচ্ছে সংস্কার, আরেকটা হচ্ছে বিচার, আরেকটা হচ্ছে নির্বাচন। তবে নির্বাচনটা বলেছে যে সংস্কার ও বিচার সমাপ্ত হওয়ার পরে যদি কোনো সময় হলেও হতে পারে”

“সংস্কারের জন্য আমার কিছু বড় ভাই বুদ্ধিজীবি বিদেশ থেকে অবতরণ করেছিলেন, তারা অলৌকিক কিছু সংস্কার নিয়ে দেশে অবতরণ করলে, আমরা সংস্কার কমিশনে আলাপ-আলোচনা করতে করতে এই জুলাই জাতীয় সনদটা প্রণয়ন হয়েছে” বলেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন,“এখানে একটা বিষয় উঠে এসেছে, যখন ৭০ অনুচ্ছেদের বিষয়টা প্রথম ডিসাইডেড হয় ঐকমত্য কমিশনে সবাই তখন নোট অব ডিসেন্টসহ একমত হলেন যে, দুটি বিষয়ে সবাই একমত, বিএনপিসহ কয়েকটি দল মনে করে সংবিধান সংশোধন ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি ৭০ অনুচ্ছেদে থাকতে হবে”

“সেদিন থেকে সিদ্ধান্ত হলো নোট অব ডিসেন্ট সহকারে জুলাই জাতীয় সনদ প্রণীত হবে এবং নোট অব ডিসেন্ট সহকারে আপনারা সই করেছেন। আমরাও সই করেছি। আসুন সেই জুলাই সনদকে বাস্তবায়ন করি” যোগ করেন তিনি। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

দুই মাসে মব সহিংসতায় নিহত ৪০, নারী নির্যাতনের ঘটনা ৬০১টি: মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন

পরিচয় ডেস্ক: গত দুই মাসে মব সহিংসতায় সারাদেশে অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছেন। একই সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতনের নথিভুক্ত ঘটনা ৬০১টি। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) প্রকাশিত এমএসএফ-এর এপ্রিল মাসের পরিস্থিতি মনিটরিং প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা মার্চ মাসের ২৮৯টি থেকে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

৫ আগস্ট ছাত্রজনতা দেশকে আবার স্বাধীন করেছে: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্রজনতা এই দেশকে আবার স্বাধীন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (২ মে) সন্ধ্যায় সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই বাংলাদেশ একসময় পরাধীন ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে। তারপরেও বিভিন্ন সমস্যা হয়েছে দেশে। আমাদের দেশের মানুষেরা, বিশেষ করে তোমাদের মনে আছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট এই দেশের ছাত্রজনতা এই দেশের মানুষকে আবার স্বাধীন করেছে। আবার আমরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছি।"

তারেক রহমান শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে আরও বলেন, "তোমরা প্রত্যেকে একেকজন বাংলাদেশের এম্বেসেডর হবে। তোমরা স্পোর্টসের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরবে। তোমরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। তোমাদেরকেই বাংলাদেশের দায়িত্ব নিতে হবে।" নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের ধারণা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সাড়ে চার বছর আগে আমিনুল (ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক) লন্ডনে গেলে তার সাথে রেস্টুরেন্টে বসে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের ব্যাপারে প্রথম আলাপ হয়। এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নিই ক্ষমতায় এলে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস চালু করব।"

সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, "সরকার থেকে আমরা আমাদের সামর্থ্য দিয়ে ছোট বন্ধুদের পাশে আছি। তা হোক লেখাপড়া বা খেলাধুলার। তোমরা যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, খেলোয়াড়, গায়ক, মিউজিশিয়ান-যে যা হতে চাও, সরকার তোমাদের সহযোগিতা করবে। যে গান শিখতে চায় সে গান শিখবে, যে মিউজিশিয়ান হতে চায় সে মিউজিশিয়ান হবে, সেই ব্যবস্থা আমরা করব।" অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। বক্তৃতা পর্ব শেষে অনলাইনে সারাদেশে একযোগে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

২৮০ দিন ধরে বিনা বিচারে কারাগারে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের বয়স এখন ৮১ বছর। কোনো মামলায় বিচার বা দণ্ড ছাড়াই তিনি ২৮০ দিন ধরে কারাগারে আছেন।

তার বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনো মামলাতেই আদালতে চার্জশিট জমা দেয়নি পুলিশ।

গত মঙ্গলবার ২৮ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পাঁচটি মামলায় তার জামিন বহাল রেখেছেন। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

হরমুজ সংকটে সমুদ্রে আটকা বাংলাদেশি নাবিক, অনেকেরই চুক্তির মেয়াদ শেষ

পরিচয় ডেস্ক: ঘরে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে জীবিকার তাগিদে গত বছরের অক্টোবরে পাঁচ মাসের চুক্তিতে তৃতীয় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চীনা জাহাজ ওএমভি হ্যাপি ফরএভার-এ যোগ দেন বাংলাদেশি নাবিক মোহাম্মদ জায়েদ রনি। কথা ছিল, মার্চে সমুদ্রযাত্রা শেষ করে দেশে ফিরে পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করবেন এবং সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকবেন।

কিন্তু আমেরিকা-ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। হরমুজ প্রণালির ভেতরে আটকে পড়ে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এর পাশাপাশি ফ্লাইট বন্ধ ও ভিসা জটিলতার কারণে তিনি এখনো সমুদ্রে আটকে আছেন; দেশে ফেরার স্পষ্ট কোনো পথ আপাতত নেই।

তবে তিনি একা নন। পারস্য ও ওমান উপসাগরের ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধাঞ্চলে সাতটি দেশি-বিদেশি জাহাজে অন্তত ৭৫ জন বাংলাদেশি নাবিক আটকা পড়েছেন। মিসাইল বা ড্রোন হামলার আশঙ্কায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে চরম অনিশ্চয়তায়। এদিকে, তাদের পরিবারের সদস্যরাও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন।

বন্দর ও বিপদের মাঝে বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএমওএ)-এর তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ৩১ জন নাবিক আটকা পড়েছেন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ বাংলার জয়যাত্রা-তে। *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রয়নীতির কারণেই হামের টিকার ঘাটতি: রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দেশের টিকা ক্রয় বা সংগ্রহ ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছিল। এই নীতিগত পরিবর্তনের কারণেই মূলত বর্তমান হাম মহামারির সূত্রপাত ঘটেছে, যাতে এরই মধ্যে বাংলাদেশে আড়াইশোর বেশি শিশুর প্রাণহানি হয়েছে। সায়েন্স ডটঅর্গ-এর এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক এই জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংকটের শুরুটা হয়েছিল ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে। ওই সময় নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার সেসময় ইউনিসেফের মাধ্যমে টিকা সংগ্রহ করার দীর্ঘদিনের পুরোনো ব্যবস্থাটি বাতিল করে।

কয়েক দশক ধরে গ্যাভি বা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)-এর অর্থায়নে জাতিসংঘের এই সংস্থাটি (ইউনিসেফ) বাংলাদেশে টিকা সরবরাহ করে আসছিল।

অন্তর্বর্তী সরকার সেই ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়া চালু করে। এই নতুন প্রক্রিয়ায় সরকার ব্যক্তিগত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে টিকার জন্য দরপত্র বা টেন্ডার আহ্বান করতে শুরু করে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরপরই জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছিল ইউনিসেফ। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউনিসেফের প্রতিনিধি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

সব ধরনের ভিসা দিচ্ছে বাংলাদেশ, আগামী কয়েক সপ্তাহে স্বাভাবিক হতে পারে ভারতীয় ভিসা সেবা

পরিচয় ডেস্ক: কূটনৈতিক টানাপোড়েন ও যাতায়াতে বিধিনিষেধের পর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকে এগোচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশ। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সব ধরনের ভিসা দেওয়া শুরু করেছে। অন্যদিকে ভারতও তাদের ভিসা সেবা পুরোপুরি চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য পর্যটন, ব্যবসা ও চিকিৎসাসহ সব ধরনের ভিসা ইস্যু করা শুরু করেছে। অন্যদিকে ভারতও আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদের ভিসা কার্যক্রম ধাপে ধাপে পুরোপুরি চালুর পরিকল্পনা করছে। বর্তমানে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভারতের ভিসা সেবা বেশ সীমিত। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের আগের তুলনায় এটি এখন মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ চালু রয়েছে। এখন মূলত চিকিৎসাসেবা ও জরুরি পারিবারিক প্রয়োজনগুলোকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এর বিপরীতে, চলতি বছরের ২০ ফেব্রুয়ারির দিকে ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর পর বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ভারতীয়দের ১৩ হাজারের বেশি ভিসা ইস্যু করেছে। ২০২৪ সালের আগস্টে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের পর উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে দুই দেশের সম্পর্কে একধরনের দূরত্ব তৈরি হয়। তবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে এই সম্পর্ক নতুন করে মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভিসা কড়াকড়ির কারণে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছিল। ২০২৩ সালে যেখানে ২১ লাখ ২০ হাজার বাংলাদেশি ভারত সফর করেছিলেন, ২০২৫ সালে তা কমে মাত্র ৪ লাখ ৭০ হাজারে নেমে আসে।

দুই দেশের কর্মকর্তারাই জানিয়েছেন, ভিসা সেবা চালুর এই উদ্যোগ মূলত সহযোগিতার সম্পর্ক পুনর্গঠনের অংশ। এর মধ্যে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক ও জ্বালানি সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট জ্বালানি ঘাটতি মেটাতে ভারত সম্প্রতি বাংলাদেশে ডিজেল পাঠিয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর আসন্ন আগমনকে ভিসা কার্যক্রম পুরোপুরি চালুর ক্ষেত্রে সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতকে ছাড়াতে পারে বাংলাদেশ জানাল আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছর বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) হিসেবে ভারতকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বাংলাদেশ।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সর্বশেষ প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রতিবেদনে এমন পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি বেড়ে হবে ২ হাজার ৯১১ ডলার, যেখানে ভারতের ক্ষেত্রে তা হবে ২ হাজার ৮১২ ডলার। অংকের বিচারে এই পার্থক্য সামান্য হলেও এর প্রতীকী তাৎপর্য অনেক বেশি। আয়তনের দিক থেকে ভারতের অর্থনীতি বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বড়। ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, ভারতের ৩ হাজার ৯১৬ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি বাংলাদেশের (৪৫৮ বিলিয়ন ডলার) চেয়ে প্রায় আট গুণ বড়। কিন্তু মাথাপিছু আয়ের সূচকে ছোট প্রতিবেশী দেশটি ভারতের সঙ্গে সমানে সমান পাল্লা দিচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু এই ঘটনাকে

'বিস্ময়কর' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় বিশ্লেষকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে-এটি কি বাংলাদেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অগ্রগতি নাকি শুধু হিসাবের কারসাজি?
অর্থনীতিবিদদের মতে, এই পার্থক্যের পেছনে মূল কারণ মুদ্রার বিনিময় হার। আইএমএফের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমান ডলারের হিসাবে ২০১৮ সাল থেকে পরবর্তী সাত বছর মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে ছিল। তবে ২০২৫ সালে বাংলাদেশি টাকার মানে বড় ধরনের অবমূল্যায়নের ফলে ভারত ফের এগিয়ে যায়। অবশ্য এ ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। ১৯৮৯ থেকে ২০০২ সালের মধ্যবর্তী সময়েও মাথাপিছু জিডিপিতে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে ছিল। এরপর টানা প্রায় ১৫ বছর ভারত চালকের আসনে থাকলেও ২০১৮ সালে দেশটি বাংলাদেশের নিচে নেমে যায়। পরবর্তী সময়ে ডলারের বিপরীতে রুপির অবমূল্যায়ন এই তুলনামূলক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ডলারের সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য ১২২.৮৫ টাকা নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মৌখিক নির্দেশ, সমালোচনা বিশেষজ্ঞদের

পরিচয় ডেস্ক: বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখতে ডলারের দাম আরও কমিয়ে আনতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
সোমবার ২৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোকে মানি এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে রেমিট্যান্স সর্বোচ্চ ১২২ টাকা ৮৫ পয়সা দরে কিনতে বলা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, গত ১৩ এপ্রিল জারি করা নির্দেশনায় ব্যাংকগুলোকে ডলারের দাম ১২২ টাকা ৯০ পয়সায় সীমিত রাখতে বলা হয়েছিল। সর্বশেষ নির্দেশনা সেই হার থেকে সামান্য কমানো হয়েছে, যা স্থানীয় বাজারে ডলারের দর ধীরে ধীরে নামিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চলমান প্রচেষ্টারই অংশ।
ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ডলার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ ধরনের হস্তক্ষেপ প্রচলিত চর্চা নয়। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক রেফারেন্স রেট চালু করলেও এভাবে সরাসরি হস্তক্ষেপকে সঠিক পদ্ধতি হিসেবে দেখা হয় না।
বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় মূল্যস্ফীতি আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। তাই ডলারের দর এমন পর্যায়ে রাখতে চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যাতে আমদানি ব্যয় অতিরিক্ত না বাড়ে। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

১৪টি উড়োজাহাজ ক্রয়ে বোয়িংয়ের সঙ্গে বিমানের চুক্তি স্বাক্ষর

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহর সম্প্রসারণে যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং থেকে ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১০টি ওয়াইড বডি (বি ৭৮৭ ড্রিমলাইনার) এবং ৪টি ন্যারো বডি (বি ৭৩৭) উড়োজাহাজ ক্রয় করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম। বিশেষ অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

১.৬ বিলিয়ন ডলারের কঠিন শর্তের ঋণ অনুমোদন দিল বাংলাদেশ সরকার

পরিচয় ডেস্ক: উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে মোট ১.৯ বিলিয়ন ডলারের পাঁচটি ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার, যার মধ্যে ১.৬ বিলিয়ন ডলারই নন-কনসেশনাল (অনমনীয়) ঋণ।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতে, এই অর্থের মধ্যে ১.৩ বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা হিসেবে রাখা হবে, যা জরুরি আর্থিক চাপ মোকাবেলায় ব্যবহার করা হবে। গত ২৮ এপ্রিল শেরে বাংলা নগরের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত নন-কনসেশনাল ঋণসংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির

সভায় তুলনামূলক কঠিন শর্তের এসব ঋণের অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সভায় উপস্থিত সূত্র জানায়, বাজেট সহায়তা প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে-এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার, এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) থেকে ২৫০ মিলিয়ন ডলার এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার। কর্মকর্তারা জানান, এসব ঋণে সুদের হার বেশি, গ্রেস পিরিয়ড কম এবং পরিশোধের সময়সীমা তুলনামূলক দ্রুত-যা কনসেশনাল ঋণের চেয়ে কঠিন।
স্ট্রেংদেনিং ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স, সাবপ্রোগ্রাম-২ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় এডিবি মোট ৭৫০ মিলিয়ন ডলার দেবে, যার মধ্যে ৩০০ মিলিয়ন ডলার কনসেশনাল ঋণ এবং ৪৫০ মিলিয়ন ডলার তাদের অর্ডিনারি ক্যাপিটাল রিসোর্সেস (ওসিআর) থেকে দেওয়া হবে।

ডলার বর্জন ও ভূ-রাজনৈতিক মেরুকরণ: স্বর্ণের দাম ৮ হাজার ডলারে ওঠার পূর্বাভাস

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে স্বর্ণের বাজারে বড় ধরনের উল্লম্ফন দেখা দিতে পারে। জার্মানিভিত্তিক বহুজাতিক ব্যাংকডয়েচে ব্যাংকের মতে, বিভিন্ন দেশ তাদের সংরক্ষিত সম্পদের (রিজার্ভ অ্যাসেট) ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ক্রমাগত স্বর্ণের দিকে ঝুঁকতে থাকায়, এই মূল্যবান ধাতুটি বিশেষভাবে লাভবান হবে।
গত সোমবার (২৭ এপ্রিল) প্রকাশিত এক গবেষণা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ খাদ্য সংকটের ঝুঁকিতে

পরিচয় ডেস্ক: গাজা উপত্যকার নুসেইরাতে একটি কমিউনিটি কিচেনে খাবার সংগ্রহের জন্য এসেছেন ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুরা। ফাইল ছবি: আবদেল করিম হানা/এপি

ইরান যুদ্ধের কারণে সার এবং অন্যান্য কাঁচামাল সরবরাহে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। বিশ্বের অন্যতম বড় সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইয়ারার প্রধান নির্বাহী সুইন টোরে হোলসেথার বিবিসিকে সতর্ক করেছেন, এই সংকটের ফলে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১০০ কোটি মানুষের খাবারের জোগান ব্যাহত হতে পারে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দরিদ্র দেশগুলো।

তিনি বলেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের সংঘাতের কারণে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, যা বৈশ্বিক খাদ্য উৎপাদনকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, সার ব্যবহার কমে যাওয়ায় ফসল উৎপাদন কমে যেতে পারে এবং এর ফলে খাদ্যের জন্য দরপত্রভিত্তিক প্রতিযোগিতা (বিডিং ওয়ার) শুরু হতে পারে।

তিনি ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতি খাদ্যের দাম নিয়ে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার প্রভাব অন্যান্য দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ওপর কেমন হতে পারে, তা সতর্কভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাজ্যে খাদ্য সংকট হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে খাদ্যের দামের ওপর উৎপাদনের বাড়তি খরচের প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হোলসেথার বলেন,ও পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে বিশ্বে প্রায় পাঁচ লাখ টন নাইট্রোজেন সার উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

তিনি বলেন,ও আমার হিসাব অনুযায়ী, সার ঘাটতির কারণে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১০০ কোটি মানুষের খাবারের জোগান ব্যাহত হতে পারে। তিনি জানান, নাইট্রোজেন সার ব্যবহার না করলে কিছু ফসলের উৎপাদন প্রথম মৌসুমেই ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায়।

হরমুজের বিকল্প কি সম্ভব? কী পরিকল্পনা করছে উপসাগরীয় দেশগুলো?

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ উপসাগরীয় দেশগুলোকে তাদের তেল ও বাণিজ্য পথ নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় দুই মাস ধরে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রবেশের একমাত্র সমুদ্র পথ হরমুজ প্রণালি বন্ধ রয়েছে।

এ অবস্থায় আরব দেশগুলো তেহরানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে রপ্তানি-বাণিজ্য অব্যাহত রাখতে বিকল্প পথ খুঁজছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

'অস্থির ও বিপজ্জনক' সাগর: যেভাবে জাহাজ চলাচলের পথ নতুন বৈশ্বিক যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠল

সাগরে জাহাজ চলাচলের যে সুষ্ঠু নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল, তা আজ অনেক বেশি বিপজ্জনক, ব্যয়বহুল এবং পুরোপুরি রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির পর, ওমানে হরমুজ প্রণালি দিয়ে অতিক্রম করার জন্য একটি জাহাজ অপেক্ষা করছে। ফাইল ছবি: শাদি জে এইচ আলাসার/আনাদোলু

ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রীর এক মন্তব্যে গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মহলে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে যায়। অর্থমন্ত্রী পুরবায়া ইউধি সাদেওয়া বলেছিলেন, হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নেওয়া পদক্ষেপের আদলে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

লৌহ আকরিক বাণিজ্যে মার্কিন ডলারকে হটিয়ে বড় জয় চীনের

বিশ্ববাণিজ্যে মার্কিন ডলারের একক আধিপত্য কমিয়ে নিজস্ব মুদ্রা ইউয়ান চালুর যে লক্ষ্য চীন নিয়েছে, তা এবার লৌহ আকরিক (আয়রন ওর) বাজারেও ছড়িয়ে পড়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই খাতের বাণিজ্যে ডলারের যে একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল, তাতে এখন ভাগ বসাল চীন। বিশ্বের বৃহত্তম খনি কোম্পানি অস্ট্রেলিয়ার বিএইচপি-র সঙ্গে টানা সাত মাস ধরে চলা এক তিক্ত বিরোধের পর এই বিজয় অর্জন করল চীন।

ডলারের বদলে ইউয়ান

গত মাস পর্যন্ত বিএইচপি চীনের কাছে যে পরিমাণ লৌহ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে আরব আমিরাতে দ্রুত লেজার সিস্টেম পাঠিয়েছিল ইসরায়েল

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার হাত থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে রক্ষা করতে অত্যাধুনিক লেজার ব্যবস্থা ও উন্নত সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছে ইসরায়েল।

উপসাগরীয় এই দেশটির ওপর ইরানের ভয়াবহ আক্রমণ ঠেকাতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এই সামরিক সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। ২০২০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া ও আব্রাহাম অ্যাকর্ডস্-এর আগে এই দুই দেশের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। এক আঞ্চলিক কর্মকর্তা এই সহযোগিতাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, এটি মূলত ও ইসরায়েলের বন্ধু হওয়ার সার্থকতা প্রদর্শন করছে।

সংশ্লিষ্ট দুই সূত্র জানিয়েছে, ইসরায়েল দ্রুততার সঙ্গে ও স্পেকট্রো নামক একটি উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা আমিরাতে পাঠিয়েছে। এটি ২০ কিলোমিটার দূর থেকেই *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

পেশায় দলীয়করণে ধ্বংস হচ্ছে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও পেশাদারিত্ব

মাহফুজ আনাম

বিষয়টা নিয়ে আমরা সাধারণত খুব বেশি আলোচনা করি না। অনেকটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছি। সেটা হলো, আমাদের বিভিন্ন পেশার রাজনীতিকরণ। এই প্রবণতা আমাদের পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে বাধা দিচ্ছে; মেধাবীদের বদলে মধ্যমদের জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষতার জায়গা দখল করেছে আনুগত্য, মুক্ত চিন্তার জায়গা চাটুকারিতা, আত্মমর্যাদার পরিবর্তে এসেছে নির্লজ্জতা। আমরা সত্যনিষ্ঠ হওয়ার চেয়ে মাথা নোয়াতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছি।

আমাদের অধিকাংশ পেশাজীবী সংগঠন দলীয় আনুগত্যে বিভক্ত। পেশাদারিত্বের চেয়ে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বেশি। আর দলীয় আনুগত্যের আড়ালে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। যেমন: শীর্ষ পদ দখল বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ।

আমাদের চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ প্রকাশ্যেই পেশাদারিত্বকে পেছনে ঠেলে দলীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট পেশাগুলোর মান নেমে গেছে। আমাদের আধুনিকায়ন ও অগ্রগতিকে যে বিষয়গুলো বাধাগ্রস্ত করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো আমলাতন্ত্র, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো জনসেবা প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিকরণ। এসব জায়গায় জনগণের কাছে জবাবদিহি করার বদলে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্যে মনোযোগ দৃশ্যমান।

চিকিৎসকদের দিয়েই আলোচনা শুরু করছি। কারণ, এই পেশা সরাসরি আমাদের জীবন-মরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। চিকিৎসকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের মাধ্যমে এই পেশায় রাজনীতিকরণ শুরু হয়েছে কয়েক দশক আগে, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সমর্থনে। কোনো দল ক্ষমতায় এলে তাদের সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো কার্যত স্বাস্থ্যখাত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন ও নতুন নিয়োগ, এমনকি তহবিল বণ্টন ও বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রেও তাদের প্রভাব দেখা যায়।

চিকিৎসক হিসেবে একজন কতটা সফল সেটা নয়, বরং এসব সংগঠনে তিনি কতটা ক্ষমতাবান সেটাই হয়ে ওঠে আসল মাপকাঠি। জনসেবা যার মৌলিক নীতি, সেই স্বাস্থ্যখাত কি এভাবে পরিচালিত হতে পারে? স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও এই খাতের দুরবস্থার দিকে তাকালেই তার উত্তর পাওয়া যায়।

অবশ্যই প্রত্যেক চিকিৎসকের রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে এবং তিনি ইচ্ছা করলে দলীয় কর্মকাণ্ডেও অংশ নিতে পারেন। কিন্তু নীতি, অগ্রাধিকার, সিদ্ধান্ত ও নিয়োগের সবকিছুতে রাজনীতি ও দলীয়করণকে প্রাধান্য দেওয়া আত্মঘাতী।

শিক্ষক, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতিকরণ ও দলীয়করণ আমাদের উচ্চশিক্ষাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শিক্ষকদের আলাদা আলাদা প্যানেল রয়েছে। সাদা, নীল ও গোলাপি প্যানেল যথাক্রমে বিএনপি-জামায়াত, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এগুলো শিক্ষকদের মধ্যে গভীর বিভাজন সৃষ্টি করেছে, যা আমাদের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন, বৃত্তি প্রদান ও গবেষণা তহবিল বরাদ্দসহ সবই নির্ধারিত হয় দলীয় বলয়ে থাকার ওপর। উপ-উপাচার্য, প্রক্টর, হল প্রভোস্ট এমনকি হাউস টিউটর নিয়োগেও স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। পাণ্ডিত্য এখন আর সাফল্যের শর্ত নয়।

দলীয় শিক্ষক গোষ্ঠীগুলো ধীরে ধীরে একই ধারার রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন এক লজ্জাজনক সমীকরণ তৈরি হয়, যা শালীনতা ও সৌজন্যের সব সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায় দলীয় পরিচয়। দলীয় শিক্ষার্থীরা বিরোধী মতের শিক্ষকদের অপমান করতে সাহস পায় এবং অনেক সময় আড়াল থেকে একই রাজনৈতিক মতাদর্শের শিক্ষকদের উৎসাহে বিরোধী মতের শিক্ষকদের ওপর শারীরিক হামলাও চালায়।

খুব সহজেই বোঝা যায়, কীভাবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক পরিবেশ প্রায় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে এবং পেশিশক্তি ধীরে ধীরে চিন্তা, মতামত ও বাকস্বাধীনতার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যারা একাডেমিক কাজে নিবেদিত ছিলেন, তারা ধীরে ধীরে প্রান্তিক হয়ে পড়েন *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

যারা বউ পেটায়, তাদের চেহারা কি আলাদা হয়?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

বাংলাদেশে প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন নারী, অর্থাৎ শতকরা ৭৬ জন তাদের জীবনে অন্তত একবার জীবনসঙ্গী বা স্বামী কর্তৃক সহিংসতার শিকার হয়েছেনুযার মধ্যে রয়েছে শারীরিক, যৌন, মানসিক এবং অর্থনৈতিক সহিংসতা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ।

গত এক বছরে (২০২৪) শতকরা ৪৯ জন নারী এ ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

চিন্তার কথা হলো, এই তিনজন ভুক্তভোগীর মধ্যে দুজন ভুক্তভোগী, অর্থাৎ শতকরা ৬২ জন, কখনোই প্রকাশ করেননি যে তারা সহিংসতার মুখোমুখি হন বা হয়েছেন।

উদ্বেগজনক এই তথ্যটি উঠে এসেছেুনারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ ২০২৪ এ। সারাদেশে নারী ও মেয়েদের ওপর সহিংসতার ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল জরিপটি পরিচালনা করেছে। জরিপে প্রকাশিত এই তথ্য দেখে বিস্মিত হলেও, অবিশ্বাস করার কোন উপায় নেই। কারণ গৃহ অভ্যন্তরে নারী নির্যাতনের ঘটনা বছরের পরে বছর ঘটেই চলছে।

নতুন বছরের (২০২৬) প্রথম তিন মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ১০৬ জন নারী গৃহ সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই সহিংসতার মধ্যে রয়েছে স্বামী, স্বামীর পরিবার ও নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতন। এদের মধ্যে ৪১ জনকে স্বামী হত্যা করেছে বলে অভিযোগ আছে। নিজ পরিবারের সদস্যদের হাতে নিহত হয়েছেন ১৩ জন। নিগৃহীত হয়ে ২৬ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। (সূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র)

ফিরে তাকাই ২০২৫ সালের দিকে। গৃহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৫৬০ জন নারী। এরমধ্যে ২১৭ জনকে স্বামী হত্যা করেছে বলে অভিযোগ আছে। নিজ পরিবারে হত্যা শিকার হয়েছেন ৫১ জন। আর আত্মহত্যা করেছেন ১৬৮ জন নারী। (আসক)

জরিপের তথ্য মতে, অর্ধেকেরও বেশি নারী শতকরা ৫৪ জন জীবদ্দশায় স্বামীর দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ গত ১২ মাসে একাধিকবার সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন।

ভয়াবহ ব্যাপার হলো গর্ভাবস্থায়, বিবাহিত নারীদের মধ্যে ৭.২% জন শারীরিক সহিংসতার এবং ৫.৩% যৌন সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন, যা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। অথচ এই সময়টাতে একজন নারী সবদিক থেকেই শান্তি ও নিরাপদে থাকবেন বলে ধারণা করা হয়।

বাংলাদেশে স্ত্রী নির্যাতন কতটা হচ্ছে, এটা বোঝার জন্য ওপরের জরিপটি একমাত্র নয়। বিশ্বের যেসব দেশে স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার বেশি, সেসব দেশের তালিকায় ৪র্থ স্থানে উঠে এসেছিল বাংলাদেশের নাম সেই ২০২১ সালে। দেশের ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের ৫০ শতাংশই জীবনে কখনও না কখনও সঙ্গীর হাতে শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)।

স্ত্রী নির্যাতনে বাংলাদেশের পুরুষরা যতোই সামনের অবস্থানে থাকুক না কেন, অধিকাংশ পুরুষ মনে করে স্ত্রীকে নির্যাতন করে তারা কোনো অন্যায় করেননি এবং এজন্য তারা লজ্জিতও নয়।

দেশের শহর ও গ্রামের শতকরা ৬৩ ভাগ পুরুষ এখনও মনে করেন, ওসহবাসে রাজি না হলে বউকে মারাটা জায়েজ৷ অন্যদিকে শতকরা ৬২ জন পুরুষ বিশ্বাস করে যে এমনও সময় আসে, যখন বউয়ের নিজের কাজের জন্যই তার মার খাওয়াটা উচিত হয়ে যায়। (সূত্র: ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের করা জরিপ)

এতভাবে নিপীড়নের শিকার হওয়ার পরেও নারী কেন আইনের দ্বারস্থ হন না বা চিকিৎসা সুবিধা নেন না? এর উত্তর হচ্ছে, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তার জন্য নারীদের এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, নারীর হাতে সে পরিমাণ অর্থ থাকে না। আর পরিবার ও সমাজের ক্ষতিকর প্রভাব বা সামাজিক রীতিনীতি অনেক নারীকে নীরব থাকতে বাধ্য করে।

তাছাড়া ২ জনের মধ্যে ১ জনেরও কম নারী (৪৮.৫ শতাংশ) জানেন যে কোথায় সহিংসতার অভিযোগ জানাতে হয়, এবং মাত্র ১২.৩ শতাংশ নারী হেল্পলাইন ১০৯ সম্পর্কে জানেন। *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇆ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

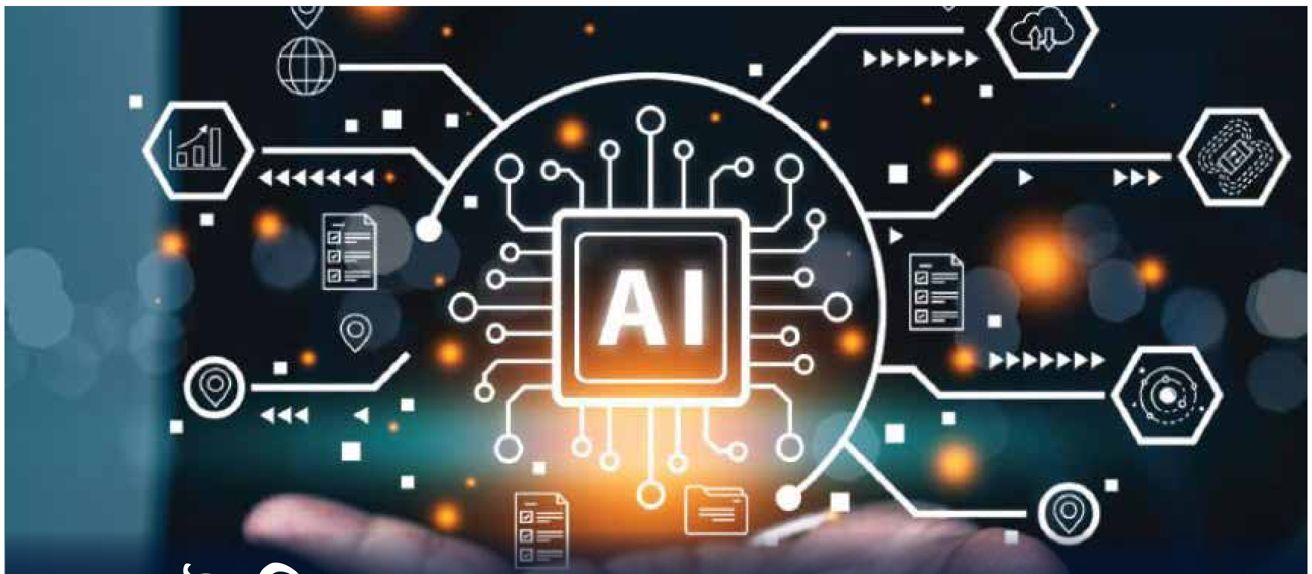

এআই কি আমাদের মধ্যে ফারাক বাড়াচ্ছে?

রকিবুল হাসান

বৈশ্বিক পরিস্থিতি জানতে নিয়মিত বিশ্বব্যাংকের টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো পড়ি। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে (বিটিআরসি) গেলে বিশ্বব্যাংক আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি হ্যান্ডবুকের সঙ্গে। পৃথিবীর সেরা আইডিয়াগুলো দিয়ে বানানো একটা হ্যান্ডবুক। টেলিকম রেগুলেশন যে আসলে পিএইচডি-লেভেলের বিষয়, সেটা ওই বইটা পড়ে বুঝেছিলাম। এখন এই বইটা ডিজিটাল সার্ভিস প্রোভাইডারদের হ্যান্ডবুক হিসেবেও পরিচিত।

গত সপ্তাহে সেরকমই একটা মিটিং ছিল বিশ্বব্যাংকে।

আলাপে আলাপে একটা জিনিস পরিষ্কার হলো-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) যত এগোচ্ছে, দুনিয়ায় ডিজিটাল বিভক্তি তত বাড়ছে। এটা নতুন কথা না। কিন্তু, যে গতিতে বাড়ছে সেটা অপ্রত্যাশিত। উচ্চআয়ের দেশগুলোতে প্রতি দুজনের একজন এআই টুল ব্যবহার করে, আর গরিব দেশগুলোতে সেটা প্রায় শূন্যের কোটায়। মানে শুরুর জায়গাটাই ভিন্ন।

কম্পিউটিং পাওয়ারের ছবিটা আরও কঠিন। আমেরিকায় পৃথিবীর সেরা ৫০০টি সুপার কম্পিউটারের মধ্যে ১৭৫টা আছে। আর গরিব দেশগুলোর ভাগে আছে কার্যত শূন্য। উচ্চআয়ের দেশগুলো পৃথিবীর ৮৭ শতাংশ উল্লেখযোগ্য এআই মডেল বানিয়েছে, ৮৬ শতাংশ এআই স্টার্টআপ তাদের, আর ৯১ শতাংশ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডিং তাদের কাছে। অথচ তারা পৃথিবীর মাত্র ১৭ শতাংশ মানুষ।

এই ফারাকটা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দিই।

একই অফিসে দুজন কর্মী। একজন এআই দিয়ে প্রতিবেদন বানায়, তথ্য বিশ্লেষণ করে, ইমেইল লেখে। পাঁচ মিনিটের কাজ। আরেকজন সেটা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেটে। বছর দুয়েক পরে একজনের পদোন্নতি হবে, আরেকজনকে হয়তো ছাঁটাই করা হবে। এই পার্থক্যটাকে দেশের স্তরে নিয়ে যান। ইউএনডিপির প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে তৈরি হচ্ছে 'নেক্সট গ্রেট ডাইভার্জেন্স', যা সম্ভাব্য একটা নতুন যুগ যেখানে দেশে দেশে বৈষম্য আরও বাড়তে শুরু করবে। ইতিহাসে একটা 'গ্রেট ডাইভার্জেন্স' আগেও এসেছিল শিল্প বিপ্লবের সময়। তখন যে দেশগুলো বাষ্পীয় ইঞ্জিন আর কারখানার সঙ্গে তাল মেলাতে পেরেছিল, তারা এগিয়ে গেল। যারা পারেনি, তারা পিছিয়ে পড়ল এতটাই যে সেই পার্থক্য আজও পূরণ হয়নি-২০০ বছর পরেও না। এআই বিপ্লব সেই একই গল্প লিখছে। শুধু গতিটা অনেক বেশি। এআইকে গ্রহণ করায় ধীরগতি মানে শুধু দেরি না, প্রতিদিন পিছিয়ে পড়া। একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার এআই দিয়ে এক ঘণ্টায় যা করছে, একজন বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার যদি সেটা এক সপ্তাহে করে, তখন দুইজনের আউটপুটের পার্থক্য শুধু সময়ের না, মূল্যের। এই মূল্যের পার্থক্যটা জমতে জমতে একদিন পাহাড় হয়ে যাবে। এআই যে চাকরিগুলো নিয়ে নেবে, সেগুলোর বেশিরভাগ এখন আছে মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। ডেটা এন্ট্রি, কাস্টমার সার্ভিস, বেসিক অ্যাকাউন্টিং, রুটিন কোডিং-বাংলাদেশের লাখো তরুণ এই ধরনের কাজ করছে। তারা এআই ব্যবহার শেখেনি, কিন্তু এআই তাদের জায়গাটা নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে যারা চাকরি হারাবে, তাদের জন্য রিট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে, সামাজিক সুরক্ষা জাল আছে, নতুন এআইকেন্দ্রিক চাকরির সুযোগ আছে। বাংলাদেশে সেটা নেই। তাহলে কী হবে? চাকরি যাবে, নতুন চাকরি আসবে না, আর সরকারের কাছে সমাধানের রাস্তাও নেই। এটাই ঝুঁকি তৈরি করছে। ভালো খবর হলো, বিশ্বব্যাংক বলছে, ছোট এআই বা সাধারণ ডিভাইসে চলতে পারে এমন ছোট মডেল উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটা বড় সুযোগ। কৃষি, স্বাস্থ্য, ছোট ব্যবসার মতো খাতে এই ধরনের এআই এখনই কাজে লাগছে। বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য এটা একটা সুযোগ। এভাবে বড় অবকাঠামো ছাড়াই এআইয়ের কিছু সুবিধা নেওয়া যেতে পারে। মিটিং থেকে ফেরার পথে ভাবছিলাম একটাই কথা-২০০৭ সালে বিটিআরসিতে থেকে পাওয়া সেই হ্যান্ডবুকটা পড়ে বুঝেছিলাম পৃথিবীটা কোথায় যাচ্ছে এবং ২০২৬ সালের এই মিটিং থেকে বেরিয়ে একই অনুভূতি হচ্ছে। পার্থক্য একটাই-তখন সময় ছিল, এখন আর নেই।

রকিবুল হাসান; টেলিকম, অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মানবিক রাষ্ট্র' বইয়ের লেখক

---

৭ মার্চের ভাষণ বাজানো এত বড় অপরাধ?

আরাফাত রহমান

একটি ঐতিহাসিক ভাষণ বাজানোর অভিযোগে একজন ছাত্রনেত্রী দেড় মাস ধরে কারাগারে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে দেশের অন্যতম কঠোর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে। তিন দফায় তার জামিন নামঞ্জুর হয়েছে।

প্রশ্ন তাই সহজ, কিন্তু এড়ানো কঠিন-৭ মার্চের ভাষণ বাজানো কি সত্যিই এত বড় অপরাধ?

শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল সংসদের সাবেক ভিপি এবং ২০২৫ সালের ডাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ভিপি পদপ্রার্থী ছিলেন। তাকে গত ৭ মার্চ গ্রেপ্তার করা হয়। তার সঙ্গে নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দুই সদস্যকেও কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ বাজানোর চেষ্টা করেছিলেন।

ঘটনার শুরু মো. আসিফ আহমেদ সৈকতকে ঘিরে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক কর্মসংস্থানবিষয়ক সম্পাদক। ৭ মার্চ বিকেলে লাউডস্পিকারে ভাষণটি বাজানোর অভিযোগে শাহবাগ থানা পুলিশ তাকে আটক করে।

সেদিন রাতেই সৈকতের আটকের প্রতিবাদে জাতীয় জাদুঘরের সামনে একই ভাষণ বাজানোর চেষ্টা করেন ইমি ও আরও কয়েকজন। তখন ডাকসুর দুই প্রতিনিধি তাদের বাধা দেন এবং পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে তিনজনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯-এ মামলা হয়।

সেখান থেকে প্রশ্নটি আরও বড় হয়ে ওঠে। একটি ঐতিহাসিক ভাষণ বাজানো যদি সন্ত্রাস হয়, তাহলে রাষ্ট্রকে বলতে হবে, ইতিহাসের কোন কোন অংশ এখন অপরাধ হিসেবে গণ্য?

প্রশ্নটির উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। বরং, ৮ এপ্রিল ইমি ও অন্যদের তৃতীয় দফায় জামিন নামঞ্জুর হওয়ার পর প্রশ্নটি আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। পুলিশের বর্ণনা সত্য ধরে নিলেও শুরুতে কিন্তু সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হামলা বা নিষিদ্ধ সংগঠন পুনরুজ্জীবনের অভিযোগ সামনে আনা হয়নি। প্রথমে বলা হয়েছিল, ভাষণটি বাজানো হয়েছে। সৈকতকে আটকের পর শাহবাগ থানার ওসি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ভাষণটি বাজানো নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন হলো, কবে থেকে ৭ মার্চের ভাষণ বা সেটি বাজানো নিষিদ্ধ হলো? এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলে পুলিশ কেন এমন আচরণ করল যেন এটি আইনত অপরাধ? এই ব্যাখ্যা রাষ্ট্রকে দিতে হবে।

অবশ্য পরে মামলার এজাহারে আরও গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। সেখানে বলা হয়, ইমি ও অন্যরা নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করেছেন, পুলিশকে দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়েছেন এবং সৈকতকে পুলিশি হেফাজত থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শুরুতে জনসমক্ষে পুলিশের যে বক্তব্য এসেছিল, তাতে এসব অভিযোগের কিছুই ছিল না।

আর একটি জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ, অর্থাৎ ৭ মার্চের ভাষণ বাজানোকে নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম পুনরুজ্জীবনের সমান বলা যায় কি?

এখানে সাংবিধানিক প্রশ্নও আছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে আইনের যুক্তিসংগত সীমাবদ্ধতার অধীনে বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও স্বীকৃত।

তাই এখন পর্যন্ত যে তথ্য সামনে এসেছে, তার ভিত্তিতে কোন আইনের কোন ধারা কীভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, তা রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আইন ছাড়া কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ইতিহাসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন না; রাষ্ট্রও পারে না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ৭ মার্চের ভাষণ কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আওয়ামী লীগ কীভাবে কী ব্যবহার করেছে সেটা সেই দলের দায়; ইতিহাসের নয়। ইউনেসকো ভাষণটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় স্বীকৃতি দিয়েছে, কারণ এটি বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাসের অংশ। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলেছে বলে রাষ্ট্র এই ভাষণ বাজানোকে সন্দেহজনক কাজ হিসেবে দেখতে পারে না।

যদি অভিযোগ হয় পুলিশকে বাধা দেওয়া, বেআইনি জমায়েত বা নিষিদ্ধ সংগঠন পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা-তাহলে রাষ্ট্রকে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত আইনে বিচার হতে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

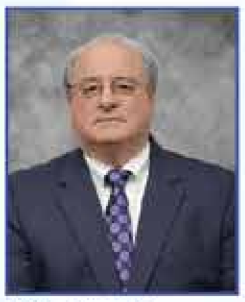

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

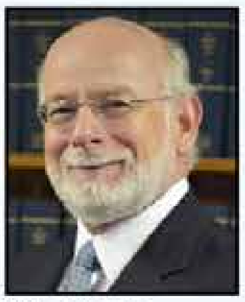

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

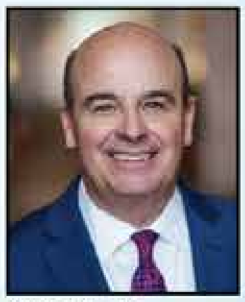

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

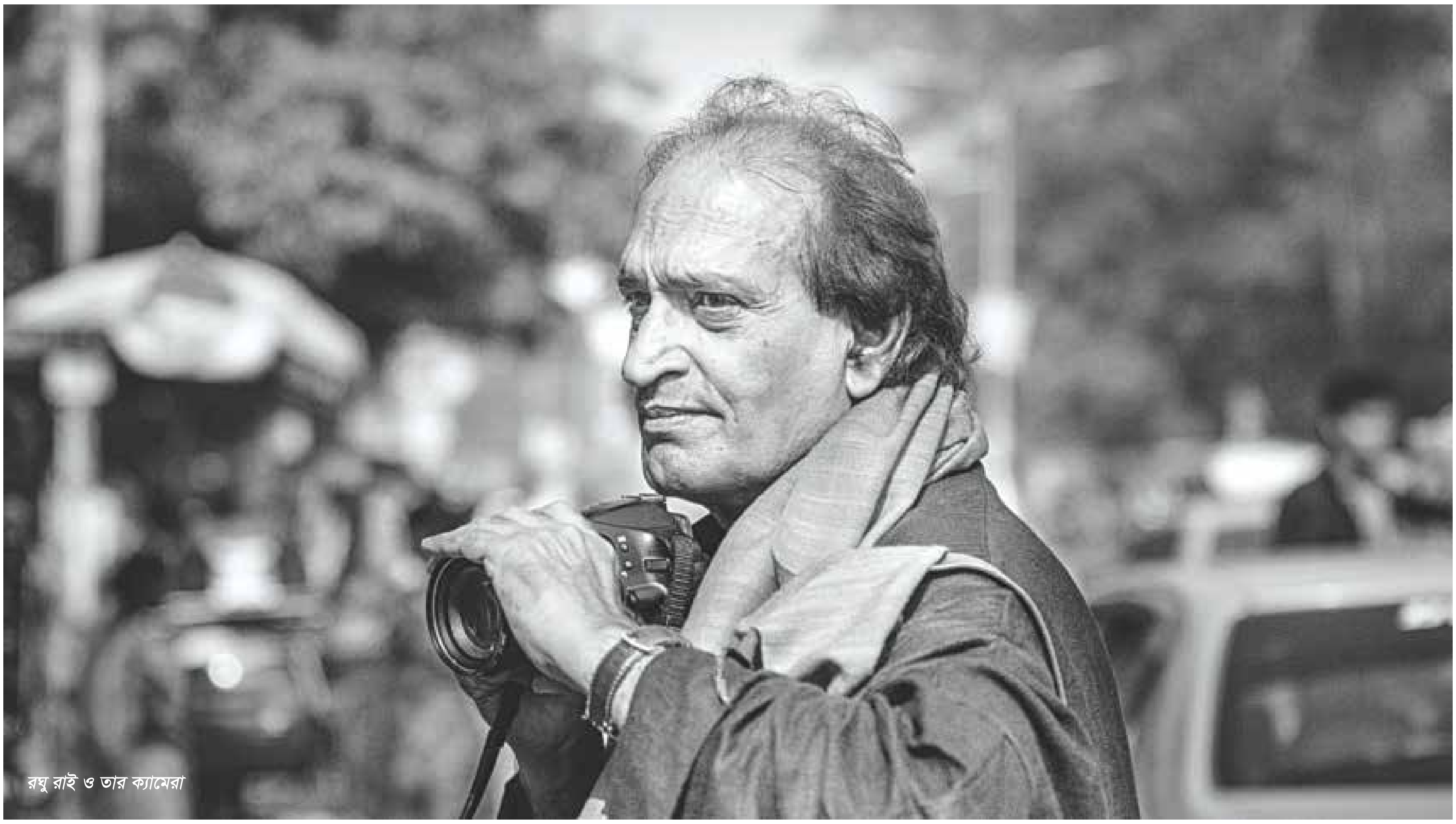
রঘু রাই ও তার ক্যামেরা

রঘু রাইয়ের মুক্তিযুদ্ধ যাত্রা

আহমাদ ইশতিয়াক

২৮ বছর বয়সী এক তরুণ। কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা। দু'চোখে ছবির প্রতি অদম্য আকর্ষণ। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা তরুণটি সরকারি চাকরি ছেড়ে বেছে নিয়েছিলেন আলোকচিত্রের পথ। যার তোলা ছবিতে উঠে এসেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শরণার্থীদের অসহায়গ্রস্ত মুখ। প্রাণ বাঁচাতে সীমান্তের দিকে ছুটে চলা শরণার্থীদের নির্মম যাতনা। এক কাপড়েই ভিটেমাটি ছাড়া মানুষের দেশত্যাগের কষ্টগাঁথা, স্বজন হারানো লাখো মানুষের বেদনার্ত মুখ, শরণার্থী শিশুর ক্ষুধার্ত কান্না, শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয়হীন মানুষের জীবনধারণের চেষ্টাসহ অসংখ্য আলোকচিত্র।

রঘু রাইয়ের ক্যামেরার লেন্স মুক্তিযুদ্ধে কোটি শরণার্থীর একক মুখচ্ছবিতে পরিণত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থী ক্যাম্পের অসহায়ত্ব মানুষ ও প্রাণ বাঁচাতে দেশত্যাগ করা মানুষের দুঃসহ অভিজ্ঞতা বারবার বিক্ষিপ্ত করে তুলেছিল রঘু রাইয়ের মনোজগৎকে। নিজের লেখা প্রামাণ্য চিত্রের বই 'ইধহমষধফবংয: ঞযব চৎরপব ড়ভ ঋৎববফড়স' এসব উল্লেখ কয়েছেন রঘু রায়।
তিনি লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের ঢল বাড়ছে এবং তা একপর্যায়ে দেশত্যাগে রূপ নিচ্ছে, এমন খবর পাওয়ার পর আমি ব্যাগ গুছিয়ে সকালবেলায় দিল্লি থেকে বিমানে করে কলকাতায় পৌঁছাই। এরপর সোজা যশোর রোড ধরে বর্তমানে

শরণার্থী হয়ে দেশ ত্যাগ। রঘু রাইয়ের তোলা এই ছবিটি মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থীদের উপর তোলা সবচেয়ে আইকনিক ছবি।

ভিটেমাটি হারা মানুষেরা ছুটছে সীমান্তের পানে।

বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে রওয়ানা হই।'
'সময়টা ছিল আগস্ট মাস, বর্ষা তখন তুঙ্গে। গাঢ় ধূসর আকাশ আর সারাটা পথ ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন সীমান্ত শুধু অরক্ষিতই ছিল না, চারদিক থেকে যেন উপচে পড়ছিল। শরণার্থীদের ঢল নামছিল, তাদের সঙ্গে ছিল সামান্য কিছু জিনিসপত্র। খুব কম শরণার্থীদের সঙ্গে গরুর গাড়ি ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে তারা তখন একদিকে যেমন ক্লান্ত, অন্যদিকে নিদারুণ কষ্টে জর্জরিত। কেউ কথা বলছিল না। চারদিকে এক ধরনের গভীর নিস্তব্ধতা। ওদের সাথে যা ঘটছে তা তো সবারই জানা। এটি ছিল এক জাতীয় ট্র্যাজেডি।'
'হাজার হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন ছোট্ট গ্রাম বনগাঁও অপর্যাপ্ত ছিল। তাদের তখন শুধু খাবার বা কাপড় নয়, মাথার ওপর একটি ছাদেরও প্রয়োজন ছিল। যা তাদের নিরাপত্তা ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা দিতে পারে। অন্যদিকে ভারতও এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। এর মধ্যে যেসব শরণার্থী সিমেন্টের পাইপেও আশ্রয় পেয়েছিল তারা ভাগ্যবান ছিল।'
"শরণার্থীদের মধ্যে বয়স্ক মানুষ ও শিশুদের জন্য এটি আরও দীর্ঘ মনে হয়েছে। কারণ তখনও শরণার্থী শিবিরগুলো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। তাদের সামনে ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। মানসিক আঘাত ছিল অসহনীয়। এমন দুঃখ কষ্টে এক বৃদ্ধা নারী যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। খাবারের জন্য চিৎকাররত এক শিশুর চোখ ভরে আসছিল কান্নায়। কয়েকদিন পরে আমি আমার তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে এই ছবিগুলো দেখেছিলাম। ছেলের চোখে মুখে ছিল বেদনাময় অভিব্যক্তি। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'"
'কিন্তু এটি ছিল কেবল শুরু। সোনার বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) মানুষের ওপর এক ভয়াবহ গণহত্যার সূচনাপর্ব ছিল এটি। যারা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম ভাইদের থেকে বাকি অংশ ১৯ পৃষ্ঠায়

কংক্রিটের পাইপের ঘুপচিতে আশ্রয় নিয়েছেন অসংখ্য শরণার্থী

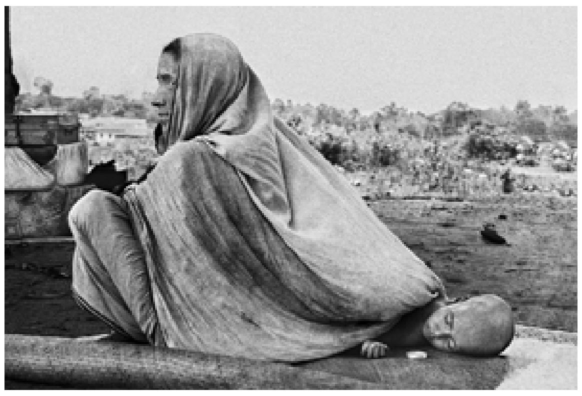

নিজে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছেন, কিন্তু যুদ্ধে হারিয়েছেন স্বামীকে

ভিটেমাটি হারা মানুষেরা ছুটছে সীমান্তের পানে

মুক্তিবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা

রঘু রাইয়ের মুক্তিযুদ্ধ যাত্রা

১৮ পৃষ্ঠার পর

হাজার মাইল দূরে বিচ্ছিন্ন ছিল।’

রঘু রায় আরও লিখেছেন, ‘হাজার হাজার নারী পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। অসংখ্য শিশু এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেই বড় হয়েছিল। একটি গোটা প্রজন্মের অস্তিত্ব যেন নির্মমতায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। পাকিস্তানি সেনারা ধর্ষণের শিকার তরুণীদের বাঙ্কারে আটকে রেখে তাদের জন্য কাজ করতে ও রান্না করতে বাধ্য করেছিল। এই তরুণীরা এতোটাই হতবিহবল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা আর সীমান্তের দিকে এগোতে পারছিল না। তবুও তাদের একজনকে ভীত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় নিজের সন্তানকে আঁকড়ে ধরে রাখতে দেখলাম।’

রঘু রাই জন্মেছিলেন ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের জং গ্রামে। দেশভাগের ফলে গ্রামটি পাকিস্তান অংশে পড়েছিল। চার বছর বয়সে শরণার্থী হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল রঘু রাইকে। একাত্তরের শরণার্থীদের সঙ্গে নিজের চার বছর বয়সের দেশত্যাগের স্মৃতি মিলিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘সবাই উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকে একে অপরের গল্প জানে। তাই এ নিয়ে কথা বলার কিছু নেই। অদ্ভুত সেই বিপুল নীরবতা। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছে। লোকেরাও হেঁটে যাচ্ছে আর হেঁটে যাচ্ছে। দৃশ্যটা আমার চার বছর বয়সের স্মৃতি ফিরিয়ে আনল। আমরা এসেছিলাম লাহোরের ১০০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের জং থেকে। শরণার্থীশিবিরের উদ্দেশে আমরাও অবিরাম হেঁটেছিলাম। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কষ্টের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে পড়েছিলাম।’

দুঃসহ সেই অভিজ্ঞতার স্মরণ করতে গিয়ে রঘু রাই লিখেছেন, ‘পরদিন আমরা অন্য একটা এলাকায় গেলাম। উদ্বাস্তুরা সেখানে স্কুল সহ নানা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। যেখানেই খালি জায়গা, সেখানেই ঠাঁই গড়ার চেষ্টা করছিল তারা। কেউ কেউ তো বড় সিমেন্টের পাইপের মধ্যেও আশ্রয় নিয়েছিল। রান্না চলত সেখানেই। কারণ, বর্ষা চলছে। শিশুদের মন খারাপ। তারা ক্ষুধার্ত। বাস্তবতা তারা বোঝে না। তারা ঠিকঠাক খাবার চাইছিল, কিন্তু কোথায়? আমি একটি শিশুর ছবি তুলেছিলাম। ওর চোখে পানি টলটল করছে, কিন্তু গড়িয়ে পড়ছে না। অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা।

এক বৃদ্ধাকে দেখলাম। একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন। আমি তার সামনে বসলাম। তিনি মাথা তুলে যন্ত্রণাবিদ্ধ চোখে তাকালেন। তারপর অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আমার প্রশ্ন করার সাধ্য ছিল না। এরপর আমি ত্রিপুরায় চলে গেলাম। বিভিন্ন সময়ে যেতে লাগলাম বিভিন্ন এলাকায়। ছবি তুলতে থাকলাম শরণার্থীদের। অকল্পনীয় এক অভিজ্ঞতা।’

রঘু রাইয়ের তোলা মুক্তিযুদ্ধের বেশিরভাগ ছবিতে নারী ও শিশুদের উপস্থিতি অনেক বেশি লক্ষ করা যায়। কেন তার যুদ্ধের ছবিতে বারবার নারী এবং শিশুরাই সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছিল এমন প্রশ্নের জবাবে দ্য ডেইলি স্টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘যুদ্ধে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ভোগান্তির শিকার হয়। তারা সবকিছু সামলে রাখতে চায়। আর শিশুরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়, কারণ তারা কোমল ও অসহায়। পুরুষরাও অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু কোনোভাবে নারীদের যন্ত্রণা আমার মধ্যে বেশি আবেগ আর কষ্ট জাগিয়েছিল।’

মুক্তিযুদ্ধে তোলা ছবির কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন রঘু রাই। কিন্তু তার তোলা সেই ছবিগুলোই একপর্যায়ে প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। যদিও তা ভাগ্যক্রমে ফিরে পান তিনি। একাত্তরে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় কর্মরত থাকা রঘু রায় ১৯৭৭ সালে সে পত্রিকা ছেড়ে সাপ্তাহিক সানডে পত্রিকায় যোগ দেন। নতুন পত্রিকায় যাওয়ার সময় তিনি সঙ্গে করে তোলা ছবির নেগেটিভগুলোও নিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর অফিস অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার সময় মুক্তিযুদ্ধের ছবির নেগেটিভগুলো হারিয়ে ফেলেন। ফলে রঘু রাইয়ের কাজ কেবল স্টেটসমেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত স্বল্প সংখ্যক ছবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তার কাজ যে কতোটা বিস্তৃত ছিল তা আবিষ্কার হয়েছিল দীর্ঘদিন পর। পরে ৩৫ বছরের বেশি সময় সেই নেগেটিভগুলো কোনো খোঁজ পাননি রঘু রাই। কালের ধুলোয় ঢাকা পড়ে যায় এক অনন্য অধ্যায়ের। পরবর্তীতে নিজের তোলা সব ছবিকে ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তরের সময় নেগেটিভগুলো ভাগ্যক্রমে খুঁজে পেয়েছিলেন রঘু রাই। শেষমেশ আলোর মুখ দেখে মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থীদের প্রতীকী হয়ে ওঠা ছবিগুলো।

মুক্তিযুদ্ধে রঘু রাইয়ের তোলা ছবি কতোটা আলোড়ন তুলেছিল তা একটি ঘটনার মাধ্যমে জানা যায়। ১৯৭২ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে প্রদর্শিত হয়েছিল রঘু রাইয়ের তোলা ছবির এক প্রদর্শনী। সেই প্রদর্শনীতে তার তোলা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশ্বখ্যাত ফরাসি আলোকচিত্রী আঁরি কারতিয়ের-ব্রেসোঁ। যা তাকে বিশ্বখ্যাত ম্যাগনাম ফটো এজেন্সিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছিল। সেই স্মৃতির কথা স্মরণ করতে গিয়ে দ্য ডেইলি স্টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রঘু রাই বলেছিলেন, ‘সেদিন প্রদর্শনী শুরু হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টায়। পৌনে ছয়টার দিকে আমি সেখানে গিয়ে দেখি একজন লাইকা ক্যামেরা হাতে নিয়ে প্রতিটি ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। আমি তাকে দেখে মনে করলাম, এটা নিশ্চয়ই ব্রেসোঁ হবেন। আমি কিছুক্ষণ লক্ষ করলাম, তারপর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি সত্যিই ব্রেসোঁ।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমিই এইগুলোর ফটোগ্রাফার কিনা। তিনি যখন শুনলেন আমিই ফটোগ্রাফার, তখন তিনি বললেন, ‘আমাকে আগে ছবিগুলো দেখতে দাও, তারপর তোমার কাছে আসছি।’ তিনি ছবিগুলো দেখে বললেন, ‘খুব ভালো।’ তারপর তিনি তার স্ত্রীকে ফোন করে বললেন, তিনি একজন খুব ভালো ভারতীয় ফটোগ্রাফারের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে চান। তারপর আমি তাদের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ পাই। এটি ছিল অসাধারণ একটি অভিজ্ঞতা।’

রঘু রাই আরও বলেন, ‘ভারতে ফিরে আসার পর আমি প্যারিস থেকে ম্যাগনাম ফটোজের নামে একটি চিঠি পাই, যেখানে লেখা ছিল যে মি. ব্রেসোঁ আমাকে ম্যাগনামের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন।’

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও এর পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে অবিস্মরণীয় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৭২ সালে ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হন রঘু রাই।

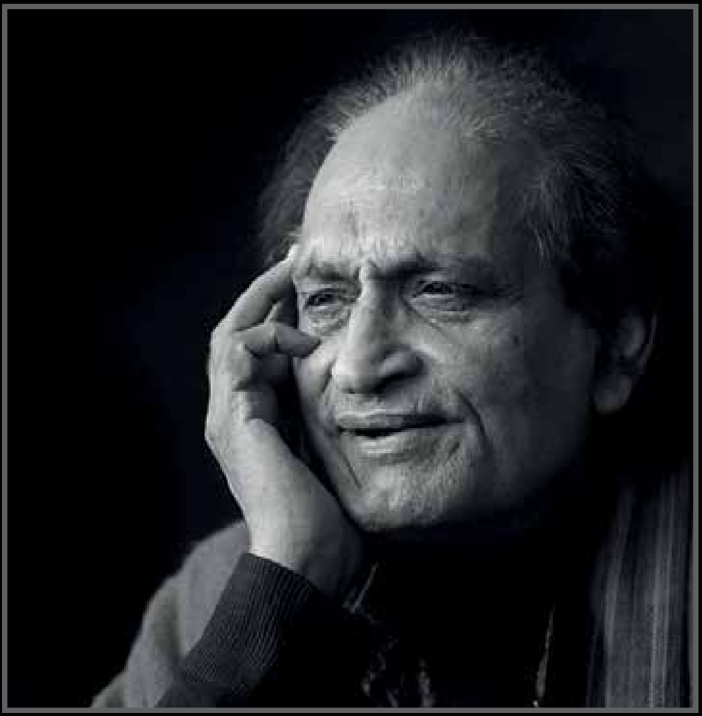

বিশ্বের সামনে মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকা তুলে ধরা আলোকচিত্রী

রঘু রাই আর নেই

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য সব ছবি তুলে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা প্রখ্যাত ভারতীয় আলোকচিত্রী রঘু রাই মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তার পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ভারতের সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু জানিয়েছে, আজ রোববার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির লোধি রোড শ্মশানে রঘু রাইয়ের শেষকৃত্য হবে।

রঘু রাই ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে জানানো হয়, মৃত্যুর আগে তিনি নয়াদিল্লিতে বসবাস করছিলেন এবং নিজের ৫৭তম বই নিয়ে কাজ করছিলেন। তার মৃত্যুতে আলোকচিত্র জগতে এক যুগের অবসান ঘটল।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং সে সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া লাখো বাংলাদেশি শরণার্থীর চরম মানবিক সংকটের দৃশ্য রঘু রাইয়ের ক্যামেরাই উঠে এসেছিল। তার তোলা মুক্তিযুদ্ধের ছবি ও পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক মুহূর্ত সেই সময় আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক নাড়া দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থীদের নিয়ে অসামান্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৭২ সালে ভারত সরকার তাকে ‘পদ্মশ্রী’ পদকে ভূষিত করে।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করা রঘু রাই পেশায় একজন পুরকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার) হলেও মাত্র ২৩ বছর বয়সে বড় ভাইয়ের হাত ধরে আলোকচিত্র জগতে প্রবেশ করেন। এরপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পত্রিকার প্রধান আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ করেন। এরপর কলকাতার সাপ্তাহিক ‘সানডে’ ম্যাগাজিনের পিকচার এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকায় ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ। ছবি সৌজন্যঃ রঘু রাই ফাউন্ডেশন

রঘু রাই বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ফটোগ্রাফিক সমবায় ‘ম্যাগনাম ফটোজ’-এর সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৮২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ভারতের শীর্ষস্থানীয় নিউজ ম্যাগাজিন ‘ইন্ডিয়া টুডে’র পিকচার এডিটর হিসেবে কাজ করেন।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, দলাই লামা, মাদার তেরেসা, সত্যজিৎ রায়দের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের জীবন তার ক্যামেরাতেই দারুণভাবে মূর্ত হয়েছিল।

রঘু রায়ের তোলা ছবি টাইম, লাইফ, জিও, লে ফিগারো, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, নিউজউইক, দ্য নিউইয়র্কার, ভোগের মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সব পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘুমের সময় কমাতে আমরা কি আমাদের মনকে বাধ্য করছি

পরিচয় ডেস্ক: সেদিন রাতে কারওয়ান বাজারের পাশেই দেখলাম দুতিনটি ঝুড়িতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দুতিনজন শ্রমিক। তাঁরা গভীর রাতে তরকারি বা ফলবাহী ট্রাক আসার প্রতীক্ষায় আছেন। রাত বাড়ায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। শেষরাতে মালামাল এলে সেগুলো সংগ্রহ করে ভোরে বিক্রি করতে বের হবেন। সারা দিন রোদ, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করে বিক্রি করে হয়তো ঘরে ফিরে যান, হয়তো যান না। আবার রাতে এসে অবস্থান নেন এই বাজারে।

প্রধান সড়কের পাশে, গাড়ির হর্ন, ধুলা-ময়লার মধ্যেও যে একটা ঝুড়িতে এভাবে গুটিসুটি হয়ে ঘুমানো যায়, তা বিছানায় শোয়া মানুষ কল্পনাও করতে পারেন না। অথচ দরিদ্র এই তরকারি বা ফল বিক্রেতাদের জীবনে গভীর ঘুম এভাবেই হয়। দম বন্ধ করা এই পরিবেশ বা মনের অশান্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না। জীবিকার প্রয়োজনে যে ঘাম তাঁকে ঝড়াতে হয়, তাতে ঘুম আসতে দেরি হয় না। তা ছাড়া সামাজিক অনেক অনুষঙ্গ তাঁর নেই বলে এই খাতে সময়ও নষ্ট হয় না।

ঘুম আমাদের অনেকের কাছে খুব প্রিয়। এমনো কেউ কেউ আছেন, যাঁরা যখন-তখন এবং যেকোনো জায়গায় ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। ঘুমের জন্য বিশেষ কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতির দরকার হয় না। স্বাস্থ্য ও মন সুস্থ আছে কি না, এটা জানার জন্য চিকিৎসকেরা রোগীর কাছে প্রথমেই জানতে চান, ঘুম ঠিক হয় কি না?

ঘুম এমন একটা আশীর্বাদ, যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। টাকা দিয়ে আরাম-আয়েশ কেনা গেলেও ঘুম নয়। দেশের সবচেয়ে দামি শয্যায় শুয়ে, এসির বাতাসে, তুলতুলে বালিশে মাথা গুঁজেও যে আপনার ঘুম আসবে, তা কিন্তু হলফ করে বলা যায় না। অথচ দেখবেন পথের পাশে পরম শান্তিতে এভাবেই ঘুমাচ্ছেন আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন ও শয্যাহীন মানুষ। জীবনের না পাওয়াগুলো হয়তো তাঁকে ভাবার সময়ও দেয় না।

যাত্রাপথে গাড়ি চলতে শুরু করার আগেই সিট সোজা করে ঘুমিয়ে পড়েন অনেক যাত্রী। এতে কার কতটা অসুবিধা হচ্ছে, তা দেখার অবকাশ বোধ করেন না। পুরো যাত্রাপথ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে হয়তো গন্তব্যে এসে ঘুম ভাঙে তাঁর। অন্যদিকে বাসযাত্রা তো বটেই, বিমানযাত্রাতেও ঘুম আসে না কারও কারও। হয়তো ১৫ ঘণ্টার যাত্রাপথ না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, যখন-তখন, যেকোনো জায়গায়, বিশেষ করে যাত্রাপথে অবিরাম ঘুমানোর রেকর্ড ছিল আমাদের এক কাজিনের। তিনিই সেই সব ঈর্ষণীয় মানুষের একজন, কোনো ভোগান্তি, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও দুশ্চিন্তা যার ঘুম ও হাসি কেড়ে নিতে পারেনি।

রসুন খাওয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: রসুন আমাদের দৈনন্দিন খাবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তরকারি সুস্বাদু করার জন্য অন্যান্য পেঁয়াজ, মরিচের সাথে রসুন ও ব্যবহার করা হয়। রসুন সাধারণত মশলা হিসেবে ব্যবহার হলেও প্রাচীনকাল থেকে রসুন ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

রসুনের পুষ্টিগুণ

রসুনে অনেক পুষ্টি এবং বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ রয়েছে যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। রসুনে রয়েছে থিয়ামিন (ভিটামিন বি১), রিবোফ্লাবিন (ভিটামিন বি২), নায়াসিন (ভিটামিন বি৩), প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (ভিটামিন বি৫), ভিটামিন বি৬, ফোলেট (ভিটামিন বি৯) ও সেলেনিয়াম। এ ছাড়া রসুনের মধ্যে রয়েছে এলিসিন নামে এক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা ক্যানসারসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দূর করতে কার্যকর। এই এলিসিন নামে যে উপাধান রসুনে পাওয়ার কারণে রসুনকে সুপারফুডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রসুনের উপকারিতা

১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: রসুনের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল গুণের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। খালি পেটে রসুন খেলে এই উপকার বেশি।

২. রক্ত সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ায়: প্রতিদিন সকালে খালি পেটে দুই কোয়া রসুন খেলে রক্ত সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যার দরুণ রক্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে যেসব রোগের সৃষ্টি করে, তা আর হতে পারে না

৩. পুরুষের যৌনক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক: পুরুষের যৌনক্ষমতা নানান কারণে কমে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে দুই কোয়া রসুন খেলে ধীরে ধীরে যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ফ্যাটি লিভারের সমস্যা প্রতিরোধে জীবনযাপনে আনুন পরিবর্তন

পরিচয় ডেস্ক: ফ্যাটি লিভার নীরবে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। অনেক সময় এর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

একজন ব্যক্তির লিভারে যখন অতিরিক্ত চর্বি জমা হয় তখনই ফ্যাটি লিভারের সমস্যা দেখা দেয়। লিভারে অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বি স্থায়ীভাবে লিভারের ক্ষতি করতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সময় মতো ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসা করা না হলে লিভার সিরোসিসের মতো প্রাণঘাতী সমস্যা দেখা দিতে পারে। অত্যাধিক অ্যালকোহল গ্রহণ, স্টেরয়েড ইনজেকশন, অতিরিক্ত ওজন, টাইপ টু ডায়াবেটিসের ফ্যাটি লিভারের সমস্যা বাড়ায়। এছাড়া ফ্যাটি লিভারের আরও অনেক কারণ রয়েছে। তবে দৈনন্দিন কিছু খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

১. ব্যায়াম : ফ্যাটি লিভারের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত ব্যায়াম অপরিহার্য। সপ্তাহে পাঁচ দিন অন্তত ৩০ - ৪৫ মিনিটের মাঝারি বা তীব্র ধরনের ব্যায়াম যেমন দ্রুত হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

গরমে পেট ঠান্ডা রাখে লাউ

পরিচয় ডেস্ক: গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে লাউয়ের তুলনা নেই। এতে সবজিতে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ভিটামিন ই, আয়রন, ফোলেট, পটাশিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজের মতো খনিজ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামন রয়েছে। এসব উপাদান শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। গরমের দিনে নিয়মিত লাউ খাওয়ার আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে।

শরীর ঠান্ডা থাকবে : গরমকালে শরীরকে ঠান্ডা না রাখলে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। আর শরীরকে ঠান্ডা ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করতে পারে লাউয়ের মতো একটি উপকারী সবজি। এই সবজিতে প্রায় ৯২ শতাংশ জলীয় অংশ রয়েছে।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে : গরমের সময় শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে পানি বেরিয়ে যায়। এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দেখা। লাউতে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং ফাইবার থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা কমে।

পেটের সমস্যা দূর হয় : তীব্র তাপদাহের কারণে অনেকেরই গ্যাস, অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা বেড়ে যায়। এসব সমস্যা দূর করতে ভূমিকা রাখে লাউ। ফাইবারে সমৃদ্ধ এই সবজি অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এর ফলে গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যা কমে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে : লাউয়ে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেকটাই কম। তাই লাউ খেলে সুগার বাড়ার কোনও আশঙ্কাই থাকে না। এ কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের গরমের দিনে নিয়মিত এই সবজির পদ খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রস্রাবে সংক্রমণ কমায় : গরমে অনেকেরই প্রস্রাবে সংক্রমণ বাড়ে। এ কারণে এ সময় বেশি বেশি পানি পানের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। আর তার পাশাপাশি খেতে বলেন লাউ। এই সবজিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকায় এটি প্রস্রাবে সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করে।

মাঝেমধ্যে একা চুপচাপ বসে থাকাও কেন জরুরি

পরিচয় ডেস্ক: সারাদিন সবাই নানা ধরনের কাজের মধ্যে থাকেন। নিজের জন্য আলাদা করে সময় বের করার সময় পান না। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে,ভালো থাকতে নিজেকে সময় দেওয়া খুবই জরুরি। এজন্য মাঝেমধ্যে একা একাই বসে থাকার চেষ্টা করবেন। এই বসে থাকা মানে শুধুই বসে থাকা। অর্থাৎ আর কোনও কাজ করা নয়। একদম চুপ করে বসে থাকা। গবেষকরা বলছেন, এর বেশ কিছু উপকার রয়েছে। এতে শরীর ও মন দুই-ই ভালো থাকে।

চুপচাপ কোনও কাজ না করে বসে থাকলে কী কী উপকার হয়:

মেজাজ ভালো থাকে: মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে মন মেজাজ ভালো থাকে। কোনও কারণে মন বিক্ষিপ্ত ও খারাপ থাকলে এভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারেন। নিজেকে সময় দিলে আবার পুরোনো পরিস্থিতিতে ফিরে আসা যায়।

কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে: চুপচাপ একাকী বসে থাকলে কাজ করার ক্ষমতাও বাড়ে।

শরীরে জিংকের কাজ কী?

পরিচয় ডেস্ক:খাদ্যের একটি খনিজ উপাদান হলো জিংক। এটি শরীরের জন্য খুব প্রয়োজনীয় এক উপাদান, যা প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা বা ইমিউনিটিকে জোরদার করে। এ কারণে দেখা গেছে, যাদের জিংকের ঘাটতি রয়েছে তারা সহজেই নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়।

জিংকের কাজ কী?
এটি ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। শৈশবকালীন শারীরিক বৃদ্ধিতে জিংকের ভূমিকা রয়েছে। এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে শরীরের জন্য ক্ষতিকর মুক্ত মৌলের বিরুদ্ধে লড়াই করে। শরীরের প্রায় ৩০০ ধরনের উৎসচক বা এনজাইমের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান জিংক। এসব উৎসচক শরীরের বিপাক, হজম, স্নায়বিক কার্যক্রমসহ অসংখ্য কাজ সম্পাদন করে।

আমাদের স্বাদ ও ঘ্রাণের অনুভূতি দেয় জিংক। এটি হাড় গঠনে অংশ নেয়। এর অভাবে হাড়ক্ষয়ও হয়ে থাকে। জিংকের অভাবে স্নায়ুবৈকল্য হতে পারে। জিংক উপাদানটি শরীরে উৎপন্ন হয় না, শরীরে সঞ্চিতও থাকে না। প্রতিদিনের খাদ্যে এটির সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি।

জিংকের ঘাটতি থাকার লক্ষণ :
জিংকের অভাবে শরীরে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। এগুলো হলো: স্বাদ ও ঘ্রাণের অনুভব হ্রাস, ক্ষুধামন্দা বা অরুচি, হতাশা ভাব, ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়া, ডায়রিয়া, চুল ঝরে পড়া ইত্যাদি।

অতিরিক্ত গ্রহণের বিপদ: তবে অতিরিক্ত জিংক গ্রহণ করলে শরীরে বিপদ নেমে আসতে পারে।

লেবুপাতায় ইলিশ ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: সেরা স্বাদ ও ঘ্রাণ পেতে ইলিশ রান্না করতে পারেন নানাভাবে। লেবুপাতা দিয়ে ইলিশের ভুনা খুবই সুস্বাদু।

উপকরণ: ইলিশ মাছ, মাথা, ডিমসহ ছোট করে কাটা ২ কাপ, লেবুপাতা ৫-৬টি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টি, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, তেল আধা কাপ, লবণ পরিমাণমতো, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি: তেল গরম করে পেঁয়াজ ভাজতে হবে। পেঁয়াজ নরম হলে সমস্ত মসলা কষিয়ে টমেটো সস দিয়ে মাছ দিয়ে কিছুক্ষণ ভুনে ১ কাপ পানি দিতে হবে। ঝোল কমে এলে চিনি, লেবুর রস, কাঁচা মরিচ, লেবুপাতা পর্যায়ক্রমে দিয়ে নামাতে হবে।

ভাপে সরষে ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: সেরা স্বাদ ও ঘ্রাণ পেতে ইলিশ রান্না করতে পারেন নানাভাবে। সাধারনত: যেভাবে সরষে ইলিশ রান্না হয়, তার চাইতে একটু ভিন্নভাবে ভাপে রান্না করলে স্বাদ হয় অন্যরকমের।

উপকরণ: ইলিশ মাছ (পেটি ও গাদাসহ) ৬ টুকরা, সরষে বাটা ১ টেবিল চামচ, পোস্ত দানা বাটা ১ টেবিল চামচ, লাল কাঁচা মরিচ বাটা ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টি, লবণ পরিমাণমতো, সরষের তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি: মাছ সমস্ত উপকরণ দিয়ে মাখিয়ে ১ ঘণ্টা রাখতে হবে। বাটিতে অথবা সসপ্যানে মসলাসহ মাছ সাজিয়ে আধা কাপ পানি দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে। প্রেশার কুকারে অথবা হাঁড়িতে অল্প পানি দিয়ে পানির ওপর মাছের পাত্র রেখে ঢাকনা দিয়ে ভালো করে ঢেকে অল্প আঁচে ৩৫-৪০ মিনিট রান্না করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মচমচে ইলিশ ভাজা

পরিচয় ডেস্ক: মচমচে ইলিশ ভাজা খুবই জনপ্রিয় এবং প্রায় সকলের প্রিয়।
উপকরণ: ইলিশ মাছ (গাদা ও পেটিসহ) ৬ টুকরা, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, আদার রস ২ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, ময়দা ৩ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৩-৪টি, তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি: তেল, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, ময়দা বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে মাছ মাখিয়ে ২০-২৫ মিনিট রেখে ময়দায় গড়িয়ে গরম ডুবো তেলে সোনালি রং ভেজে ওঠাতে হবে। ওই তেলে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ ভেজে মাছের ওপর দিয়ে পরিবেশন করুন।

ইলিশ মাছের মালাইকারি

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ মাছের মালাইকারি খুবই সুস্বাদু । সহজেই দ্রুত রান্না করা যায়।
উপকরণ: ইলিশ মাছ মাঝারি আকারের ১টি, টক দই সিকি কাপ, নারকেলের দুধ ২ কাপ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, জিরা বাটা আধা চা-চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঠবাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, কিশমিশ বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৪-৫টি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা সিকি কাপ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ২ চা-চামচ, তেল পৌনে এক কাপ।
প্রণালি: তেল গরম করে পেঁয়াজ ভাজতে হবে। পেঁয়াজ নরম হলে সমস্ত বাটা মসলা, গুঁড়া মসলা কষিয়ে মাছ টক দই ও লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ ভুনে নারকেলের দুধ দিয়ে দিন। ঝোল কমে এলে চিনি, কাঁচা মরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে বেরেস্তা দিয়ে নামাতে হবে ইলিশ মাছের মালাইকারি।

KHAN'S TUTORIAL

Bengali New Year Sale Extended!

Save Up To $200 OFF
Our Signature Programs

Every program. One offer. Limited time.

Grades 3-6
Summer Enrichment Camp
ELA & Math
May to November 2026
50% OFF
5 Months + 1 Month FREE

Grade 7
SHSAT Prep
Stuyvesant | Bronx Science
Brooklyn Tech
$300 OFF
Khan's Signature SHSAT Prep

Grades 8-10
Regents Prep
Earth Science | Chemistry | Physics
Algebra I | Geometry | Algebra II
20% OFF
+ FREE Regents Classes

All HS Students
SAT Prep
Saturday 10 AM to 2 PM
Now to June 27
$200 OFF
Khan's Signature SAT Prep

Visit Any Khan's Location Near You

Jackson Heights
37th Ave & 74th St

Jamaica
Wexford Terr & 177th St

Brooklyn
Church Ave & Dahill Rd

Bronx
Castle Hill & Starling Ave

Astoria
Crescent St & 30th Ave

Ozone Park
101 Ave & 86th St

Bellerose-LI
Hillside Ave & 258th St

Hillside-Parsons
161 St & Hillside Ave

Digital - Online
Available Everywhere

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

হরমুজ সংকটে সমুদ্রে আটকা বাংলাদেশি নাবিক, অনেকেরই চুক্তির মেয়াদ শেষ

৯ পৃষ্ঠার পর

জাহাজটি তিনবার চেষ্টা করেও কূটনৈতিক জটিলতায় হরমুজ প্রণালি পার হতে পারেনি। বর্তমানে এটি হরমুজ প্রণালির কাছে মিনা সাকার নোঙরস্থলে অবস্থান করছে।

এছাড়া, ২৫ জন নাবিক নিয়ে বসুন্ধরা গ্রুপেরওবসুন্ধরা এলপিজি চ্যালেঞ্জারৼ জাহাজটি ওমান উপসাগরে অপেক্ষায় রয়েছে।

বিদেশি জাহাজগুলোর মধ্যেওএমভি ফরএভার হ্যাপ্পি-তে ১৫ জন, ওএমভি বাহরি ট্রেডারৼ,ওএমভি বাহরি ওয়াফিৼ ওওএমটি লাকি কেম্পৼ-এ একজন করে বাংলাদেশি নাবিক আটকা পড়েছেন। এর মধ্যেওএমটি লাকি কেম্পৼ ওমান উপসাগরে সোহার বন্দরের কাছে রয়েছে। বাকি তিনটি জাহাজ সৌদি আরবের দাম্মাম বন্দরে অবস্থান করছে।

সমুদ্রে হামলার শিকার

যুদ্ধের মধ্যে পড়ে কিছু জাহাজ ইতোমধ্যেই হামলার শিকার হয়েছে। গত ১ মার্চ, সংঘাত শুরুর একদিন পর, ওমানের মাস্কাট থেকে ৫২ নটিক্যাল মাইল দূরেওএমকেডি ভিয়মৼ জাহাজে হামলা হলে ইঞ্জিন কক্ষে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে এক ভারতীয় নাবিক নিহত হন। ওমান কোস্ট গার্ড ২১ জন নাবিককে উদ্ধার করে, যাদের মধ্যে চারজন বাংলাদেশি ছিলেন। তারা গত ৪ মার্চ দেশে ফিরেছেন।

কয়েক সপ্তাহ পর, সাংহাই থেকে সোহার যাওয়ার পথে আরব সাগরে ওএমভি গোল্ড অটামৼ জাহাজে মিসাইল হামলা হয়। পাকিস্তান নৌবাহিনী ১৮ জন নাবিককে উদ্ধার করে, যাদের মধ্যে ছয়জন বাংলাদেশি। তাদের মধ্যে পাঁচজন ইতোমধ্যেই দেশে ফিরেছেন।

একজন বাংলাদেশি নাবিক এখনো জাহাজে রয়েছেন। চুক্তির কারণে নয়, বরং চিকিৎসাজনিত কারণে তাকে জাহাজেই থাকতে হচ্ছে। বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী বলেন, টাগবোট দিয়ে জাহাজটিকে ডকইয়ার্ডে নেওয়া না পর্যন্ত তাকে সেখানেই থাকতে হবে।

ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মাঝে নাবিকরা

গতকাল (২৯ এপ্রিল) হোয়াটসঅ্যাপে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে জায়েদ রনি বলেন,ও২০২৫ সালের ১৭ অক্টোবর ওমানের সোহার বন্দর থেকে এমভি ফরএভার হ্যাপি জাহাজে থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিই। তখন জানতাম না সামনে কী ভয়াবহ সময় অপেক্ষা করছে। সমুদ্রের নীল জলরাশি আর ইঞ্জিনের পরিচিত শব্দের মাঝে জীবনটা ছিল রোমাঞ্চের। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গিয়ে দাঁড়াবে, তা কল্পনাও করিনিৼ

তিনি বলেন,ওওমান থেকে যাত্রা শুরু করে আমাদের জাহাজটি পারস্য উপসাগরের বিভিন্ন বন্দরড়কুয়েত, ইরান ও সৌদি আরবড়থেকে কার্গো নিয়ে পাকিস্তানের করাচিতে যাতায়াত করছিল। সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হরমুজ প্রণালির ভেতরে থাকা অবস্থায় হঠাৎ ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়। মুহূর্তেই শান্ত সমুদ্র রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমরা আটকা পড়ে যাই সেই সংকীর্ণ পথে, যেখান থেকে বের হওয়ার প্রতিটি পথ এখন মৃত্যুফাঁদৼ

রনি বলেন,ওআমাদের জাহাজে মোট ২৫ জন নাবিক রয়েছেন। এর মধ্যে ১৫ জন বাংলাদেশি, ৮ জন ফিলিপিনো এবং ২ জন ভারতীয়ৼ

তিনি আরও বলেন,ওআমার চুক্তির মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। দেশের টানে কোম্পানিকে কয়েকবার সাইন-অফের জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ফ্লাইট বন্ধ, তার ওপর ভিসা জটিলতাড় সব মিলিয়ে কোম্পানি চাইলেও আমাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে পারছে না। ফলে অবরুদ্ধ অবস্থায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে সময় কাটছেৼ

নিজের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন,ওদেশে আমার স্ত্রী অসুস্থ। এই কঠিন সময়ে তার পাশে থাকতে না পারার যন্ত্রণা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এর মধ্যেই খবর পেয়েছি, আমাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান এসেছে।

সন্তানের মুখ দেখার আকুলতা আর স্ত্রীর অসুস্থতাড়সব মিলিয়ে চরম মানসিক চাপে দিন কাটছেৼ

ওএমটি লাকি কেম্পৼ নামের জাহাজে আটকে পড়া একমাত্র বাংলাদেশি নাবিক নাজমুল হাসানের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয় এই প্রতিবেদকের।

তিনি বলেন,ওযুদ্ধবিরতি চললেও আমাদের জাহাজটি এখনো ওমান উপসাগরে আটকে আছে। আমরা যে এলাকায় আছি, সেখানে সরাসরি যুদ্ধ না চললেও এটি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। জাহাজটি বর্তমানে ইরানের ইমাম হোসাইন বন্দরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। গত মাসে আমরা খাবার নিতে পেরেছিলাম, কিন্তু এই মাসে এখনো নিতে পারিনি। তাই দুই দিন ধরে খাবার রেশনিং করছি। পানীয় পানি এখনো পর্যাপ্ত থাকলেও কয়েক দিনের মধ্যে সংকট দেখা দিতে পারেৼ

নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে নাজমুল বলেন,ওওমানের সোহার বন্দরে থাকার সময় খুব কাছ দিয়ে মিসাইল ও ড্রোন উড়ে যেতে দেখেছি। সেই আতঙ্ক এখনো তাড়া করে ফিরছে। জাহাজে আমার চুক্তির মেয়াদ আরও তিন মাস আছে। জানি না সামনে কী আছেৼ

ফেরার অনিশ্চয়তা

বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী বলেন,ওযুদ্ধের কারণে আটকে পড়া নাবিকদের সঙ্গে আমাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে। তারা সবাই সুস্থ আছেন, তবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে। নাবিকদের জীবন এমনই। যুদ্ধ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে হরমুজ প্রণালি না খোলা পর্যন্ত তাদের ফিরিয়ে আনার তেমন সুযোগ নেইৼ

বাংলার জয়যাত্রা জাহাজের ৩১ জন নাবিকের বিষয়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক টিবিএসকে বলেন, জাহাজটি যুদ্ধ শুরুর আগেই হরমুজ প্রণালি পার হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি বন্দরে অবস্থান করছিল। যুদ্ধের প্রথম কয়েক দিন আতঙ্কের মধ্যে কাটলেও পরে জাহাজটিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।

তিনি বলেন,ওনাবিকরা মাসের পর মাস সমুদ্রে থাকেন। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য তাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়। আমরা তাদের মনোবল চাঙা রাখতে সার্বক্ষণিক পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য জাহাজে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করেছি। পর্যাপ্ত খাবার ও পানির সরবরাহ রয়েছে। সবাইকে বেসিকের সমান যুদ্ধকালীন ভাতা দেওয়া হচ্ছেৼ

তিনি আরও বলেন, জাহাজটিকে নিরাপদে হরমুজ প্রণালি থেকে বের করে আনতে কূটনৈতিক চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল আইআরজিসি থেকে পাঠানো একটি ফরম পূরণ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, শিগগিরই অনুমতি পাওয়া যাবে।

আটকে পড়া নাবিকদের বিষয়ে জানতে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি শিপিং) কমোডর শফিউল বারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি টিবিএসকে বলেন,ওনাবিকরা নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে জাহাজে কাজ করেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে সবসময় তাদের ফেরার সুযোগ থাকে না। তবে কোনো জাহাজ দুর্ঘটনার কবলে পড়লে আমরা দায়িত্ব নিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনতে পারিৼ

ভিসা জটিলতায় দেশে ফিরতে না পারার বিষয়ে তিনি বলেন,ওসংযুক্ত আরব আমিরাতে বর্তমানে বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া হয় না। কূটনৈতিকভাবে অনেক চেষ্টা করেও এটি চালু করা সম্ভব হয়নি। তবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে অন্য কোনো দেশে নেমে নাবিকরা দেশে ফিরতে পারেনৼ

ওমান থেকে ভিসা না পাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ওএ বিষয়ে এখনো আমাদের কেউ অবহিত করেনি। ভুক্তভোগী নাবিক বা তাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে আবেদন পেলে আমরা কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারিৼ

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

যারা বউ পেটায়, তাদের চেহারা কি

১৪ পৃষ্ঠার পর

স্বামীর কাছে মারধরের শিকার হয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মেয়েরা স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চান। নানা ধরনের আইনি পরামর্শ নেওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত তারা কোনোটাই গ্রহণ করেন না। বরং কেউ সন্তান নেন, কেউ মার খেতেই থাকেন, কেউ বিষণ্নতায় ভোগেন এবং অধিকাংশই নির্যাতন হজম করতে করতে অভ্যস্থ হয়ে যান।

এই পরিস্থিতি একজন নির্যাতিত নারীর স্বাভাবিক জীবনযাপনকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। অনেকে গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বা নিহত হন। মূলত সমাজ কী বলবে এই শঙ্কা থেকে অধিকাংশ নারী স্বামীকে তালাক দেন না বা কোনো মামলা করেন না। এছাড়া আছে আশ্রয়ের অভাব, আর্থিক অসঙ্গতি ও সহযোগিতার অভাব।

গ্রামের নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত নারীর অবস্থা আরও করুণ। এদের অধিকাংশই মনে করেন স্বামী ভাত দেয়, তাই মারতে পারে। এছাড়া সহবাসে তুষ্ট না হলে, বাচ্চার দেখাশোনায় ত্রুটি হলে, স্বামীকে না বলে বাইরে গেলে এবং মুখে মুখে তর্ক করলে স্বামী পেটাতে পারে। তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন নারীর অবস্থান স্বামীর নীচে, কাজেই মার খাওয়াটা জায়েজ।

তাই জরিপে দেখা যায়, পরিষেবা চাওয়ার হার উদ্বেগজনকভাবে কম। সহিংসতার শিকার মাত্র ১৪.৫ শতাংশ নারী চিকিৎসা সেবা নিয়েছেন এবং ৭.৪ শতাংশ নারী আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন। নারীরা সাধারণত স্থানীয় নেতা ও পুলিশের সাহায্য নেন।

কেন পুরুষ স্ত্রীকে মারধর করে? বিভিন্ন কেস স্টাডি পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি এই কেন্দ্রর কোনো উত্তর নেই। ভাত দিতে দেরি হলে, হাতের কাছে জিনিস খুঁজে না পেলে, কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে, সারাদিন রান্নার পর শরীরে তেল-মশলার গন্ধ পেলে, খেটে খাওয়া নারী সময়মতো মজুরি না পেলে, স্বামী ঘুমানোর সময় বাচ্চা কাঁদলে, স্বামীর চাহিদা মতো সহবাসে রাজি না হলে, কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরতে দেরি হলে, নিজের অর্জিত টাকা স্বামীর হতে পুরোটা তুলে না দিলে এবং এরকম আরও অনেক তুচ্ছ কারণে স্ত্রীকে মার খেতে হয়। যৌতুকের জন্য বউকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা এবং মেরে ফেলা হয়। সাধারণত এই মারধরের সঙ্গে পরিবারের সবাই জড়িত থাকে।

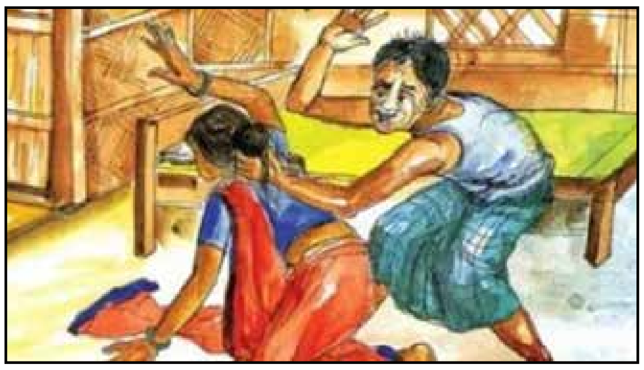

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা নারীর মনকে এমন করে কব্জা করে রেখেছে যে নিপীড়িত হওয়াটাকে নারী মনে না নিলেও, মেনে নিতে বাধ্য হন। আর তাই আরেকটি সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, দেশের চারজন বিবাহিত নারীর একজন নারী ৫টি কারণে স্বামীর হাতে মার খাওয়াকে যৌক্তিক মনে করেন। ২০১৯ সালে ব্র্যাকের অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট একটি জরিপে দেখেছে যে উত্তরদাতাদের প্রায় কেউই বিয়ে পরবর্তী ধর্ষণকে নারীর প্রতি সহিংসতা বলে মনে করে না। সমাজ মনে করে স্ত্রীর শরীরের ওপর তার স্বামীর অধিকার আছে। স্বামী যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তার স্ত্রীকে ভোগ করতে পারেন এবং এজন্য চড়-থাপ্পর দেওয়াটাও জায়েজ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, শতকরা ২৭.৩ শতাংশ নারীই বলেছেন তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও স্বামীর জোরজবরদস্তির কারণেই যৌনমিলনে বাধ্য হন। অন্যদিকে নির্যাতিত শিশু ও নারীর বাবা-মায়েরা বলেছেন, এই বিষয়ে তারা কোনো কথা শুনতে চান না। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবই বৈধ, এমনকি মারধরও।

শিক্ষায়, আয়-অর্জনে নারীরা এগিয়ে এসেছেন ঠিকই, অথচ সমাজে এখনো তাদের অধস্তন অবস্থান কেন? কারণ এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে ছোট করে দেখা হতো অতীতকালে এবং এখনো। সমাজ ধারণা করে শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর যাই হোক না কেন, নারী দুর্বল। নারীর আয়ের ওপর অধিকার পুরুষের। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, পেশা, সংস্কৃতি, ধর্ম সবক্ষেত্রে বোঝার সক্ষমতা নারীর চাইতে পুরুষের বেশি।

এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, স্নেহ-ভালবাসা দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবার তাদের মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জাতীয় নারী সুরক্ষা হেল্পলাইন ১০৯-এর তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালে জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ৭ মাসে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য সহায়তা চেয়ে কল এসেছে ৪৮,৭৪৫টি।

অন্যদিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর তথ্য অনুসারে, জানুয়ারি থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সাড়ে ৮ মাসে নারী নির্যাতনের ঘটনায় ১৭ হাজার ৩৪১টি কল এসেছে। এর মধ্যে পারিবারিক নির্যাতনের অভিযোগে কল এসেছে ৯,৭৪৬টি। এসব কলের মধ্যে শুধু স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ এসেছে ৯,৩৯৪টি।

দশ বছর আগেও প্রকাশিত জরিপে দেখা গিয়েছিল স্বামীর ঘরেই নারী বেশি মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। তবে নারীর ওপর সহিংসতা বা নির্যাতনের বিষয়টি নানাভাবে আলোচনায় এলেও মানসিক নির্যাতনের বিষয়টি অনেকটাই আড়ালে থেকে যায়। মানসিক নির্যাতনের বিষয়ে যে আইনি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, তা-ও বেশির ভাগ ভুক্তভোগী নারীর অজানা।

নারীদের মধ্যে বেশিরভাগই শারীরিক ও অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য নির্যাতনকেই অপরাধ বলে মনে করেন। মানসিক নির্যাতনও যে অপরাধ সেটাও অনেকে জানেন না। মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভয় দেখানো বা এমন কোনো উক্তি করা, যার মাধ্যমে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাকে মানসিক সহিংসতা অর্থে বোঝানো হয়েছে।

এছাড়া হয়রানি, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশে বাধা দেওয়াও এ নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ইনস্টিটিউটে পারিবারিক কলহের কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যারা চিকিৎসার জন্য আসেন, তাদের ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশই স্বামীর দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার। মানসিক নির্যাতনের শিকার উচ্চবিত্তরা চিকিৎসার জন্য দ্রুত এলেও মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা আসেন অনেক পরে, যখন সমস্যাটা মারাত্মক আকার ধারণ করে। আর নিম্নবিত্ত ব্যক্তিরা এখানে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে আসেন না। (সূত্র: প্রথম আলো)

যারা বউ পেটায়, তাদের কি আলাদা কোনো চেহারা বা বৈশিষ্ট্য আছে? বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, না বউকে মারার জন্য ভিন্ন কোনো চেহারা লাগে না। যেকোনো সমাজের, যেকোনো অর্থনৈতিক অবস্থার পুরুষ এই অন্যায় করে। যেকোনো পেশাজীবী যেমন-শ্রমিক, কৃষক-মজুর, কবি-সাহিত্যিক, চাকরিজীবি, ব্যবসায়ী, আমলা, পুলিশ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক বা শিল্পী সবাই বউয়ের গায়ে হাত তোলে।

মূলত গায়ের জোর, ক্ষমতা, অধিকারবোধ, আগ্রাসী মানসিকতা, মানসিক অসুস্থতা, হীনমন্যতা, ব্যর্থতা, অস্থিরতা, মাদকের ব্যবহার, আধিপত্যবাদী মন থেকে পুরুষ মারধোর করে।

আমাদের দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়ে রয়েছে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন থাকা সত্ত্বেও এর সঠিক বাস্তবায়নের অভাবে অপরাধীরা আইনের দূর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে আবার নিপীড়ন করছে।

শিক্ষা, চাকরি, বিমান চালনা, কৃষি, কল-কারখানার কাজে, শিল্প-সংস্কৃতি, গবেষণা, খেলা, পর্বতারোহণসহ অনেককিছুতে নারী এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু ঘরে ও ঘরের বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা কি আমরা ঠেকাতে পারছি? এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে আমরা যতোগুলোই ইতিবাচক পরিবর্তন দেখাই না কেন, স্বামীর হাতে স্ত্রীর এই নির্যাতনের মাত্রা সব অর্জনকে ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে।

পেশায় দলীয়করণে ধ্বংস হচ্ছে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও

১৪ পৃষ্ঠার পর

এবং টিকে থাকার তাগিদে একেবারে চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হন।

এসব প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে সম্ভবত রাজনৈতিক বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে। তাদের অনেকেই হয়তো এ পদে নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতাও রাখতেন না। কিন্তু, নিজেদের অনুগত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে গোষ্ঠী তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যের মতো পরিচালনা করেছেন। ফলে একাডেমিক পরিবেশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। দুঃখজনকভাবে, অন্তর্বর্তী সরকারও উপাচার্য নিয়োগে এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

সারাদেশের স্বনামধন্য কলেজগুলোর অধ্যক্ষ নিয়োগেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে একই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। যারা দলীয় আনুগত্যের কারণে এসব পদ পেয়েছেন, তারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় স্থানীয় সংসদ সদস্য ও ছাত্র সংগঠনের প্রতি বেশি দায়বদ্ধ থাকেন।

এই দুই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই মেধা ও বিদ্যাচর্চা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা হয়েছে রাজনীতিকরণের করুণ শিকার।

এবার আসি আমার নিজের পেশা সাংবাদিকতায়। এই পেশাও রাজনীতিকরণের শিকার। চিকিৎসক ও শিক্ষকদের মতো সাংবাদিকরাও দলীয়ভাবে বিভক্ত। হয়তো এর শুরু আরও আগে, কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি, ক্ষমতাসীন দল-ঘনিষ্ঠ সাংবাদিকরা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। তারা সরকারি সব ধরনের সহায়তা, বিদেশে প্রেস উইংয়ে নিয়োগ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পান।

শেখ হাসিনার ১৫ বছরেরও বেশি সময়ের শাসনামলে কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে আমরা বিএনপিপন্থী সাংবাদিক প্রায় দেখিইনি। এমনকি জাতীয় প্রেসক্লাবেও না। ঠিক যেমন এখন সেখানে আওয়ামী লীগপন্থী সাংবাদিক দেখাই যায় না।

এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে থাকা সাংবাদিকরা বুঝতেই পারেননি বা বুঝেও উপেক্ষা করেছেন যে, রাজনৈতিক আনুগত্য তাদের মধ্যে এমন পক্ষপাত তৈরি করে যা পেশার মূল মূল্যবোধ, অর্থাৎ নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিপন্থী। এতে সাংবাদিকতার প্রতি জনগণের আস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এটা সাংবাদিকরা হয় বুঝতে পারেননি, নয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছেন।

আজ একপক্ষের শত শত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হচ্ছে। অথচ, ২১ মাস পরও এর কোনো প্রমাণ হাজির করা যায়নি। অন্যপক্ষের সাংবাদিকরা এ নিয়ে একটি কথাও বলছেন না। প্রতিবাদ না করলেও অন্তত প্রশ্ন তো করা যায়! এটাই বুঝি পক্ষপাতদুষ্টতা।

আমলাতন্ত্র ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও ভয়াবহভাবে রাজনীতিকরণের শিকার। সরকারি কাঠামোর অংশ হওয়ায় তারা প্রকাশ্যে পক্ষ নিতে পারেনি। কিন্তু তাদের অঘোষিত আনুগত্য সবারই জানা এবং একপক্ষকে সুবিধা দেওয়ায় সেটা প্রমাণিতও হয়েছে। আমলাতন্ত্রে এই ধরনের আনুগত্যের মূল্য হিসেবে জবাবদিহি ও দক্ষতার অবনতি হয়েছে। সবচেয়ে বড় আঘাতটি এসেছে মেধার বিকাশে। ভালো কর্মকর্তারা যথাযথ মূল্যায়ন চাইতে গেলে তাদের সরাসরি দলীয় আনুগত্য না হলেও অন্তত স্পষ্ট পক্ষপাত দেখাতে হতো। পদোন্নতি ও মূল্যায়ন মেধার ভিত্তিতে নয়, বরং দলীয়করণের ভিত্তিতে হতে থাকে। যত বেশি প্রকাশ্য আনুগত্য, তত বড় পুরস্কার। ফলে জবাবদিহি হারিয়ে যায় এবং সেখানে জায়গা করে নেয় চাটুকারিতা।

২০১৪ সাল থেকে যখন নির্বাচনগুলো ব্যাপক হারে প্রশ্নবিদ্ধ হতে শুরু করলো, তখন থেকেই প্রশাসন সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারের অধ্যায়ে প্রবেশ করে। নির্বাচন প্রভাবিত করতে আমলাতন্ত্র ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ক্ষমতাসীন দলের অস্ত্রে পরিণত হয়। ফলে তাদের ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার প্রায় প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে। এর উদাহরণ হিসেবে বেনজীরসহ পুলিশের মহাপরিদর্শকদের বিপুল সম্পদ অর্জনের ঘটনাগুলোকে উল্লেখ করা যায়।

প্রত্যাশা ছিল অন্তর্বর্তী সরকার এর অবসান ঘটাবে। কিন্তু, আমরা এমন এক 'নিয়োগ উৎসব' দেখলাম যার যৌক্তিকতা বোধগম্য হয়নি। হ্যাঁ, হাসিনা সরকারের আমলে অনেক আমলা রাজনৈতিক কারণে শাস্তি ও হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং তারা হয়তো কিছু ক্ষতিপূরণের দাবিদারও ছিলেন। কিন্তু দেড় দশক অফিসের বাইরে থাকা ব্যক্তিকে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পদে বসিয়ে আমলাতন্ত্রে জবাবদিহিতা বা দক্ষতা কোনোটিই ফিরিয়ে আনা যায়নি।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পেশা আইনজীবীদের রাজনীতিকরণের উদাহরণ। আগামী ১৩-১৪ মে অনুষ্ঠেয় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির (এসসিবিএ) নির্বাচনে ৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪২ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে বুধবার। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত এবং এই দলটির রাজনৈতিক কার্যক্রম ২০২৫ সালের সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধনী) আইনের অধীনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক সিদ্ধান্তেই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া হলো। এসসিবিএ তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্রের কোন ধারার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নিয়েছে, সেটা প্রকাশ করা উচিত। সংগঠনটি এখন পর্যন্ত তাদের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করায় প্রশ্ন উঠছে-এমন কিছু গোপন রাখার চেষ্টা হচ্ছে কি না, যা জানার অধিকার জনগণের আছে।

একটি সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু কোনো ব্যক্তির অধিকার যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কেড়ে নেওয়া যায় না। আইনগত ও পেশাগতভাবে যোগ্য ৪২ জন আইনজীবীকে এই নির্বাচনে অংশ নিতে না দেওয়া মানে তাদেরকে আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। যাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে তারা 'আওয়ামী লীগ'-এর প্রার্থী হিসেবে আবেদন করেননি, ব্যক্তিগতভাবে করেছেন।

আজ সমিতি তাদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে এবং হয়তো ভোটাধিকারও কেড়ে নিতে পারে, আমরা নিশ্চিত নই। কিন্তু কাল হয়তো একইভাবে তাদের এই পেশায় থাকার অধিকারও কেড়ে নিতে পারে। তাই এসসিবিএর এই সিদ্ধান্তের গুরুতর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে এবং সেটা অবশ্যই গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে।

আমাদের উদ্বেগের বিষয় হলো-আইনগতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ উদ্যোগ নিচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার দায়িত্ব আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। কেননা তারা সুপ্রিম কোর্টের আইনজ্ঞ। সর্বোচ্চ আদালতে কর্মরত আইনজীবীদের আইন ও সামগ্রিক বিচারব্যবস্থার উদাহরণ সৃষ্টি করার কথা তাদের। তারা 'আইনের কর্মকর্তা' হিসেবে বিবেচিত এবং 'বিচারব্যবস্থার' অপরিহার্য অংশ। ন্যায়বিচারের নৈতিক দিশারী ও সর্বোচ্চ মান রক্ষার দায়িত্ব তাদেরই থাকা উচিত।

একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার উপলব্ধি হলো-আইনের ক্ষেত্রে 'লেটার অব দ্য ল' এবং 'স্পিরিট অব দ্য ল' নামে বৃহত্তর ক্ষেত্র রয়েছে। এসসিবিএর সিদ্ধান্তে অবশ্যই ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখতে হবে এবং এর প্রভাব সমাজ, গণতন্ত্র, ব্যক্তিগত অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামগ্রিক আইনি মূল্যবোধের ওপর কতটা পড়ে, সেটা বিবেচনায় নিতে হবে। সাময়িক সময়ের রাজনৈতিক সুবিধা বা ব্যক্তিগত স্বার্থে এটিকে ব্যবহার করা মানে আইন, বিচারব্যবস্থা, সর্বোচ্চ আদালতের ভাবমূর্তি ও জনআস্থা ক্ষুণ্ন করার পথ তৈরি করা। এটি শুধু বিপজ্জনকই নয়, বরং বর্তমান সরকারের সুনামের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। তারপরও এ ধরনের কিছু হলে আইন ও সংবিধানের প্রতি জনআস্থা কমে যাবে। আমরা কখনোই সেটা হতে দিতে পারি না, বিশেষত সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মাধ্যমে তো নয়ই।

শুরুতে যে প্রশ্নটি তুলেছিলাম সেটা দিয়েই শেষ করছি। আমাদের পেশাগুলোর রাজনীতিকরণ কীভাবে বাংলাদেশকে পিছিয়ে দিয়েছে? বিশ্বকে দেখুন ও বুঝুন। প্রতিটি পেশা কোথায় পৌঁছেছে, কোথায় যাচ্ছে। নিজেদের না বদলে কি প্রতিযোগিতা করার কোনো সুযোগ আছে? শুরুটা করতে হবে প্রতিটি পেশায়, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

১৪টি উড়োজাহাজ ক্রয়ে বোয়িংয়ের সঙ্গে বিমানের চুক্তি

১০ পৃষ্ঠার পর

খলিলুর রহমান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী আফরোজা খানম বলেন, জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিএনপি সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহার দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

তিনি জানান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে একটি অত্যাধুনিক ও যাত্রীবান্ধব এয়ারলাইন্স হিসেবে গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বহরে আধুনিক প্রযুক্তির উড়োজাহাজ সংযোজন ছিল অত্যন্ত জরুরি।

আজকের এই চুক্তির মাধ্যমে বিমান বহরে মোট ১৪টি অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ যুক্ত হবে। এ সময় তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, এই চুক্তি শুধু একটি বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেবে।

তিনি বলেন, ১৪টি বোয়িং উড়োজাহাজ ক্রয়ের মাধ্যমে দেশের বিমান পরিবহন খাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হলো।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান রুমি এ হোসেন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহমিদা আখতার, বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাইজার সোহেল আহমেদসহ বোয়িং এবং সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- মর্গেজ
- উইল্স
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ইনকোর্পোরেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

SMG FUNDING
মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2, JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

৭ মার্চের ভাষণ বাজানো এত বড়

১৬ পৃষ্ঠার পর

পারে। কিন্তু ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর একটি ঐতিহাসিক ভাষণ বাজানোর ঘটনাকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের কাঠামোয় বসানো কোনোভাবেই ন্যায়সঙ্গত নয়। এ কারণেই এই মামলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগ শুধু প্রশ্নবিদ্ধ নয়, বরং এর অপপ্রয়োগের দিকটিই সামনে আসে। আইনটি করা হয়েছিল সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত সহিংসতা ও জননিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরিকারী অপরাধ মোকাবিলা করার জন্য। এই আইনে মামলা হলে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর বড় আঘাত আসে, জামিন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই আইনে অভিযুক্ত কিছু আলোচিত ব্যক্তি জামিন পেয়েছেন। কিন্তু এখন অবধি ইমির ক্ষেত্রে সেই বিচারিক বিবেচনা দেখা যাচ্ছে না। এতে আইনটির অপব্যবহার ও অসম প্রয়োগ নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়ে। জামিনের প্রসঙ্গে আরেকটি সাম্প্রতিক মামলার কথা না বললেই নয়। ঘটনা ও আইনি কাঠামো এক নয়, তবু মামলাটি দেখায় যে গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রেও জামিন ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার একটি মৌলিক অংশ। ময়মনসিংহের ভালুকায় গত ১৮ ডিসেম্বর দীপু চন্দ্র দাস হত্যার মামলার আসামি মাসুম খালাসির কথাই ধরা যাক। অভিযোগ ছিল, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ তুলে দীপুকে ধাওয়া করা হয়, চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয় এবং পরে হত্যা করে তার লাশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও আদালতের নথি অনুযায়ী, মাসুম ছিলেন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়া ১২ আসামির একজন। তিনি হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া এবং লাশ পোড়ানোর ঘটনায় সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছিলেন। অথচ গ্রেপ্তারের চার মাসের কম সময়ের মধ্যে ১৩ এপ্রিল তিনি দুই হাজার টাকার বন্ডে এক বছরের অন্তর্বতীকালীন জামিন পান। এতে জনমনে যেমন ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তেমনি জামিনের নীতির প্রয়োগ কতটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, সেটিও সামনে এসেছে।

এখানে দীপু দাসের মামলা ও ইমির মামলাকে এক করে দেখা হচ্ছে না, দুটি মামলা তুলনীয়ও নয়। বিষয়টি হলো, গুরুতর অপরাধের অভিযোগেও জামিন যেখানে একটি বাস্তব আইনি সুযোগ হিসেবে থাকে, সেখানে ইমির ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রশ্নবিদ্ধ প্রয়োগ এবং বারবার জামিন নামঞ্জুর হওয়া আরও বেশি অস্বস্তিকর।

এই বাস্তবতায় কর্তৃপক্ষের এখন স্পষ্ট করে বলা জরুরি, ৭ মার্চের ভাষণ জনসমক্ষে বাজানো কোন আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ? একই সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে হবে, অভিযুক্তদের কথিত কাজ কীভাবে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় পড়ে? তাদের জামিন চাওয়ার অধিকারও কার্যকরভাবে বিবেচনা করতে হবে। একজন হত্যা মামলার আসামি যদি ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার এই মৌলিক সুযোগ পেতে পারেন, তাহলে জনমতের চোখে তিনজন শিক্ষার্থী, বিশেষ করে যিনি কোনো নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য নন; তাদের বারবার জামিন না পাওয়া শুধু আইনি প্রশ্ন নয়, বরং ন্যায়বিচারের মৌলিক প্রশ্ন। রাষ্ট্রের যদি ইমির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা থাকে, তবে আদালতে তা প্রমাণ করুক। তাকে কারাগারে রাখার মতো জোরালো কারণ থাকলে সেটিও স্পষ্টভাবে বলা হোক। কিন্তু ঐতিহাসিক এই ভাষণ বাজানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে, দেশের অন্যতম কঠোর আইনের অধীনে বারবার জামিন নামঞ্জুর করা আমাদের এমন এক সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন কঠোর আইন ভিন্নমত ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনে অহরহ ব্যবহৃত হতো।

গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশ যদি পুরোনো দমননীতির পথেই হাঁটে, তাহলে মানুষ জানতে চাইবে; পরিবর্তন আসলে কোথায়?

লেখক দ্য ডেইলি স্টারের একজন সাংবাদিক, যিনি শিক্ষা, সুশাসন, মানবাধিকার ও জনজবাবদিহিতা নিয়ে লেখালিখি করেন।

মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতকে

১০ পৃষ্ঠার পর

সমীকরণকে আবারও ভারতের পক্ষে নিয়ে আসে।

সাম্প্রতিক প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ে প্রায় ১০০ ডলারের ব্যবধানে ভারতের চেয়ে এগিয়ে যাবে।

তবে আইএমএফ আশা করছে যে, ২০২৭ সালে ভারত আবারও শীর্ষস্থান ফিরে পাবে এবং অন্তত ২০৩১ সাল পর্যন্ত সেই অবস্থান ধরে রাখবে।

এই সূচকটি কেন এত অস্থির বা পরিবর্তনশীল, তা বুঝতে গাণিতিক বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রচলিত বিনিময় হারের ভিত্তিতে প্রতিটি দেশের উৎপাদনকে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করে বর্তমান ডলার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি গণনা করা হয়। যখন কোনো মুদ্রার মান কমে যায়, যেমন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টাকা এবং রুপি উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটেছে (ভিন্ন গতিতে হলেও), তখন অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা যেমনই হোক না কেন, ডলারের মাপে উৎপাদনের মূল্য কমে আসে। ২০২৬ সালে এই দুই রেখার একে অপরকে অতিক্রম করা একটি বাস্তব সত্যকেই তুলে ধরে-বিনিময় হারের গতিপ্রকৃতি এই দুই অর্থনীতির ডলার আয়কে একে অপরের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তবে এটি এককভাবে নিশ্চিত করে না যে, কোন দেশের মানুষ বেশি ভালো আছে। দ্বিতীয় আরেকটি পরিমাপ চিত্রটিকে বেশ জটিল করে তোলে। আইএমএফ ক্রয়ক্ষমতার সমতাভিত্তিক (পিপিপি) মাথাপিছু জিডিপিও প্রকাশ করে। এখানে বিনিময় হারের প্রভাব বাদ দেওয়া হয় ও প্রতিটি দেশের মুদ্রা নিজ দেশে আসলে কী পরিমাণ পণ্য বা সেবা কিনতে পারে, তার ভিত্তিতে একটি সাধারণ 'আন্তর্জাতিক ডলারে' রূপান্তর করা হয়। এই পদ্ধতিতে দেখা যায় ভারত সব সময়ই বাংলাদেশের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। ২০২৫ সালে ভারতের পিপিপি-ভিত্তিক মাথাপিছু আয় ১১ হাজার ৭৮৯ ডলার, যা বাংলাদেশের (১০ হাজার ২৭১ ডলার) চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। আইএমএফ বলছে, ২০৩১ সাল নাগাদ এই ব্যবধান বেড়ে ২৪ শতাংশ হতে পারে। অর্থাৎ পিপিপি অনুযায়ী তখন ভারতের মাথাপিছু আয় হবে ১৮ হাজার ৪৮৫ ডলার এবং বাংলাদেশের হবে ১৪ হাজার ৮৫৭ ডলার।

ডলার বর্জন ও ভূ-রাজনৈতিক

১০ পৃষ্ঠার পর

নোটে জার্মানির এই বিনিয়োগ ব্যাংকটি জানিয়েছে, বিশেষ করে উদীয়মান অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা থেকে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, আর্থিক নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে স্বর্ণের মজুদ বাড়িয়ে চলেছে। ব্যাংকটি উল্লেখ করেছে যে, ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের পর থেকে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের রিজার্ভে ২২ কোটি ৫০ লাখ আউন্সেরও বেশি স্বর্ণ যুক্ত করেছে। বিপরীতে, তাদের রিজার্ভে মার্কিন ডলারের অংশ ২০০০ সালের শুরুর দিকের ৬০ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

স্বর্ণ মজুদের এই দৌড়ে কেবল চীন, রাশিয়া, ভারত এবং তুরস্কের মতো বড় অর্থনীতির দেশগুলোই নয়, বরং কাজাখস্তান, সৌদি আরব, কাতার, মিশর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলোও এখন ব্যাপকভাবে স্বর্ণ কিনছে বলে ডয়েচে ব্যাংক পর্যবেক্ষণ করেছে।

এই ধারা অব্যাহত থাকলে, বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মোট রিজার্ভে স্বর্ণের হার বর্তমানের ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে ব্যাংকটি পূর্বাভাস দিয়েছে। এই বরাদ্দের ভিত্তিতে ডয়েচে ব্যাংক একটি সিমুলেশন বা কৃত্রিম মডেল পরিচালনা করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ৮ হাজার ডলারে পৌঁছাতে পারে-যা বর্তমান দামের চেয়ে প্রায় ৮০ শতাংশ বেশি। যদিও দামের এই প্রাক্কলনটি মূলত একটি তাত্ত্বিক ধারণা এবং কোনো আনুষ্ঠানিক পূর্বাভাস নয়, তবুও এটি বিশ্বজুড়ে চলমান্ডডি-ডলারাইজেশন্থ বা অর্থনীতিকে ডলারমুক্ত করার বিভিন্ন দেশের প্রচেষ্টার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। মার্কিন সম্পদের ওপর থেকে বিশ্ববাজারের আস্থা কমতে থাকায় স্বর্ণই যে এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী হতে যাচ্ছে, সেই প্রচলিত ধারণারই বহিঃপ্রকাশ এটি। গত বছর ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের এক জরিপে দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের স্বর্ণ মজুদের সিদ্ধান্তের পেছনে সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হিসেবে, অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে প্রধান কারণ হিসেবে দেখছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত স্বর্ণের দাম প্রায় ৮ শতাংশ বেড়েছে, যা মূলত গত বছর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সোনা কেনার ধারাবাহিকতা। তবে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে স্বর্ণের দামে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। ফলে গত জানুয়ারিতে স্বর্ণের দাম যে রেকর্ড উচ্চতায় উঠেছিল, সাম্প্রতিক এই অস্থিতিশীলতায় সেই অর্জনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই হারিয়েছে ধাতুটি। - সংবাদসুত্র
মাইনিং ডটকম

বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত জেমস কোমি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনল দেশটির বিচার বিভাগ।

গত বুধবার বিকেলে ভার্জিনিয়ার একটি আদালতে কিছু সময়ের জন্য হাজির হন কোমি। তবে এ সময় তিনি কোনো কথা বলেননি। তার আইনজীবী প্যাট্রিক ফিটজেরাল্ড জানান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগে তারা এই মামলা বাতিলের আবেদন করবেন। তাদের দাবি, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণেই কোমিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় কোমি জানান, তিনি এই অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, “আমি নির্দোষ, ভীত নই এবং স্বাধীন ফেডারেল বিচারব্যবস্থার ওপর আমার এখনো আস্থা রয়েছে।”

২০২৫ সালের মে মাসের ওই ইন্সটাগ্রাম পোস্টের ক্যাপশনে লেখা ছিল, “সৈকতে হাঁটার সময় দারুণ এই ঝিনুকের সজ্জা চোখে পড়ল।”

পরে পোস্টটি নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে তিনি সেটি ডিলিট করে দেন এবং নতুন একটি পোস্টে লেখেন, “আজ সকালে সৈকতে হাঁটার সময় কিছু ঝিনুকের ছবি পোস্ট করেছিলাম। আমি বুঝতে পারিনি যে কিছু মানুষ এই সংখ্যাগুলোকে সহিংসতার সঙ্গে মেলায়। এটা আমার মাথাতেই আসেনি। আমি যেকোনো ধরনের সহিংসতার ঘোর বিরোধী, তাই পোস্টটি সরিয়ে নিয়েছি।”

ট্রাম্পের পাল্টা তোপ

বুধবার কোমির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প তাকে “অসৎ মানুষ” বলে আখ্যা দেন।

ট্রাম্প বলেন, “অপরাধজগৎ সম্পর্কে কারও সামান্য ধারণা থাকলেও সে ৮৬-এর অর্থ জানবে। এটি মাফিয়াদের একটি শব্দ, যার অর্থ হত্যা করা। যখন তারা কাউকে খুন করতে চায়, তখন তারা এই শব্দটি ব্যবহার করে।”

কোমির সামাজিক মাধ্যমের পোস্টটি তার জন্য হুমকি ছিল কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, “সম্ভবত।” ট্রাম্প আরও বলেন, “কোমির মতো মানুষেরা রাজনীতিক ও অন্যান্য মানুষের জন্য ভয়ংকর বিপদের সৃষ্টি করেছে।”

আইন বিশেষজ্ঞ এবং আইনপ্রণেতাদের অনেকেই অবশ্য এই অভিযোগের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রিপাবলিকান সিনেটর থম টিলিস বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, তিনি আশা করেন “বালুতে আঁকা শুধু একটি ছবি ছাড়াও এই মামলায় আরও শক্ত প্রমাণ থাকবে।”

তিনি সতর্ক করে বলেন, “তা না হলে আমার মনে হয় এটি এমন একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে, যার জন্য পরে আমাদের পস্তাতে হবে। কারণ আমরা আইনি মানদণ্ডকে অনেক নিচে নামিয়ে আনছি।”

জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে নিয়োগ পাওয়া সাবেক ফেডারেল প্রসিকিউটর জিমি গুরুলে এই অভিযোগকে “আমেরিকান ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার জন্য চরম লজ্জার” বলে মন্তব্য করেছেন।

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

বাংলাদেশে ডলারের সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য

১০ পৃষ্ঠার পর

এক কর্মকর্তা বলেন, “ডলারের দর বেশি থাকলে আমদানি ব্যয় বাড়বে, যা মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমরা একটি স্থিতিশীল পর্যায় বজায় রাখার চেষ্টা করছি।”

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, আইএমএফের ঋণের কিস্তি ছাড় নিয়ে আলোচনা চলছে, যেখানে সংস্কার নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী এক্সচেঞ্জ রেটকে স্থিতিশীল পর্যায়ে আনার কথা থাকলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হওয়ায় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, “সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া যেভাবে ডলার দর ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে, সে বিষয়ে আইএমএফের আপত্তি রয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সচেঞ্জ রেটে হস্তক্ষেপ করতে পারে, তবে তা বাজারভিত্তিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। ডলার দর কমাতে চাইলে নিলামের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রি করতে হবে, আর বাড়াতে চাইলে নিলামের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো থেকে ডলার কিনতে হবে।”

তিনি বলেন, “রেমিট্যান্সের দর কমানোর নির্দেশনার অর্থ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে বাজারে ডলারের দাম বেশি। কিন্তু এটি তো চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যহীনতার কারণে নির্ধারিত হয়। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলেও তা বাজারেই নির্ধারিত হতে দেওয়া উচিত।”

ড. জাহিদ হোসেনের মতে, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দাম ০.৬৮ শতাংশ বেড়েছে, আর দেশের বাজারে বেড়েছে ০.৩৭ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে দেশের বাজারেও তা বাড়া স্বাভাবিক।

তিনি বলেন, “এতে ডলারের দরকে অবমূল্যায়িত মনে করার কারণ নেই। বরং দেশে সরবরাহ তুলনামূলক ভালো, মার্চে এলসি সেটেলমেন্ট কম ছিল এবং রেমিট্যান্স প্রবাহও শক্তিশালী রয়েছে।”

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা বলেন, ডলারের দর একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে রেখে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পাশাপাশি ডলারের দর কমলে আমদানিকারকদের খরচ কমবে এবং ব্যবসায়ীদের ব্যয়ও কমবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরেক কর্মকর্তা বলেন, “ফোন করে ডলারের দর কমিয়ে রাখতে বলা আইএমএফ পছন্দ করে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত।”

এছাড়া টাকাকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর চাপ রয়েছে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত রেমিট্যান্স এসেছে ২৮ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার।

গত সপ্তাহে কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক ১২৩ টাকা দরে মানি এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে ডলার কিনেছিল।

চলতি সপ্তাহে বিপিসি ও পেট্রোবাংলার বড় অঙ্কের পেমেন্ট থাকায় ডলারের দাম বেড়েছিল। তবে সোমবার কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক ১২২ টাকা ৮৫ পয়সা থেকে ১২২ টাকা ৯৫ পয়সার মধ্যে রেমিট্যান্স কিনেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও কিছু ব্যাংক বেশি দরে রেমিট্যান্স কিনেছিল, যার ফলে ডলারের দর কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া মার্চের মাঝামাঝি থেকে ফরওয়ার্ড বুকিং বাড়ায় ডলারের ওপর চাপ তৈরি হয়।

পরে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে ফরওয়ার্ড বুকিং থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয় বলে জানান তিনি।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল
(718) 775-8509 (212) 464-8620
New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com
D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529
info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S)
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে জীবনযাত্রার ব্যয়

৭ পৃষ্ঠার পর

সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে, তারা কংগ্রেস নির্বাচনে কাকে ভোট দেবে জানতে চাইলে ডেমোক্র্যাটদের ১৪ পয়েন্টে এগিয়ে রেখেছে (৩৪ শতাংশ বনাম ২০ শতাংশ)। প্রতি চারজনের মধ্যে একজন বলেছেন তারা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেননি।

ট্রাম্প ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন তার পূর্বসূরি ডেমোক্র্যাট জো বাইডেনের আমলের উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির পর দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বর্তমানে অর্থনীতিতে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তার রেটিং-মাত্র ২৭ শতাংশ-তার ২০১৭-২০২১ মেয়াদের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক কম, এমনকি এটি বাইডেনের সবচেয়ে দুর্বল অর্থনৈতিক রেটিংয়ের চেয়েও নিচে।

যদিও এই মাসের শুরুতে দুই পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার পর ইরানের সাথে সংঘাত কিছুটা স্তিমিত হয়েছে, তবে ইরানের হুমকির কারণে পারস্য উপসাগর থেকে তেলের অধিকাংশ চালান বের হতে পারছে না। এর ফলে তেলের মজুত কমে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক জ্বালানি তেলের দাম আরও বেড়ে যাচ্ছে।

রয়টার্স/ইপসোস জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ৩৪ শতাংশ আমেরিকান ইরানের সঙ্গে মার্কিন সংঘাতকে সমর্থন করেন, যা মধ্য এপ্রিলে এ সমর্থন ছিল ৩৬ শতাংশ এবং মধ্য মার্চে ছিল ৩৮ শতাংশ।

ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনের সময় দীর্ঘ সময় ধরে তার জনপ্রিয়তা ৪০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। তবে বর্তমানের এই নতুন রেটিংটি তার প্রথম মেয়াদের সর্বনিম্ন পয়েন্ট ৩৩ শতাংশের চেয়ে সামান্য উপরে রয়েছে।

রয়টার্স/ইপসোস-এর এই সর্বশেষ জরিপটি দেশজুড়ে অনলাইনে পরিচালনা করা হয়েছে। এতে এক হাজার ১৪ জন নিবন্ধিত ভোটারসহ মোট এক হাজার ২৬৯ জন মার্কিন প্রাপ্তবয়স্ক অংশ নিয়েছেন। জরিপটির ত্রুটির মাত্রা (মার্জিন অফ এরর) ৩ শতাংশ।- রয়টার্স

ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপ, ইউক্রেন

৭ পৃষ্ঠার পর

করেন, পুতিন এরইমধ্যে কোনো ঘোষণা দিয়েছেন কি না। রুশ প্রেসিডেন্ট গত বছরও একই ধরনের একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন যা তিন দিন স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু কিয়েভ তাতে সায় দেয়নি।

ইরানের ইউরেনিয়াম ইস্যুতে সহায়তা

ট্রাম্প বলেন, ইরান যুদ্ধ বন্ধে চুক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা হলো তাদের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ইস্যু।

পুতিন এ বিষয়ে সহায়তার প্রস্তাব দিলেও ট্রাম্প তাকে বলেন, আমি বরং চাইব আপনি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে বেশি মনোযোগী হোন।

ট্রাম্প আরও যোগ করেন, আমি তাকে বলেছি, আমাকে সাহায্য করার আগে আমি আপনার যুদ্ধটি (ইউক্রেন যুদ্ধ) শেষ করতে চাই।

ক্রেমলিনের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ অবশ্য পুতিন ইরান নিয়ে ঠিক কী প্রস্তাব দিয়েছেন, তা স্পষ্ট করেননি। তবে মস্কো এর আগে ইরান থেকে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।

উশাকভ সাংবাদিকদের জানান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি জার্মানির পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার স্মরণে আগামী ৯ মের বিজয় উৎসব উদযাপনের জন্য পুতিন ইউক্রেনে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ট্রাম্প এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

উশাকভ আরও জানান, দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই বন্ধুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক ফোনালাপে ট্রাম্প আশা প্রকাশ করেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের জন্য একটি চুক্তি খুব সন্নিকটে।

ইরানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান,

৭ পৃষ্ঠার পর

স্বীকার না করে, তবে তিনি সামরিক পদক্ষেপের বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে।

বুধবার এক্সিওসের সাথে ১৫ মিনিটের টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প অবশ্য কোনো সামরিক পরিকল্পনার বিস্তারিত প্রকাশ করতে রাজি হননি।

ট্রাম্প বলেন, অবরোধ বোমাবর্ষণের চেয়েও কিছুটা বেশি কার্যকর। তারা এখন চরম শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে আছে এবং পরিস্থিতি তাদের জন্য আরও খারাপ হবে। তারা কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। তিনি দাবি করেন, অবরোধ প্রত্যাহারের জন্যই ইরান এখন মরিয়া হয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চায়।

ট্রাম্প আরও জানান, অবরোধের কারণে তেল রপ্তানি করতে না পেরে ইরানের তেল মজুত এবং পাইপলাইনগুলো এখন বিস্ফোরণের কাছাকাছি অবস্থায় রয়েছে। যদিও অনেক বিশ্লেষক মনে করেন ইরান এখনই এ ধরণের বিপদে নেই।

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

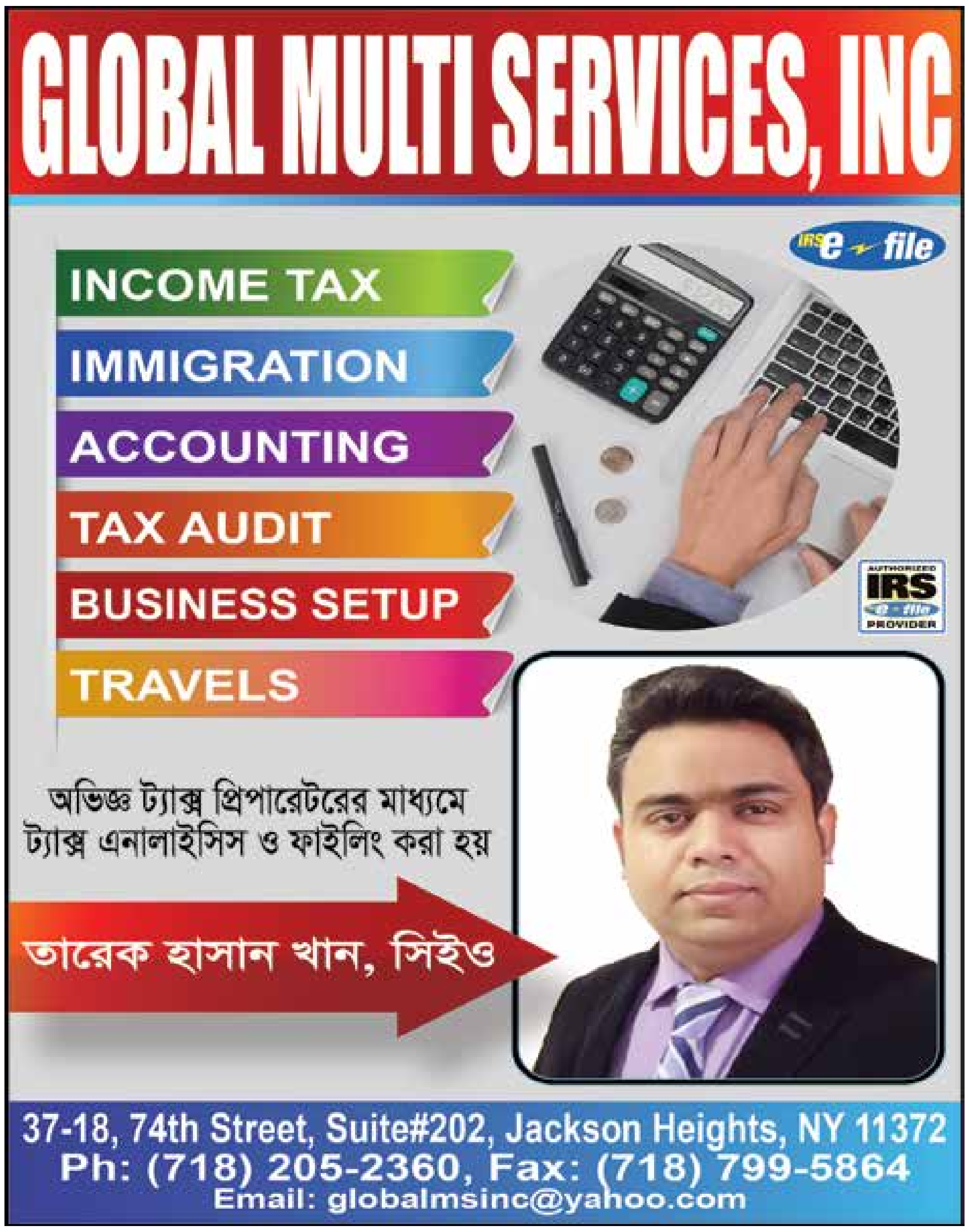
GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
☑ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
☑ নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
☑ উচ্চ আয়ের সুযোগ
☑ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

২৫ বিলিয়ন নাকি ১

৭ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ।

বুধবার হাউস আর্মড সার্ভিসেস কমিটির এক শুনানিতে পেন্টাগন জানায়, ইরান যুদ্ধে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয়েছে ২৫ বিলিয়ন ডলার। এই ব্যয়ের বড় অংশই গোলাবারুদ কেনা এবং সামরিক সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণের পেছনে ব্যয় হয়েছে।

তবে ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতা এবং বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ মনে করেন, এই হিসাবটি অনেক কম করে দেখানো হয়েছে। তাদের দাবি, মার্কিন অর্থনীতি এবং দেশটির ৩৩ কোটি মানুষের ওপর এই যুদ্ধের প্রকৃত আর্থিক প্রভাব ৬৩০ বিলিয়ন থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত নিয়ন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় আইনপ্রণেতাদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়েন হেগসেথ। তিনি বলেন, “এই মুহূর্তে আমাদের সামনে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ, সবচেয়ে বড় শত্রু হলো কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট এবং কিছু রিপাবলিকান সদস্যের হঠকারী ও নৈরাশ্যবাদী মন্তব্য।” ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো সমঝোতার আভাস নেই। এমন পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসন আগামী বছরের জন্য ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশাল প্রতিরক্ষা বাজেট চেয়েছে। এটি বর্তমান বাজেটের চেয়ে ৪২ শতাংশ বেশি, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সামরিক খাতে সবথেকে বড় ব্যয় বৃদ্ধি।

এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, ইরান যুদ্ধে আসলে যুক্তরাষ্ট্রের কত খরচ হচ্ছে?

পেন্টাগন ক্যাপিটল হিলে কী জানাল?

ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে ইরান যুদ্ধের ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে ক্রমবর্ধমান সমালোচনার মধ্যেই ক্যাপিটল হিলে এই উত্তপ্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

পেন্টাগনের ভারপ্রাপ্ত কম্পট্রোলার জে হার্স্ট এই শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সদস্য অ্যাডাম স্মিথকে জানান, এ পর্যন্ত যুদ্ধে আনুমানিক ২৫ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। হার্স্ট বলেন, “সংঘাতের ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন শেষ হলে আমরা হোয়াইট হাউসের মাধ্যমে অতিরিক্ত তহবিলের জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন করব।” তিনি পরে ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন।

হার্স্ট ব্যাখ্যা করেন, এই ২৫ বিলিয়ন ডলারের প্রাক্কলন মূলত “যুদ্ধের সরাসরি ব্যয়” বুঝায়। তিনি বলেন, “আমরা এই মোটের মধ্যে ব্যবহৃত গোলাবারুদের খরচ এবং অন্যান্য পরিচালন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করছি।”

গত মার্চে পেন্টাগন কর্মকর্তারা কংগ্রেসকে জানিয়েছিলেন, যুদ্ধের প্রথম ছয় দিনেই ১১.৩ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। সেই তুলনায় পেন্টাগনের বর্তমান এই ২৫ বিলিয়ন ডলারের হিসাবটি অনেক কম মনে হচ্ছে। এছাড়া, ট্রাম্প প্রশাসন শুরুতে এই যুদ্ধের জন্য ২০০ বিলিয়ন ডলারের যে বিশাল অঙ্ক চেয়েছিল, পেন্টাগনের এই নতুন হিসাবটি তার চেয়েও অনেক গুণ ছোট।

তেহরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৩,৩৭৫ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে মার্কিন সামরিক বাহিনী তাদের ১৪ জন সেনার মৃত্যু এবং ২০০-এর বেশি সেনা আহতের খবর নিশ্চিত করেছে।

ডেমোক্র্যাটরা কি এটা বিশ্বাস করেছে?

হেগসেথ ও তার সহযোগীদের প্রশ্ন করা ডেমোক্র্যাটরা ইরান যুদ্ধের খরচ নিয়ে তাদের দেওয়া ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি।

প্রতিনিধি রো খান্না বলেন, যুদ্ধের ব্যয় পেন্টাগনের অনুমান করা ২৫ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি প্রশ্ন করেন, “ইরানের কারণে আগামী বছরে জ্বালানি ও খাদ্যের বাড়তি দামের জন্য আমেরিকানদের কত খরচ হবে, আপনি কি তা জানেন?”

যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলোতে অবরোধ অব্যাহত রাখায় এবং তেহরান হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখায় দেশটিতে জ্বালানির দাম গ্যালনপ্রতি ৪ দশমিক ২৩ ডলারে পৌঁছে নতুন উচ্চতায় উঠেছে-যা ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালানোর পর সর্বোচ্চ। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের (অপরিশোধিত তেল) মানদণ্ডমূল্য ১২০ ডলারের ওপরে লেনদেন হচ্ছে।

যুদ্ধের আগে তুলনায় জ্বালানির দাম ৪০ শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তা তার দ্বিতীয় মেয়াদে রেকর্ড সর্বনিম্নে নেমে এসেছে। এ সপ্তাহের শুরুতে প্রকাশিত রয়টার্স জরিপে এমনটি দেখা গেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় সামলানোর ক্ষেত্রে ট্রাম্পের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন মাত্র ২২ শতাংশ আমেরিকান।

ইনফোগ্রাফ: আল জাজিরা

রো খান্না দাবি করেন, জ্বালানি ও খাদ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রায় ৬৩১ বিলিয়ন ডলার-অর্থাৎ প্রতি পরিবারে প্রায় ৫ হাজার ডলার বাড়বে।

তিনি হেগসেথকে বলেন, “ইরানের একটি স্কুলে আঘাত হানা ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য আমরা কত ব্যয় করেছি, তা আপনি জানেন না। জ্বালানির জন্য আমরা কত দিচ্ছি, তাও জানেন না। খাদ্যের জন্য কত ব্যয় করছি, সেটাও জানেন না। আপনার ২৫ বিলিয়ন ডলারের হিসাব পুরোপুরি ভুল।”

হার্ভার্ডের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ লিন্ডা বিলমেস পূর্বাভাস দিয়েছেন, এই যুদ্ধের মোট ব্যয় ১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে।

বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের বাইরে যুদ্ধের আর কী কী খরচ আছে?

যুক্তরাষ্ট্র আগে দাবি করেছিল, ইরানের সঙ্গে সংঘাতের প্রথম ৩৯ দিনে তারা ১৩ হাজারেরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। এরপর একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

বিষয়টি স্পষ্ট করতে বলা যায়, ইউক্রেনকে গত চার বছরে যতগুলো প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়া হয়েছে, ইরান যুদ্ধের প্রথম চার দিনেই যুক্তরাষ্ট্র তার চেয়ে বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্রে দাম ৪০ লাখ ডলার। অথচ এগুলো দিয়ে ভূপাতিত করা হয়েছে ইরানের মাত্র ৫০ হাজার ডলার মূল্যের (প্রতিটি) “শাহেদ” ড্রোন।

তবে যুদ্ধের আর্থিক ব্যয় এবং প্রভাব কেবল বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের দামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ পুনর্গঠন এবং মেরামত করাও একটি বড় ব্যয়ের খাত।

যুদ্ধের প্রথম দিনেই মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর তেহরান শুরুতেই উপসাগরীয় অঞ্চলে থাকা মার্কিন সামরিক স্থাপনা ও দূতাবাসে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এই ইরানি হামলায় কুয়েতের মার্কিন সামরিক ক্যাম্পের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল-ধফরা ও আল রুওয়াইস বিমানঘাঁটি, সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান বিমানঘাঁটি এবং জর্ডানের মুওয়াফফাক সালতি বিমানঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চলতি মাসের শুরুতে এনবিসি নিউজ ছয়জন মার্কিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও সরঞ্জামগুলোর যতটা ক্ষয়ক্ষতির কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করা হয়েছে, বাস্তবে তা আরও অনেক বেশি ভয়াবহ। শুধু এই ক্ষতি মেরামতের পেছনেই কয়েক বিলিয়ন ডলার ব্যয় হতে পারে।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা HHA/PCA
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

৭ বছর পর ভেনেজুয়েলা-যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

তথ্য জানিয়েছে। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি প্রাদেশিক সহযোগী সংস্থা এনভয় এয়ার পরিচালিত ফ্লাইট এএ৩৫৯৯ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা বেজে ১১ মিনিটে মায়ামি ছেড়ে কারাকাসের উদ্দেশে রওনা হয়।

প্রায় ৩ ঘণ্টা পর সেটি কারাকাসে এসে পৌঁছায়। পরবর্তীতে ফ্লোরিডায় ফিরে যায় ফ্লাইটটি।

আগামী ২১ মে থেকে দিনে দুইটি করে ফ্লাইট চালু করবে এনভয় এয়ার। সাম্প্রতিক সময়ে ওয়াশিংটন-কারাকাসের সম্পর্কে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে।

জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে অপহরণ করে মার্কিন সেনাবাহিনী। সে সময় থেকে ধীরে ধীরে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

সেই প্রক্রিয়ার হাত ধরেই সাত বছর পর দুই দেশের মধ্যে সরাসরি এবং নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক ফ্লাইট চালু হলো।

২০১৯ সালের পর থেকে এতদিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভেনেজুয়েলা আসার জন্য অন্যান্য দেশ হয়ে, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হোত যাত্রীদের।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করে জানায়, 'প্রায় সাত বছর যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে কোনো সরাসরি বাণিজ্যিক ফ্লাইট চালু ছিল না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অধীনে আজ আমরা সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পেরেছি। মায়ামি ও কারাকাসের মধ্যে ফ্লাইট চালু হয়েছে।'

মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমেরিকান এয়ারলাইন্স ছোট একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ফ্লাইট আবারো চালু করে। এ সময়ে বিমানবন্দরের বর্হিগমন গেট ভেনেজুয়েলার পতাকা ও পতাকার হলুদ, নীল অ লাল রঙের বেলুন দিয়ে সাজানো হয়।

ফ্লাইটে যাত্রীদের ভেনেজুয়েলার প্রথাগত খাবার কফি ও আরেপা পরিবেশন করা হয়।

৭৫ জন যাত্রী ধারণে সক্ষম একটি এমব্রায়ার ই১৭৫ জেটবিমানের মাধ্যমে ফ্লাইটটি পরিচালনা করা হয়।

যাত্রীরা উৎফুল্ল থাকলেও অনেকেই টিকিটের উচ্চ মূল্য নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, মার্কিন ভিসা পাওয়ার কঠোর বিধিরও সমালোচনা করেন কেউ কেউ.

উড়োজাহাজ সংস্থাটির ওয়েবসাইটে দেখা গেছে মে মাস থেকে মায়ামি-কারাকাস রিটার্ন ফ্লাইটের দাম এক হাজার ২০০ ডলারেরও (বাংলাদেশি টাকায় দেড় লাখ) বেশি।

অপরদিকে, কলম্বিয়ার বোগোতা হয়ে গেলে সর্বোচ্চ ৯০০ ডলারে কারাকাস পৌঁছানো যায়।

২০১৯ সালের স্থগিতাদেশ চালুর আগে মায়ামি-কারাকাস রুটে শুধু আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটগুলোই শুধু সচল ছিল। এর দুই বছর আগেই ডেল্টা ও ইউনাইটেড তাদের ফ্লাইটগুলো বাতিল করেছিল।

ট্রাম্পের ওপর হামলা কি সাজানো,

৬ পৃষ্ঠার পর

উদ্বেগজনক দিককে সামনে নিয়ে এসেছে। ঘটনাপ্রবাহ: বাস্তবতা বনাম প্রতিক্রিয়া

ওয়াশিংটনে এক হাই-প্রোফাইল অনুষ্ঠানের সময় ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা চালানো হয় বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিশ্চিত করেছে। সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।

সাংবাদিকদের নৈশভোজে গুলির আওয়াজ পেলে সরিয়ে নেওয়া হয় ট্রাম্পকে

ঘটনার সময় নিরাপত্তা বাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপের ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়। তবে হামলার খবর প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিন্ন এক বাস্তবতা তৈরি হতে থাকে-যেখানে প্রশ্ন ওঠে, 'এটি কি সত্যিই একটি হামলা, নাকি রাজনৈতিকভাবে সাজানো কোনো নাটক?'

'সাজানো হামলা' তত্ত্বের উত্থান

ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দাবি ছড়িয়ে পড়ে যে, এই হামলা হয়তো পরিকল্পিত বা মঞ্চস্থ। কিছু পোস্টে বলা হয়, রাজনৈতিক সহানুভূতি অর্জন বা জনমত প্রভাবিত করার জন্য এমন ঘটনা ঘটানো হতে পারে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট ও দ্য গার্ডিয়ানসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এ ধরনের দাবির পেছনে কোনো যাচাইযোগ্য প্রমাণ নেই। বরং এগুলো মূলত অনুমান, সন্দেহ এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতের মিশ্রণ।

কেন এত দ্রুত ছড়ায় ষড়যন্ত্র তত্ত্ব?

তথ্যের শূন্যতা ও অনিশ্চয়তা

যেকোনো বড় ঘটনার পরপরই সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ পায় না। এই সময়টিকে 'ইনফরমেশন ভ্যাকুয়াম' বলা হয়। এই শূন্যতাই গুজব ও বিকল্প ব্যাখ্যার জন্ম দেয়।

রাজনৈতিক মেরুকরণ

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনীতিতে বিভাজন অত্যন্ত তীব্র। ফলে একই ঘটনাকে ভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে। কারও কাছে এটি বাস্তব হামলা, আবার কারও কাছে এটি 'রাজনৈতিক কৌশল'।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভূমিকা

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অ্যালগরিদম এমন কনটেন্টকে বেশি ছড়ায় যা আবেগপ্রবণ বা বিতর্কিত। 'হামলা সাজানো' ধরনের দাবি তাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ঘটনার পরপরই হাজার হাজার পোস্টে ভিত্তিহীন দাবি ছড়িয়ে পড়ে, যা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষাধিক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

নির্বাচনী সমাবেশে বন্দুকধারীর হামলার শিকার হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অবিশ্বাস

এর আগেও ট্রাম্পকে ঘিরে সহিংসতার ঘটনায় একই ধরনের তত্ত্ব ছড়িয়েছিল। ফলে মানুষের একাংশ আগেই এমন ধারণা গ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে।

বাস্তবতা যাচাই: তদন্ত কী বলছে?

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও তদন্তকারী সংস্থাগুলো বলছে, ঘটনাটি একটি বাস্তব হামলার চেষ্টা এবং এর সঙ্গে 'মঞ্চস্থ' হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থাগুলোও জানিয়েছে, এগুলোর অধিকাংশ দাবিই বিভ্রান্তিকর বা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

রাজনৈতিক বক্তব্য ও পাল্টা অভিযোগ

ট্রাম্প নিজেও অতীতে বারবার দাবি করেছেন যে, রাজনৈতিক সহিংসতা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে। অন্যদিকে তার সমালোচকরা মনে করেন, এই ধরনের ঘটনার পর রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন নয়।

এই প্রেক্ষাপটে 'সাজানো হামলা' তত্ত্বটি অনেক সময় রাজনৈতিক বক্তব্যের অংশ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, যেখানে তথ্যের চেয়ে বিশ্বাস ও মতাদর্শ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গণমাধ্যম বনাম সামাজিকমাধ্যম

এসব ঘটনায় মূলধারার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো যেখানে তথ্য যাচাই করে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে, সেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাইবিহীন তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এটি আধুনিক 'তথ্যযুদ্ধের' একটি বড় উদাহরণ-যেখানে সত্য, অর্ধসত্য এবং মিথ্যা একসঙ্গে প্রবাহিত হয় এবং সাধারণ মানুষের জন্য সেগুলো আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বৃহত্তর প্রেক্ষাপট: ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সমাজতত্ত্ব

গবেষণা বলছে, মানুষ সাধারণত জটিল বা ভয়াবহ ঘটনাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে চায়। 'সাজানো হামলা' তত্ত্ব সেই সহজ ব্যাখ্যা প্রদান করে-যেখানে বাস্তবতার জটিলতা এড়িয়ে ঘটনাটিকে একটি পরিকল্পিত নাটক হিসেবে দেখা হয়।

এ ছাড়া, প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিশ্বাস, রাজনৈতিক পক্ষপাত এবং অনলাইন ইকোসিস্টেম-সব মিলিয়ে এই ধরনের তত্ত্ব আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ট্রাম্পকে ঘিরে সাম্প্রতিক হামলার ঘটনা যেমন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন, তেমনি এর পরপরই ছড়িয়ে পড়া 'সাজানো হামলা' তত্ত্ব আধুনিক তথ্যপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকটকে সামনে আনে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে যে, এই দাবিগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। বরং এগুলো তথ্যের ঘাটতি, রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্রুতগতির বিস্তারের ফল।

এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো-তথ্যের ভিড়ে সত্যকে শনাক্ত করা এবং যাচাইবিহীন দাবির বাইরে থেকে বাস্তবতাকে বোঝার সক্ষমতা গড়ে তোলা।

যুক্তরাষ্ট্রে স্মারক পাসপোর্টে থাকছে

৬ পৃষ্ঠার পর

হয়, আগামী জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এই বিশেষ পাসপোর্টগুলো ছাড়া হবে।

প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, নতুন নকশার এই পাসপোর্টগুলো যেকোনো মার্কিন নাগরিক সংগ্রহ করতে পারবেন। কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর আবেদন সাপেক্ষে স্টক থাকা পর্যন্ত এই পাসপোর্টগুলো বিতরণ করা হবে।

তবে এই বিশেষ পাসপোর্টগুলো পেতে হলে আবেদনকারীকে সরাসরি ওয়াশিংটন পাসপোর্ট এজেন্সিতে যোগাযোগ করতে হবে, কারণ এটি অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশ করা পাসপোর্টের একটি খসড়া নকশায় দেখা গেছে, ট্রাম্পের ছবির চারপাশে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী এবং মার্কিন পতাকা রয়েছে। এ ছাড়া পাসপোর্টে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরটি সোনালি রঙে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টে দেশটির ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, যেমন-চাঁদে অবতরণের দৃশ্য এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো জাতীয় প্রতীকের ছবি আছে।

তবে নাগরিকরা চাইলে এই বিশেষ সংস্করণের বদলে সাধারণ পাসপোর্ট বেছে নিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে এখনো অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

চালু হতে যাওয়া স্মারক পাসপোর্টটি মূলত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সরকারি ভবনের সঙ্গে ট্রাম্পের নাম ও প্রতিকৃতি যুক্ত করার যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছে, তারই সর্বশেষ পদক্ষেপ।

সম্প্রতি ইউএস মিন্ট ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ট্রাম্পের ছবি সংবলিত একটি বিশেষ স্বর্ণমুদ্রা চালুর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

পাশাপাশি, তিনি হতে যাচ্ছেন প্রথম ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যার স্বাক্ষর দেশটির ব্যাংক নোটে মুদ্রিত হতে যাচ্ছে।

এ ছাড়া, কেনেডি সেন্টারের পরিচালনা পর্ষদ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারটির নাম বদলে ট্রাম্প-কেনেডি সেন্টার রাখার পক্ষে ভোট দিয়েছে। তবে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির পরিবারের সদস্যরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

এপ্রিলের শুরুতে হোয়াইট হাউস সোনালি কারুকাজ করা আর্ক দ্য ট্রাম্প নামে একটি বিশালাকার বিজয় তোরণ নির্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশ করে। ওয়াশিংটন ডিসিতে ২৫০ ফুট (৭৬ মিটার) উঁচু এই স্থাপনা নির্মাণের জন্য একটি ফেডারেল প্যানেল প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে।

তবে সাধারণ জনগণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণবাদী গোষ্ঠীগুলোর পক্ষ থেকে এ নিয়ে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট স্বয়ং হোয়াইট হাউসের মূল কাঠামোতেও স্থায়ী পরিবর্তন আনছেন। একটি বিশাল বলরুম তৈরির পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি ভবনের পূর্ব অংশ বা ইস্ট উইং ভেঙে ফেলেছেন।

এই ঘটনায় হোয়াইট হাউসের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর হিস্টোরিক প্রিজারভেশন।

তাদের অভিযোগ, ন্যাশনাল ক্যাপিটাল প্ল্যানিং কমিশনের কাছে চূড়ান্ত নকশা জমা দেওয়ার আগেই এর নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছে।

জার্মানি থেকে সেনা কমানোর বিষয়

৬ পৃষ্ঠার পর

লিখেছেন, তিনি জার্মানি থেকে সেনা কমানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন এবং আগামী অল্প সময়ের মধ্যেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বর্তমানে জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক উপস্থিতি রয়েছে। গত ডিসেম্বরের তথ্য অনুযায়ী, দেশটির বিভিন্ন ঘাঁটিতে ৩৬ হাজারেরও বেশি সক্রিয় মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে।

গত সোমবার চ্যান্সেলর মের্ৎস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে বলেছিলেন,'আমেরিকানদের স্পষ্টত কোনো সুনির্দিষ্ট রণকৌশল নেই।'

তিনি আরও মন্তব্য করেন, ইরানিরা আলোচনায় না বসার ক্ষেত্রে বেশ দক্ষ। তারা মার্কিনিদের ইসলামাবাদ পর্যন্ত আসার সুযোগ দেয় এবং কোনো ফলাফল ছাড়াই তাদের খালি হাতে ফেরত পাঠায়। মের্ৎসের মতে, ইরানি নেতৃত্বের কাছে পুরো মার্কিন জাতিই লজ্জিত হচ্ছে।

পরদিন ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এর কড়া জবাব দেন। তিনি বলেন, মের্ৎস সম্ভবত মনে করেন'ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকাটা ঠিক আছে' এবং তিনি'নিজে কী বলছেন তা তিনি নিজেই জানেন না'।

ট্রাম্প জার্মানির অর্থনীতির সমালোচনা করে আরও লেখেন,'এ কারণেই জার্মানি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে এত খারাপ করছে।'

বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্পের এই পোস্ট সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মের্ৎস বলেন,'মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আগের মতোই ভালো আছে।' তবে জার্মানিতে মার্কিন সেনা কমানোর বিষয়ে ট্রাম্পের প্রস্তাব নিয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি।

গত দুই মাস ধরে ট্রাম্প বারবার ৩২ সদস্যের ন্যাটো জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। তিনি ন্যাটোকে একটি'কাগুজে বাঘ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এর আগে এপ্রিলের শুরুর দিকে পেন্টাগনের একটি ফাঁস হওয়া অভ্যন্তরীণ ইমেইল থেকে জানা গিয়েছিল, ইরান যুদ্ধে যেসব মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবছে ওয়াশিংটন।

এমনকি স্পেনের ন্যাটো সদস্যপদ স্থগিত করার মতো প্রস্তাবও সেখানে ছিল।

তবে ন্যাটোর একজন কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, জোটের মূল নীতিমালায় কোনো দেশের সদস্যপদ স্থগিত বা বহিষ্কার করার কোনো বিধান নেই।

গালগল্প বা ইতিহাসের মাস্টার হতে

৮ পৃষ্ঠার পর

জামায়াত আমির বলেন, বিদেশে মিশন, হাইকমিশন, অ্যাম্বাসি বা বড় বড় কর্মকর্তা থাকলেও প্রবাসীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। তারা পাসপোর্ট রিনিউ করতে গেলে দালালদের খপ্পরে পড়ে বিড়ম্বনার শিকার হন। সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণে কেউ চাকরি হারালে তাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকে না। প্রবাসীদের দাবির বিষয়ে ঠিকমতো কথা বলা হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, প্রবাসীদের মর্যাদা যেন নিশ্চিত করা হয়। তাদের প্রয়োজনে দেশ ও সরকার যেন পাশে দাঁড়ায়। যেসব দেশে অ্যাম্বাসি প্রবাসীদের সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে না পারে, সেখানে অ্যাম্বাসি থাকার দরকার নেই। অ্যাম্বাসির কাজ কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে লালন-পালন করা নয়, দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করাই তাদের কাজ।

শ্রমিক দিবস প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, প্রতিবছর সারা বিশ্বে শ্রম দিবস পালিত হয়। বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সমাবেশগুলোতে সরকারি ও বিরোধী দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নিয়ে শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের আশ্বাস দেন।

'শিকাগোর বেদনাদায়ক ঘটনার ১৪০ বছর পার হয়েছে। নেতাদের দেওয়া ওয়াদার ১০ ভাগের এক ভাগও যদি পূরণ করা হতো, তাহলে শ্রমিকদের আর কোনো দাবি-দাওয়া অবশিষ্ট থাকতো না', যোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের প্রয়োজন ও মর্যাদাকে উপেক্ষা করে কোনো সমাজ টেকসই হতে পারে না।

বামপন্থী সংগঠনগুলোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে যারা নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করেন, তারা শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে বেশি সংগ্রাম করেন। এখন বাংলাদেশে, তার আগে পাকিস্তানে ধারাবাহিকভাবে এটি চলে আসছে। যখনই কোনো ইস্যু আসে, বাম নেতারা সামনে এসে দাঁড়িয়ে যান। তারপরে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, মাঠ গরম হয়, কিছু মানুষের জীবন যায়, অনেকে আহত হন। আর কিছু মানুষের চাকরি যায়।

'কিন্তু নেতারা রাতের আঁধারে ভাগটা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন গড়ে ওঠা আন্দোলনকে তারা ব্ল্যাকমেইলিং করে। এভাবে যুগ যুগ ধরে নেতারা কপালের পরিবর্তন হলেও শ্রমিকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, সংসদীয় রাজনীতিতে সংসদ হবে-সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। বিরোধী দল গালগল্প করা বা ইতিহাসের মাস্টার হতে সংসদে যায়নি। সেখানে বিরোধী দল গিয়েছে দুঃখী মানুষের পক্ষে কথা বলতে। শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে সংসদের ভেতরে-বাহিরে লড়াই চলবে। শ্রমিকদের ন্যায্যতা ও মর্যাদা যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন লড়াই অব্যাহত থাকবে।

ট্রাম্পের পর কে, ভ্যান্স নাকি রুবিও?

৬ পৃষ্ঠার পর

থেকে কমে ৫৩ শতাংশ হয়েছে। মার্কিন ইউগভ সমীক্ষা অনুযায়ী, দলের ভেতরেও তার রেটিং ৬৫ থেকে কমে ৬৩ শতাংশে নেমেছে।

বিপরীতে, রুবিওর সমর্থন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বাড়ছে। সিপিএসি সমীক্ষায় তার সমর্থন ৩ শতাংশ থেকে লাফিয়ে ৩৫ শতাংশ এবং ইউগভ পোলে ৩৩ থেকে বেড়ে ৪২ শতাংশে পৌঁছেছে। ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে রুবিও চমৎকার মুনশিয়ানা দেখাচ্ছেন। তিনি তার যেকোনো বৈদেশিক সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত সুচারুভাবে 'আমেরিকা ফার্স্ট'-এর মোড়কে উপস্থাপন করতে পারেন। এটি সাধারণ ভোটারদের রাগ ক্ষোভ কমাতে সাহায্য করে। তবে, ভ্যান্সের পেছনে এখনো ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং ইলন মাস্কের মতো ধনকুবেরদের শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে বলে জানায় রয়টার্স।

কার পাল্লা ভারী?

রিপাবলিকান পার্টির বৈচিত্র্যময় ভোটারদের মধ্যে এই দুই নেতার আবেদন ভিন্ন। জেডি ভ্যান্সের 'হিলবিলি এলিজি' পটভূমির কারণে কর্মজীবী শ্বেতাঙ্গ ও গ্রামীণ ভোটারদের কাছে তার একটি সহজাত আবেদন রয়েছে। বইটিতে লেখা তার শৈশবের দারিদ্র্য ও পারিবারিক সংগ্রামের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভোটারদের কাছে তাকে কেবল একজন রাজনীতিবিদ নয়, বরং তাদেরই 'স্বজন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে তার বর্তমান অস্থিতিশীল অবস্থানের কারণে সেই আবেদন ম্লান হতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে, মার্কো রুবিও তার কিউবান-আমেরিকান বংশপরিচয় এবং পশ্চিম গোলার্ধে (যেমন: ভেনেজুয়েলা ও কিউবা) তার আগ্রাসী নীতির কারণে হিস্পানিক (লাতিন আমেরিকান, ক্যারিবীয়, ইউরোপীয়) ভোটারদের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছেন। এছাড়া ইহুদি ভোটার এবং সাধারণ রক্ষণশীলদের কাছে তিনি একজন 'প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক' ও স্বাভাবিক রাজনীতির প্রতীক হিসেবে দারুণভাবে সমাদৃত হচ্ছেন বলে জানায় দ্য আটলান্টিক। ট্রাম্পের বর্তমান জোটের অনেক ভোটারই মনে করেন রুবিও একজন অত্যন্ত যোগ্য নেতা, যিনি আন্তর্জাতিক পরিসরেও ভালো কাজ করছেন।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

২০২৮ সালের নির্বাচনী দৌড়ে দুজনের জন্যই বড় রাজনৈতিক বাধা রয়েছে। জেডি ভ্যান্সের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তার দ্রুত পতনশীল জনপ্রিয়তা। সিএনএনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেয়াদের এই পর্যায়ে তার রেটিং মাইনাস ১৮-তে নেমে গেছে, যা আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে কম। এছাড়া পোপের সঙ্গে বিবাদ এবং মিত্রদের নিয়ে কিছু রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ তার ইমেজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

অন্যদিকে রুবিওর প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো কট্টর 'আমেরিকা ফার্স্ট' পপুলিস্ট গোষ্ঠী (যেমন: টাকার কার্লসন ও নিক ফুয়েন্তেসের অনুসারীরা)। তারা রুবিওকে অতিরিক্ত যুদ্ধবাজ ও এস্টাবলিশমেন্টের দালাল মনে করে এবং ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাকে আংশিক দায়ী করে। ২০২৬ সালের মিডটার্ম নির্বাচন এই দুজনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখবে।

জেডি ভ্যান্স ইতোমধ্যে জানিয়েছেন, তিনি ২০২৬ সালের মিডটার্মের পরেই ২০২৮ সালের নির্বাচনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। একইভাবে, ট্রাম্পও সম্ভবত মিডটার্মের ফলাফল দেখেই তার উত্তরসূরি চূড়ান্ত করবেন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ট্রাম্প পরবর্তী যুগে রিপাবলিকান পার্টির আদর্শিক রূপরেখা কেমন হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে ভ্যান্স এবং রুবিওর মধ্যকার এই দ্বৈরথের ফলাফলের ওপর।

ইরান যুদ্ধের ফলাফল এই লড়াইয়ের নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ভ্যান্সের যুদ্ধবিরোধী অবস্থান গুরুত্ব পাবে, আর দ্রুত সমাধান হলে রুবিওর রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। তবে রুবিওর উত্থান মানে পুরোনো উদারপন্থী রিপাবলিকান রাজনীতিতে ফেরা নয়, বরং ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতিকে আরও সুশৃঙ্খল ও যৌক্তিক মোড়কে উপস্থাপন করা। চূড়ান্ত বিচারে, ভ্যান্স দলটিকে আরও আপসহীন পপুলিজমের দিকে নিয়ে যেতে চান, যেখানে রুবিও চেষ্টা করছেন ট্রাম্পের আগ্রাসী নীতির সঙ্গে প্রশাসনিক দক্ষতার এক সফল মিশ্রণ ঘটিয়ে দলটিকে দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে।

ভ্যান্সের চূড়ান্ত বিজয় প্রমাণ করবে, রিপাবলিকান পার্টি সম্পূর্ণভাবে একটি কট্টর, পপুলিস্ট এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দলে পরিণত হয়েছে। বিপরীতে, মার্কো রুবিওর উত্থানের অর্থ এই নয়- দলটি পুরোনো, মধ্যপন্থী এস্টাবলিশমেন্ট যুগে ফিরে যাচ্ছে। বরং এটি প্রমাণ করে, রুবিও নিজেই দলের বর্তমান কট্টর নীতির সঙ্গে আপস করে নিজেকে ট্রাম্পের ছাঁচে সফলভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন। তবে তিনি ভ্যান্সের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ, স্থিতিশীল এবং আন্তর্জাতিকমুখী ভাবমূর্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত, যদি রুবিও দলের হাল ধরেন, তবে তিনি ট্রাম্পিজমের বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখলেও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল, প্রাতিষ্ঠানিক এবং কার্যকরী রূপ পেতে পারে।

ইরান ও ইউক্রেনের নাম গুলিয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

করে। তবে ট্রাম্প একে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে পরিণত করেন। সেখানেই এসব কথা জানান তিনি।

নাসার যে ক্রুরা ইতিহাসের সবচেয়ে দূরবর্তী মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন, তাদের সম্মান জানাতে মাত্র দুই মিনিট কথা বলেন ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প। পরে নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যানকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, “একজন প্রেসিডেন্ট কি এ ধরনের মিশনে যেতে পারেন”

এরপরই তিনি প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করেন। সেখানে ইউএফও (অজানা উড়ন্ত বস্তু) থেকে শুরু করে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক ফোনালাপের প্রসঙ্গও উঠে আসে।

ইরান ও ইউক্রেন নিয়ে বিভ্রান্তি

ইরান ও ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে কোনটি আগে শেষ হবে-এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট জানান যে তিনি জানেন না। তবে প্রশ্নটিকে তিনি “মজার” বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “কোন যুদ্ধটি আগে শেষ হবে? আমি জানি না। হয়তো তারা একই টাইমটেবিলে আছে”

ঠিক এরপরই তিনি ইউক্রেন ও ইরানকে গুলিয়ে ফেলেন। তেহরান “পরাজিত” হয়েছে-নিজের বহুল চর্চিত এই মন্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে তিনি দেশ দুটির নাম গুলিয়ে ফেলেন।

পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপ

পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের আলাপে মূলত ইউক্রেন ও ইরান যুদ্ধ নিয়ে কথা হয়েছিল। ট্রাম্প বলেন, “আমি ইউক্রেন নিয়ে কথা বলেছি, ইরান নিয়েও কিছুটা কথা হয়েছে। মূলত ইউক্রেন নিয়েই আমাদের চমৎকার আলোচনা হয়েছে। আমার মনে হয় খুব শিগগিরই আমরা একটা সমাধানে পৌঁছাতে পারব” ট্রাম্প জানান, ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত নিয়ে আলোচনায় পুতিন যুক্ত হতে চান। জবাবে ট্রাম্প পুতিনকে বলেছেন যে তিনি বরং ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে পুতিনকে কাজ করতে দেখতে বেশি পছন্দ করবেন। এ সময় ট্রাম্প দাবি করেন পুতিনও চান না যে ইরানের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র থাকুক।

কোমিকে নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য

ওভাল অফিসের এই আয়োজনে সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কোমির বিরুদ্ধে চলমান ফৌজদারি মামলা নিয়েও কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। গত বছর ইনস্টাগ্রামে “৮৬ ৪৭” লেখা ঝিনুকের ছবি পোস্ট করে ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে কোমিকে অভিযুক্ত করেছে একটি গ্র্যান্ড জুরি। এর পরপরই বুধবার সকালে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। রেস্তোরাঁ শিল্পে “৮৬” সংখ্যাটি দিয়ে বোঝানো হয় যে কোনো খাবার শেষ হয়ে গেছে বা কোনো মাতাল গ্রাহককে আর মদ দেওয়া হবে না। কোমির দাবি, এই পোস্ট দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ৪৭তম প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বিচার বিভাগের অভিযোগ, কোমি এর মাধ্যমে সরাসরি প্রেসিডেন্টকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। যদিও আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুপ্রিম কোর্টের মাপকাঠি অনুযায়ী এই অভিযোগ আদালতে টেকার সম্ভাবনা কম।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

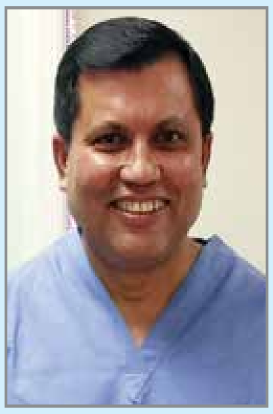

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

জেডি ভ্যান্সের শঙ্কা, ইরান যুদ্ধ নিয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

জেডি ভ্যান্স উদ্বিগ্ন বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। আট সপ্তাহ ধরে চলা এই যুদ্ধে মার্কিন সামরিক বাহিনীর পারফরম্যান্স নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এবং জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আসছেন। তাদের দাবি, ইরানের বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা অবকাঠামোয় তারা চরম আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছেন এবং আমেরিকার অস্ত্রভাণ্ডার এখনো পরিপূর্ণ রয়েছে।

তবেওদ্য আটলান্টিক্ব-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ভ্যান্স বারবার এই দাবির বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, ট্রাম্পের সামনে যুদ্ধের ঔসাফল্যের ছব্বি তুলে ধরা হচ্ছে তা আদৌ সত্য কি না। বিশেষ করে আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ যে আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে, পেন্টাগন সেই তথ্যটি এড়িয়ে যাচ্ছে কি না-তা নিয়ে তিনি গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন।

হেগসেথকে নিয়ে ভ্যান্স কি সন্দিহান?

ট্রাম্প প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে মার্কিন গণমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভ্যান্স যুদ্ধের বিষয়ে পেন্টাগনের দেওয়া তথ্যের নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় তিনি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তার আশঙ্কা, অস্ত্রের এই মজুদ কমে গেলে ভবিষ্যতে চীন, উত্তর কোরিয়া বা রাশিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য কোনো সংঘাতে তার মারাত্মক পরিণতি হতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভ্যান্স তার উদ্বেগগুলোকে একান্তই ব্যক্তিগত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন; হেগসেথ বা কেইন প্রেসিডেন্টকে বিভ্রান্ত করছেন-এমন সরাসরি অভিযোগ তিনি আনেননি। এমনকি জনসমক্ষে তিনি পেন্টাগন প্রধানের প্রশংসা করে বলেছেন, হেগসেথ “চমৎকার কাজ করছেন।চ

তবে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা দ্য আটলান্টিককে জানিয়েছেন, পর্দার আড়ালে ভ্যান্স আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে অনেক “তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নচ করে থাকেন। ট্রাম্পের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় যাতে কোনো বিভেদ তৈরি না হয়, সেজন্য তিনি বিষয়টিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিতে চাচ্ছেন না। তবে ভ্যান্সের ঘনিষ্ঠরা বিশ্বাস করেন, হেগসেথের দেওয়া যুদ্ধের চিত্র এতোটাই ইতিবাচক যে তা বিভ্রান্তিকর হওয়ার পর্যায়ে চলে গেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, হেগসেথ সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যা শুনতে পছন্দ করেন-ঠিক সেটিই তাকে বলছেন। কর্মকর্তাদের মতে, হেগসেথ সাধারণত সকাল ৮টায় ব্রিফিং করেন-যখন ট্রাম্প ফক্স নিউজ দেখেন। ট্রাম্পের একজন সাবেক কর্মকর্তা বলেন, “পিটের টিভিতে কাজ করার অভিজ্ঞতার কারণে তিনি খুব ভালো করেই জানেন, ট্রাম্পের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় এবং ট্রাম্প কী ভাবেন।চ

যুদ্ধ নিয়ে ভ্যান্সের দৃষ্টিভঙ্গি

ইরানের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে হেগসেথের দাবি এবং অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা তথ্যের মধ্যে ব্যাপক অসংগতি দেখা গেছে। ট্রাম্প ও হেগসেথ দাবি করেছেন যে, ইরানের সামরিক বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে এবং দেশটির আকাশপথ এখন সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে।

অথচ মার্কিন গোয়েন্দা তথ্যের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, তেহরান তাদের বিমান বাহিনীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ সক্ষমতার সিংহভাগ এখনো ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি সাগরে মাইন স্থাপন এবং হরমুজ প্রণালি দিয়ে নৌচলাচল বিঘ্নিত করার মতো দ্রুতগামী ছোট নৌকাগুলোও এখনো তাদের হাতে রয়েছে, যা আগ্রাসী শক্তির ওপর অর্থনৈতিক চাপ বজায় রাখছে।

একই সময়ে মার্কিন থিংক ট্যাংকওসেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ্ব (সিএসআইএস) জানিয়েছে, আমেরিকা ইতিমধ্যেই তাদের বেশ কিছু মূল সমরাস্ত্রের অর্ধেকেরও বেশি মজুদ খরচ করে ফেলেছে।

যুদ্ধের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে ভ্যান্সের ভবিষ্যৎ?

ইরানে মার্কিন অভিযানের বিষয়ে ভ্যান্সের প্রশ্ন তোলা এবারই প্রথম নয়। চলতি মাসের শুরুতে এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধেওঅপারেশন এপিক ফিউরি্ব শুরু হওয়ার আগেই ভ্যান্স এর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এই যুদ্ধ গণ-প্রাণহানি এবং আঞ্চলিক বিশৃঙ্খলা বয়ে আনবে।

তবে বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্টকে অনেকগুলো বিষয় ভারসাম্যপূর্ণভাবে সামলাতে হচ্ছে-সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, “অন্তহীন যুদ্ধচ বিরোধী নিজের ভাবমূর্তি রক্ষা করা এবং ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিজের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিশ্চিত করা। মনে করা হচ্ছে, ভ্যান্স নিজেও বিশ্বাস করেন যে, ইরান যুদ্ধের ফলাফলের ওপরই তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতে পাকিস্তানে আয়োজিত ইরান-মার্কিন ব্যর্থ শান্তি আলোচনায় ট্রাম্পের প্রধান আলোচক ছিলেন ভ্যান্স। এই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা আলোচনার জন্য তার ইসলামাবাদ যাওয়ার কথা থাকলেও-শেষ মুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়।

ট্রাম্পের চাপ সত্ত্বেও তেল উৎপাদন

৬ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বজুড়ে তেল পরিশোধনের কাজেও। এর ফলে বিশ্ববাজারে এক ভয়ংকর জ্বালানি সংকটের জন্ম নিয়েছে, যা সব দেশেই মূল্যস্ফীতি বা জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর এক বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো তেলের দাম বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১২৬ ডলারে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোলের দামও প্রতি গ্যালনে ৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

অথচ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশবাসীকে কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি তেলের দাম ২ ডলারের নিচে নামিয়ে আনবেন এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমাবেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি তার সেই প্রতিশ্রুতিকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

সরকার বাধ্য হয়ে তাদেরওস্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ্ব বা জরুরি অবস্থার জন্য জমানো তেলের মজুত থেকে বাজারে তেল সরবরাহ শুরু করেছে। পাশাপাশি তেল কোম্পানিগুলোকেও উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে প্রশাসন।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় এই দুটি কোম্পানি যুদ্ধের আগে নিজেদের জন্য যে ব্যবসায়িক নীতি ঠিক করেছিল, তাতেই অনড় রয়েছে।

এ বিষয়ে নীল হ্যানসেন বলেন,ওনতুন করে উৎপাদন বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন আমরা দেখছি না, কারণ আমরা আগে থেকেই পুরোদমে এবং সর্বোচ্চ গতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি২

তিনি আরও বলেন,ওঅবশ্য তার মানে এই নয় যে আমরা উৎপাদন বাড়ানোর কথা একেবারেই ভাবছি না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কিছু বাস্তব সীমাবদ্ধতাও রয়েছে২

শেভরনের ইমার বোনার আরও পরিষ্কার করে বলেন,ওআমরা চাইলেই পারমিয়ান বেসিনে উৎপাদন বাড়াতে পারি, কিন্তু সেটা আমাদের কৌশলগত লক্ষ্য নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো নগদ অর্থের প্রবাহ বা “ফ্রি ক্যাশ ফ্লোচ বাড়ানো, কেবল তেলের উৎপাদন বাড়ানো নয়২

তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন,ওমাত্র আট সপ্তাহের এক আকস্মিক পরিস্থিতির কারণে আমরা আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় বড় কোনো পরিবর্তন আনব-এমনটা আশা করা উচিত নয়২

শুক্রবার এই দুটি কোম্পানি চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি থেকে মার্চ) ব্যবসায়িক হিসাব প্রকাশের সময় এসব কথা বলে।

প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, প্রথম প্রান্তিকে এক্সনের নিট আয় দাঁড়িয়েছে ৪২০ কোটি (৪.২ বিলিয়ন) ডলারে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৬ শতাংশ কম। এই বড় পতনের প্রধান কারণ ছিল প্রায় ৩৯০ কোটি (৩.৯ বিলিয়ন) ডলারের এক ধরনের লোকসান।

মূলত যেসব তেলের জাহাজ বা কার্গো এখনও ডেলিভারি দেওয়া হয়নি, সেগুলোর বিমাজনিত হিসাব মেলাতে গিয়ে খাতাপত্রে এই লোকসান দেখানো হয়েছে। তবে কোম্পানিটি আশা করছে, আগামী কয়েক মাসে চুক্তির পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া হলে এই লোকসানের খাতা নিজে থেকেই মিলে যাবে।

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সংকটে এক্সন সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে। কারণ গত বছর তাদের মোট উৎপাদিত তেলের ২০ শতাংশই এসেছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার থেকে।

এপ্রিলে কোম্পানিটি আগেই সতর্ক করে বলেছিল যে, যুদ্ধের কারণে প্রথম প্রান্তিকে তাদের বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের অন্তত ৬ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে।

সর্বশেষ প্রস্তাবেও আমেরিকার

৫ পৃষ্ঠার পর

ছাড়া দিতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

‘আমরা এখনই লড়াই ছেড়ে বেরিয়ে আসব না। কারণ, আমরা চাই না বছর তিনেক পরে ফের একই সংকটের মুখে পড়তে হোক’, বলেন তিনি।

এদিকে ইরানের এই পদক্ষেপ ইঙ্গিত দিচ্ছে, দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির পথ এখনও পুরোপুরি রুদ্ধ হয়ে যায়নি। যদিও পারস্য উপসাগরে ইরানের ওপর কড়া নৌ-অবরোধ জারি রেখেছে আমেরিকা। একই সঙ্গে তেহরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের বিকল্পও খতিয়ে দেখছে ট্রাম্প প্রশাসন।

একজন আঞ্চলিক কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে জানান, বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকার কাছে নিজেদের বক্তব্য পাঠিয়েছে ইরান।

শুক্রবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘মাত্রই ইরানের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। দেখা যাক কী হয়। তবে আমি খুব একটা খুশি নই’।

গত উইকএন্ডেই হরমুজ প্রণালি ফের খুলে দেওয়া ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমেরিকাকে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল ইরান। সেই প্রস্তাবে পারমাণবিক আলোচনার বিষয়টি পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছিল।

সূত্রমতে, গত সোমবার হোয়াইট হাউসের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ইরানের ওই প্রস্তাবে একগুচ্ছ সংশোধনী পাঠান। আমেরিকার মূল লক্ষ্য ছিল পরমাণু ইস্যুটিকে ফের আলোচনার কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা।

সূত্রটি জানায়, একটি সংশোধনীতে শর্ত দেওয়া হয়েছে, আলোচনা চলাকালীন ইরান তাদের ক্ষতিগ্রস্ত পারমাণবিক স্থাপনা থেকে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরাতে পারবে না। এমনকি ওই স্থাপনাগুলোতে নতুন করে কাজও শুরু করা যাবে না।

ট্রাম্পের দাবি, ইরানের বর্তমান নেতৃত্ব অত্যন্ত ‘অসংলগ্ন’। তার মতে, দেশটির সরকারের অন্দরেই নানা গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের মতাদর্শ ভিন্ন। ওভাল অফিসে বসে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘ওরা কিছুটা এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে কি না, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে’। এর এক দিন আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ‘ওরা (ইরান) চুক্তি করার জন্য মরিয়া হয়ে আছে। কিন্তু ওদের আসল নেতা কে, সেটাই কেউ নিশ্চিত ভাবে জানে না’।

অন্যদিকে, ইরানের দাবি, চুক্তি করার জন্য আসলে ট্রাম্পই ছটফট করছেন।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যানা কেলি অ্যাক্সিওসকে বলেন, ‘কূটনৈতিক পর্যায়ে কী কথা হচ্ছে, তা আমরা বিস্তারিত জানাব না। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইরানকে কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া হবে না। আমেরিকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই আলোচনা চলছে’।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি তুরস্ক, মিশর ও কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তেহরান সূত্রের খবর, আরাগচি জানিয়েছেন যে ইরান কূটনৈতিক পথে হাঁটতে রাজি। তবে তার আগে আমেরিকাকে ‘অতিরিক্ত দাবি’, ‘হুমকির সুর’ ও ‘উসকানিমূলক আচরণ’ বন্ধ করতে হবে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে জাতীয় নিরাপত্তা টিমের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট বৈঠক করেন ট্রাম্প। সেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ও সিআইএ-প্রধান জন র‍্যাটক্লিফ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানিয়েছে, ওই বৈঠকে সেন্টকম কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার ও জয়েন্ট চিফস চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের নতুন পরিকল্পনা ট্রাম্পকে ব্রিফ করেছেন।

ওই ব্রিফিং সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প শুক্রবার বলেন, ‘আমাদের হাতে অনেক রাস্তা খোলা আছে। আমরা কি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিরতরে গুঁড়িয়ে দেব, নাকি আলোচনার মাধ্যমে চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করব- সেটাই এখন দেখার বিষয়’। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, তিনি ফের বোমাবর্ষণ শুরু করার পক্ষপাতী নন। - অ্যাক্সিওস; রয়টার্স

‘সংস্কারের বাহানায় যদি নির্বাচন

৮ পৃষ্ঠার পর

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, ‘আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম সংস্কার হচ্ছে একটা চলমান প্রক্রিয়া। এই সংস্কার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় শুরু হয়েছিল, বেগম খালেদা জিয়া এটা টেনে নিয়ে গেছেন। তারেক রহমান এই সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন, ৩১ দফা প্রণয়ন করেছেন। আমরা নির্বাচনী ইশতেহারে সেটা ধারণ করেছি। জুলাই জাতীয় সনদের মধ্যে আমরা অনেক কিছুই পেয়েছি, আবার অনেক কিছুই পাইনি, যেগুলো আমাদের ৩১ দফার ভিত্তিতে করতে হবে’।

তিনি বলেন, ‘সংবিধানে অনেক কিছু আনতে হবে যা আমরা সম্মত হয়েছিলাম। জুলাই জাতীয় সনদে সেরকম অনেক বিষয় আসেনি। পঞ্চদশ সংশোধনীর সব তফসিলগুলো বিলুপ্ত করতে হবে, আমরা একমত হয়েছিলাম, কিন্তু সনদে আসেনি’।

‘সনদ যখন সই করলাম, তখন অনেক কিছু নাই। কিন্তু আমাদের একটা তাগাদা ছিল যে, এরা সংস্কারের বাহানায় যদি নির্বাচনটা না হতে দেয়, সেজন্য আমরা সবকিছুতে আপস করে জুলাই জাতীয় সনদ সই করেছি’ যোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, ‘আমরা একত্রিত হয়েছি, সমঝোতা হয়েছে এবং নির্বাচনের স্বার্থে আমরা অনেক কথা বলিনি। যখন অবৈধ, অসাংবিধানিক আদেশ প্রেসিডেন্ট জারি করলেন, আমরা ফুল বডি স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রেস ব্রিফিং করে ঘোষণা করে বলেছি, বিএনপি ও সাথে যারা আছে আমরা কেউ জুলাই জাতীয় সনদের বাইরে অন্য কিছু মানতে রাজি না। এগুলো রেকর্ড আছে, ভিডিও আছে, প্রেসে আছে, সব জায়গায় আছে’।

নতুন ১৪ উড়োজাহাজ কিনতে বোয়িংয়ের সঙ্গে বিমানের চুক্তি সই

মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের ১৪টি নতুন উড়োজাহাজ কিনতে যুগান্তকারী চুক্তি সই করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কাইজার সোহেল আহমেদ এবং বোয়িংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট পল রিঘি এ চুক্তিতে সই করেন।

চুক্তির অধীনে ৮টি বোয়িং ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, ২টি বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার ও ৪টি বোয়িং ৭৩৭-৮ ম্যাক্স জেট উড়োজাহাজ কেনা হবে যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা।

চুক্তি অনুযায়ী, বোয়িংয়ের প্রথম উড়োজাহাজটি ২০৩১ সালের নভেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছানোর কথা এবং বাকি উড়োজাহাজগুলো ২০৩৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে বিমানের বহরে যুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাত এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।

বোয়িং ভাইস প্রেসিডেন্ট পল রিঘি বলেন, ‘এ চুক্তির মাধ্যমে বিমান বিশ্বের গুটিকয়েক উড়োজাহাজ চলাচল সংস্থার তালিকায় নাম লেখাল যারা ৭৮৭ ড্রিমলাইনার পরিবারের সবকয়টি সংস্করণ পরিচালনা করে’।

তার মতে, ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার মধ্যপ্রাচ্যের মতো উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন রুটে সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দীর্ঘযাত্রার রুটে সেবা দেবে।

৭৮৭ ও ৭৩৭ সিরিজের উড়োজাহাজগুলো আগের মডেলগুলোর তুলনায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ী বলেও জানান তিনি।

পল রিঘি আরও বলেন, ‘এই ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে বিমানের বহরের আধুনিকায়ন ও নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অ্যাভিয়েশন হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে’।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা মেটাতে বহর আধুনিকায়ন ও দীর্ঘ রুটে সক্ষমতা বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিমানের এই বড় আকারের ক্রয় আদেশ নিয়ে গত ৩ বছর ধরে বোয়িং ও এয়ারবাসের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ১০টি এয়ারবাস কেনার একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবধান কমানোর কৌশলগত চাপে অন্তর্বর্তী সরকার বোয়িংয়ের পক্ষেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

বিমানের এক শীর্ষ কর্মকর্তা ডেইলি স্টারকে জানান, চুক্তির অর্থ ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদী দীর্ঘকালীন কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ বছরে দেড় থেকে দুই হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করতে হতে পারে।

নতুন উড়োজাহাজগুলো কেনার ক্ষেত্রে বিমানের আর্থিক নিশ্চয়তা দেবে বাংলাদেশ সরকার।

এই চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক কমানোর বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিমান ১৯টি উড়োজাহাজ নিয়ে আন্তর্জাতিক রুট পরিচালনা করছে, যদিও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অন্তত ৩০ থেকে ৩৫টি উড়োজাহাজ প্রয়োজন।

২০৪১ সালের মধ্যে বিমানের বহর ৪৭টি উড়োজাহাজে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়

৫ পৃষ্ঠার পর

খবরে হরমুজ প্রণালি দিয়ে নৌ চলাচলের বিষয়ে ইরানের কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা তাসনিমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘পারস্য উপসাগর এবং হরমুজ প্রণালিতে ইরানের প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার উপকূলে আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আইআরজিসি নৌবাহিনী এই অঞ্চলকে ইরানিদের জীবিকা, নিরাপত্তা, শক্তি ও সমৃদ্ধির উৎসে পরিণত করবে’।

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা ও সিএনএন

ইয়েমেন উপকূল থেকে তেলবাহী ট্যাংকার ছিনতাই করেছে ‘সশস্ত্র ব্যক্তিরা’

ইয়েমেনের উপকূলরক্ষী বাহিনী (কোস্টগার্ড) জানিয়েছে, ইয়েমেন উপকূল থেকে একটি তেলবাহী ট্যাংকার ছিনতাই করে নিয়ে গেছে সশস্ত্র ব্যক্তিরা।

বাহিনীটি জানিয়েছে, শাবওয়া প্রদেশের উপকূল থেকে এম/টি ইউরেকা নামের তেলবাহী ট্যাঙ্কার ছিনতাই করে নিয়ে গেছে একদল অজ্ঞাত সশস্ত্র ব্যক্তি। হামলাকারীরা জাহাজটিতে উঠে সেটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং সেটিকে এডেন উপসাগর হয়ে সোমালিয়া জলসীমার দিকে নিয়ে যায়।

এর আগে, যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস (ইউকেএমটিও) জানিয়েছিল, মুকাল্লা বন্দর থেকে ৮৪ নটিক্যাল মাইল (১৫৫ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ‘বাল্ক ক্যারিয়ার’ জাহাজ থেকে তাদের কাছে একটি বার্তা আসে। সেখানে জানানো হয়, একটি ‘সবুজ রঙের ছোট নৌকা’ ও একটি মাছ ধরার ট্রলার ওই জাহাজের দিকে ধেয়ে আসছে।

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

মার্কিন নৌবাহিনী ‘জলদস্যুদের’ মতো জাহাজ জব্দ করেছে: ট্রাম্প

ইরানের বন্দরগুলোতে পাল্টা অবরোধ চলাকালীন মার্কিন নৌবাহিনীর একটি জাহাজ জব্দের অভিযানকে ‘জলদস্যুতার’ সঙ্গে তুলনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত শুক্রবার ফ্লোরিডায় এক জনসভায় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা (জাহাজের) ওপর নামলাম এবং জাহাজটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিলাম। আমরা এর মালামাল ও তেল দখল করে নিয়েছি। এটি অত্যন্ত লাভজনক একটি ব্যবসা’।

উপস্থিত জনতার উল্লাসের মধ্যে তিনি আরও বলেন, ‘আমরা অনেকটা জলদস্যুদের মতোই কাজ করছি। আমরা অনেকটা জলদস্যুদের মতো হলেও, আমরা কিন্তু কোনো তামাশা করছি না’।

পরমাণু আলোচনা স্থগিত রেখে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার প্রস্তাব ইরানের

পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা স্থগিত রেখে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া এবং ইরানের ওপর থেকে মার্কিন অবরোধ প্রত্যাহারের বিষয়ে একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে তেহরান। একজন ইরানি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন পর্যন্ত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই

৮ পৃষ্ঠার পর

রাখেন। বর্তমান সরকার শ্রমিকদের কল্যাণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বলেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, বন্ধ শিল্পকারখানা পুনরায় চালু ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে পাটকল চালুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তিনি শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও টেকসই শিল্পোন্নয়ন সম্ভব। রাষ্ট্রপতি শ্রম অসন্তোষ এড়াতে সকলকে সচেতন ও দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান জানান এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার তাগিদ দেন।

তিনি জানান, বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ প্রণয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিত করতে আইএলও’র একাধিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করা হয়েছে।

নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘সমান কাজে সমান মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব’।

তিনি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সমন্বিত পরিদর্শন জোরদার এবং সার্বিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তব্যের শেষে রাষ্ট্রপতি শ্রমিক-মালিক-সরকারসহ সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

৫ আগস্ট ছাত্রজনতা দেশকে আবার

৯ পৃষ্ঠার পর

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন। বিকেলে পৌনে ৪টায় জাতীয় সংগীতের ইনস্ট্রুমেন্টাল সুর বাজানো হয় এবং প্রধানমন্ত্রীসহ গ্যালারিতে উপস্থিত বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সিলেটের সর্বস্তরের মানুষ দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ সময় পুরো স্টেডিয়াম জুড়ে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই কর্মসূচির আওতায় ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোররা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, দাবা, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার ও মার্শাল আর্ট-এই ৮টি খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

পুরো প্রতিযোগিতাকে প্রশাসনিকভাবে ১০টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে: ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ। একজন প্রতিযোগী সর্বোচ্চ দুটি ইভেন্টে অংশ নিতে পারবে।

ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি ও ব্যাডমিন্টন অনুষ্ঠিত হবে নকআউট পদ্ধতিতে। দাবা প্রতিযোগিতা হবে সুইস-লিগ পদ্ধতিতে। অন্যদিকে অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার ও মার্শাল আর্টে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৩ থেকে ২২ মে’র মধ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ের সব কার্যক্রম শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু হয়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় পেরিয়ে চূড়ান্ত পর্বে জাতীয় পর্যায়ের সেরা খেলোয়াড়দের নির্বাচন করা হবে।

দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা কিছু মহলের পছন্দ নয়, তারা আবার ষড়যন্ত্র করছে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা দেখেছি কীভাবে দেশের শিল্প কলকারখানাগুলোকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং একপর্যায়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে যেসব কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমরা সেগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে আবার চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।’

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাকে কিছু মহল পছন্দ করে না। সেই মহলগুলো আবারও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

শুক্রবার (১ মে) মহান মে দিবস উপলক্ষে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, ‘হারিয়ে যাওয়া গণতন্ত্র গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন করে যাত্রা শুরু করেছে। আমরা দেখেছি, যখনই দেশ গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত হয়েছে, তখনই দেশে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠেছে, অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে এবং শিক্ষার পরিবেশ ফিরে এসেছে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ একসময় বিশ্বদরবারে ‘এমার্জিং টাইগার’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল’।

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ যখনই গণতন্ত্রের পথে হাঁটা শুরু করে, কিছু মহলের সেটি পছন্দ নয়। তারা চায় না এ দেশের মানুষ পরিশ্রম করে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করুক। তারা চায় না বাংলাদেশ বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাক। অতীতেও তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু ১২ তারিখের (নির্বাচন) আগে তাদের সেই চক্রান্ত সফল হয়নি’।

তিনি আরও বলেন, ‘যখন দেখা গেল বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চলতে শুরু করেছে এবং দেশ আবারও গণতন্ত্রের পথে ফিরেছে, তখন তারা নতুন করে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র শুরু করল।

কথা বললেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে

৫ পৃষ্ঠার পর

রাস্তায় নেমে তার সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু এই সমর্থন ধরে রাখতে হলে পরিশ্রম করতে হবে, ছাড় দিতে হবে।চ

নেতাকর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, আপনি ক্ষমতাসীন দলের কর্মী-এই জিনিসটা মাথায় আনা যাবে না। এটি মাথায় আনলেই বরবাদ হয়ে যাবে।চ

আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বলেন, আগামীতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন। সেই নির্বাচনে সব জায়গায় একজন ক্যান্ডিডেট দিতে হবে। তার আগে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে।চ

তারেক রহমান নির্দেশ দেন যে, নেতাকর্মীদের আচরণে জনগণ যাতে অসন্তুষ্ট না হয়, সেদিকে সবার আগে খেয়াল রাখতে হবে। একই সাথে সবাইকে দলীয় শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেন তিনি।

সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদীর সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী ও মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন চৌধুরী।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংসদের হুইপ জিকে গৌছ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কলিম উদ্দিন মিলন, মিফতাহ সিদ্দিকীসহ সিলেটের বিভিন্ন আসনের সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং জেলা ও মহানগর বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

চ্যান্সেলরের মন্তব্যের পর জার্মানি

৫ পৃষ্ঠার পর

শুক্রবার, ১লা মে এক বিবৃতিতে বলেন, জার্মানি থেকে প্রায় ৫ হাজার সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ইউরোপে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ। আমরা আশা করছি, আগামী ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে সেনা প্রত্যাহারের কাজ শেষ হবে সম্প্রতি জার্মান চ্যান্সেলর মের্ৎস মন্তব্য করেছিলেন যে ইরানের কাছে যুক্তরাষ্ট্র অপমানিত হচ্ছে। তার এই মন্তব্যের পরই জার্মানিতে সেনা কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

গত সোমবার, ২৭ এপ্রিল মধ্য জার্মানির একটি স্কুল পরিদর্শনের সময় মের্ৎস অভিযোগ করেন যে মার্কিন কর্মকর্তারা কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল ছাড়াই একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, সবচেয়ে নমনীয় ভাষায় বললেও বলতে হবে যে এই পুরো বিষয়টিতে কোনো বিচার-বিবেচনা করা হয়নি মের্ৎস বলেন, ইরানিরা আলোচনা করার ক্ষেত্রে স্পষ্টতই খুব দক্ষ। অথবা বলা যায়, আলোচনা না করার ক্ষেত্রে তারা আরও বেশি পারদর্শী। তারা আমেরিকানদের খালি হাতে ইসলামাবাদ থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। ইরানের নেতৃত্ব, বিশেষ করে তাদের তথাকথিত বিপ্লবী গার্ডদের হাতে পুরো একটি জাতি অপমানিত হচ্ছে। তাই আমি আশা করি, এর যত দ্রুত সম্ভব অবসান হবে এর জবাবে মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ট্রাম্প বলেন, ইরান বিষয়ে মের্ৎস কী বলছেন, তা তিনি নিজেই জানেন না এর ঠিক পরের দিনই ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে জার্মানিতে সেনা কমানোর বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র খতিয়ে দেখছে। অবশ্য জার্মানিতে সেনা কমানোর বিষয়ে ট্রাম্পের এই হুমকির আগে মের্ৎস বলেছিলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখনো বেশ চমৎকার।

এর আগে ২০২০ সালে নিজের প্রথম মেয়াদেও জার্মানিতে সেনা কমানোর হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। ওই সময় জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন আঙ্গেলা ম্যার্কেল। জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ রামস্টেইন বিমানঘাঁটি রয়েছে। এটি ইউরোপে মার্কিন বিমানবাহিনীর সদর দপ্তর। এখান থেকে এয়ারলিফট, এয়ারড্রপ এবং অ্যারোমেডিকেল ইভাকুয়েশন (আকাশপথে সরঞ্জাম ও সেনা পরিবহন এবং চিকিৎসা সহায়তা) পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া ন্যাটো জোটের একটি স্থাপনাও রয়েছে এখানে।

ইউএস ডিফেন্স ম্যানপাওয়ার ডেটা সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জার্মানিতে ৩৬ হাজার ৪৩৬ জন মার্কিন সেনা স্থায়ীভাবে মোতায়েন ছিল।

মিত্রদের ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ইরান যুদ্ধ নিয়ে ইউরোপীয় নেতা ও ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। কারণ ন্যাটো মিত্রদের বেশির ভাগকেই না জানিয়ে এই যুদ্ধ শুরু করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এই সংঘাতে পর্যাপ্ত সাহায্য না করায় মিত্রদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন ট্রাম্প। গত বৃহস্পতিবার তিনি ইতালি ও স্পেন থেকেও সেনা কমানোর হুমকি দেন। ইতালি ও স্পেন থেকে সেনা কমানো হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, তারা তো আর আমাদের পাশে নেই। হ্যাঁ, সম্ভবত সেনা কমানো হবে। কেন কমাব না? ইতালি কোনো সাহায্যই করেনি। আর স্পেনের ভূমিকা তো ভয়ংকর। একদম জঘন্য

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মতো জার্মানিও যুক্তরাষ্ট্রকে সীমিত সামরিক সহায়তা দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো-যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজের জন্য তারা তাদের সামরিক অবকাঠামো, যেমন বিমানঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। তবে এই ঘাঁটিগুলো থেকে সরাসরি কোনো আক্রমণ বা হামলা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মের্ৎস প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে জার্মানি আরও সহায়তা দেবে। সেই লক্ষ্যে বার্লিন সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে যে সংঘাতের স্থায়ী অবসান হলে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে ভূমধ্যসাগরে তাদের একটি মাইনসুইপার (মাইন সরানোর জাহাজ) মোতায়েন করা হবে। তবে জার্মানির এসব পদক্ষেপে মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি ট্রাম্প।

টরন্টোতে তরুণদের জাগরণে নতুন

৫৪ পৃষ্ঠার পর

কথা বলবে, নিজেদের আনন্দ, উদ্বেগ, স্বপ্ন ও সংকট ভাগ করে নেবে? অনেক সময় দেখা যায়, একই ঘরে থেকেও বাবা-মা আর সন্তান যেন দুই ভিন্ন জগতে বাস করছে। বাবা-মা যে নাটক দেখেন, যে গান শোনেন, যে বিষয় নিয়ে কথা বলেন, তা সন্তানদের টানে না। আবার সন্তানদের আগ্রহ, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভেতরে প্রবেশ করার ধৈর্য বা উদ্যোগ অনেক বাবা-মায়ের নেই।

নতুন প্রজন্ম নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা আছে, কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়ানোর বাস্তব আয়োজন কম। আমরা ভাবি, কিন্তু বাস্তবায়ন করি না। আমরা উপদেশ দিই, কিন্তু শুনি না। আমরা চাই তারা আমাদের বুঝুক, কিন্তু আমরা কি তাদের বোঝার চেষ্টা করি? নৃতত্ত্ববিদ মার্গারেট মীড (গধৎমধৎবঃ গবধফ) এর একটি কথার সারকথা হলো, শিশু ও তরুণদের কী ভাবতে হবে তা শেখানো নয়, কীভাবে ভাবতে হবে তা শেখানোই বড় দায়িত্ব। তাঁর ভাষায়, "ঈযরষফৎবহ সঁংঃ নব ঃধঁমযঃ যড়ি ঃড় ঃযরহশ, হড়ঃ যিধঃ ঃড় ঃযরহশ."

এই প্রেক্ষাপটেই গত ২৫ এপ্রিল টরন্টোর ক্যাম্পবেল লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো একটি ব্যতিক্রমী আয়োজন। তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি মাইশা জারিন ও সৃজনি রহমানের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল নগরীর আবাসন সংকট ও জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের প্রভাব নিয়ে কমিউনিটিতে সচেতনতা তৈরি করা। এটি কেবল তথ্য বিনিময়ের আয়োজন ছিল না; বরং ছিল অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ ও ভবিষ্যৎ ভাবনার বিনিময়। অনুষ্ঠানটি নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে নতুন প্রজন্মকে ঘিরে আমাদের ভূমিকা, দায়বদ্ধতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

আলোচনার শুরুতেই উঠে আসে টরন্টোর দ্রুত উন্নয়ন কীভাবে মানুষের যাপিত জীবন বদলে দিচ্ছে। অবিরাম ট্রাফিক জ্যাম, স্কুলে অতিরিক্ত ভিড়, সবুজ জায়গার সংকোচন এবং জনসমাগমস্থলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এখন অনেক নাগরিকের দৈনন্দিন বাস্তবতা। বক্তারা জানান, আবাসন সংকট ও ভাড়া বৃদ্ধির চাপ শুধু নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর নয়, কর্মজীবী মধ্যবিত্ত ও তরুণদের জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলছে। অনেকেই নিজেদের পরিচিত এলাকায় টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছেন। এতে তরুণদের পড়াশোনা, পেশা নির্বাচন, পরিবার গঠন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সামনে আসে, তা হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সামাজিক প্রভাব। দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা সামাজিক বন্ধনগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পুরনো অভিবাসী এবং নতুন আগতদের মধ্যে একটি অদৃশ্য দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। এই পরিবর্তন শুধু ভবন, রাস্তা বা অবকাঠামোর নয়; এটি মানুষের সম্পর্ক, আস্থা এবং কমিউনিটির ভেতরের বন্ধনেও প্রভাব ফেলছে।

সরকারি পরামর্শ প্রক্রিয়া নিয়েও বক্তারা তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়াগুলো অনেক সময়ই সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য নয়। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, জটিল উপস্থাপন, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব এবং সীমিত প্রচারের কারণে অনেকেই এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন না। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ কার্যত সীমিত থেকে যায়।

টরন্টো সিটির নিজস্ব ণড়ঁঃয উহমধমবসবহঃ ঝঃৎধঃবমু তেই উল্লেখ করা হয়েছে, নগর পরিকল্পনার আলোচনায় তরুণদের কণ্ঠ অনেক সময় অনুপস্থিত থাকে। অথচ ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী তরুণরা শহরের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই বাস্তবতা ক্যাম্পবেল লাইব্রেরির আলোচনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

বয়োজ্যেষ্ঠ অতিথিদের অভিজ্ঞতাও ছিল হতাশার। তারা জানান, তাদের এলাকায় বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হলেও এসব সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হয়েছে বা এতে তাদের মতামতের কী গুরুত্ব ছিল, তা তারা বুঝতে পারেন না। এই বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তাদের মধ্যে এক ধরনের অসহায়ত্ব তৈরি করছে।

তরুণ সমাজকর্মী নুহা বলেন, "গণবিজ্ঞপ্তির সাইনবোর্ডগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন মানুষ সেগুলো উপেক্ষা করে চলে যায়।" তার এই মন্তব্য সরকারি যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি বড় সীমাবদ্ধতাকে সামনে আনে। তথ্য আছে, কিন্তু তা মানুষের কাছে পৌঁছায় না।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া অনেকে মনে করেন, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট বা জনগণের সম্পৃক্ততা অনেক সময় কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাদের ধারণা, অনেক সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া থাকে; পরে জনগণের মতামত নেওয়া হয় শুধু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য। এ ধরনের অভিজ্ঞতা মানুষের মধ্যে আস্থাহীনতা তৈরি করে।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বক্তারা জানান, নির্বাচনের সময় যোগাযোগের সুযোগ থাকলেও পরে সেই যোগাযোগ আর বজায় থাকে না। কাউন্সিলরদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং অনেকেই নিজেদের অবহেলিত মনে করেন।

এই পরিস্থিতিতে আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে, তা হলো সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে অনেক সংগঠন থাকলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট। অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ ছাড়া এই সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব নয়। শক্তিশালী কমিউনিটি অ্যাডভোকেসি এবং সম্মিলিত পদক্ষেপই পারে পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে।

দক্ষিণ এশীয় ও বহুসাংস্কৃতিক কমিউনিটির কিছু উদ্যোগ থেকেও এখানে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ আছে। যেমন, ঈড়ঁহপরষ ড়ভ অমবহপরবং ঝবৎারহম ঝড়ঁঃয অংরধহং বা ঈঅঝঝঅ দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির অধিকার, অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন সংগঠনকে একত্রিত করে কাজ করে। এড়ড়ৎড়হঃড় অৎবধ ঝড়ঁঃয অংরধহ ঈড়সসঁহরঃু উবাবষড়ঢ়সবহঃ অংংড়পরধঃরড়হ বা এঞঅঝঝঅ ও জবপড়হহবপঃ অভিবাসী ও ওহফড় ঈধৎরননবধহ তরুণদের সংগঠিত

হওয়া, নেতৃত্ব শেখা এবং কমিউনিটি ইস্যুতে সম্মিলিত পদক্ষেপের প্রশিক্ষণ দেয়। আবার ঝঅঈঐঅণঝ তরুণ ও প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, মেন্টরশিপ, পিয়ার সাপোর্ট ও কাউন্সেলিংসহ নানা কর্মসূচি পরিচালনা করে। এসব উদ্যোগ প্রজন্মের মধ্যে সংযোগ তৈরির বাস্তব মডেল হতে পারে।

এই আয়োজনের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো, যাদের কথা আমরা প্রায়ই শুনি না, তাদের অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ ও প্রত্যাশা এখানে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এই আলোচনা নিছক একটি অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি সূচনা। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নতুন প্রজন্মকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করাই যথেষ্ট নয়, তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রক্রিয়ায় অংশীদার করাও জরুরি। কমিউনিটির অস্তিত্ব রক্ষায় প্রবীণদের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি নবীনদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নতুন প্রজন্মকে বাদ দিয়ে কোনো কমিউনিটির সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে না।

নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

ট্রাম্প; যুক্তরাষ্ট্র 'হুমকি দেয়া' বন্ধ

৫ পৃষ্ঠার পর

দৃষ্টিভঙ্গি এবং হুমকিমূলক বক্তব্য বন্ধ করলে তেহরান এখনো কূটনৈতিক আলোচনায় আগ্রহী।

তুরস্ক, কাতার, সৌদি আরব, মিসর, ইরাক এবং আজারবাইজানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে ফোনালাপে আরাগচি এই মতামত জানিয়েছেন বলে নিজের টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে উল্লেখ করেছেন।

পোস্টে বলা হয়, আমেরিকান পক্ষ তাদের সম্প্রসারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, হুমকিমূলক বক্তব্য এবং উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করলে ইরান কূটনৈতিক পথ অনুসরণ করতে প্রস্তুত আরও বলা হয়, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীও সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে এবং যেকোনো হুমকি বা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশকে দৃঢ় ও সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করতে প্রস্তুত

ছয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আরাগচির ফোনালাপ

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি আজ শুক্রবার আঞ্চলিক ছয়টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। ইরানের সংবাদ সংস্থা তাসনিম এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে আরাগচি তুরস্ক, মিশর, কাতার, ইরাক, সৌদি আরব ও আজারবাইজানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান অচলাবস্থা নিরসনে পাকিস্তানের মাধ্যমে নতুন আলোচনার প্রস্তাব পাঠানোর পর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে আরাগচির এ ফোনালাপের খবর জানা গেল। এর আগে তাসনিম আরও জানিয়েছিল, আরাগচি ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কায়া কাল্লাসের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা সাম্প্রতিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেছেন।

ইউরোপীয় কমিশন কাল্লাস ও আরাগচির কথোপকথনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং সিএনএনকে জানিয়েছে, তারা হরমুজ প্রণালি পুনরায় খোলার চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করা ইরানের স্বাভাবিক অধিকার: ইরানি কর্মকর্তা ইরানের পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার আলি নিকজাদ বলেছেন, হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করা ইরানের স্বাভাবিক অধিকার এবং এই জলপথ আর কখনোই আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না বলে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ইরানের সংবাদ সংস্থা তাসনিমের খবরে বলা হয়েছে, নিকজাদ বলেছেন, হরমুজ প্রণালি কোনো আন্তর্জাতিক জলপথ নয়।

বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বদলে

৮ পৃষ্ঠার পর

বেশ দুর্গম। এর কিছু অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। গত ২৬ মার্চে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) এক অভ্যন্তরীণ বার্তা থেকে এই পরিকল্পনার কথা জানা যায়। এতে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের নদীবেষ্টিত অরক্ষিত এলাকায় সরীসৃপ প্রাণী মোতায়েনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বদলে ভারত সরকারের এমন পদক্ষেপে ভারতের মানবাধিকারকর্মী ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণবিদেরা শঙ্কিত।

এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে সীমান্তের দুই পাশের স্থানীয় মানুষ এবং এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ওপর কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কেন এই পরিকল্পনা?

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় ও মিজোরাম রাজ্যের গা ঘেঁষে বাংলাদেশ সীমান্ত। এসব এলাকায় পাহাড়, নদী ও উপত্যকার মতো অনেক দুর্গম পথ রয়েছে।

নয়াদিল্লি ইতিমধ্যে সীমান্তের প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটারে কাঁটাতার বসিয়েছে। কিন্তু বাকি অংশগুলোর মধ্যে রয়েছে জলাভূমি ও নদীবেষ্টিত এলাকা, যার দুই পাশেই স্থানীয় মানুষের বসবাস।

বিএসএফ সম্প্রতি তাদের সীমান্ত ইউনিটগুলোকে নদীবেষ্টিত ফাঁকা জায়গাগুলোতে সরীসৃপ ব্যবহারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ পাওয়ার পর কী ব্যবস্থা নেওয়া হলো, তা সদর দপ্তরকে জানাতেও বলা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যম নর্থইস্ট নিউজ প্রথম এই খবর প্রকাশ করে।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত বছর এক প্রতিবেদনে জানায়, দুর্গম এলাকা হওয়া সত্ত্বেও বিএসএফ বাংলাদেশ থেকে অবৈধ যাতায়াত ঠেকাতে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে। তবে প্রতিবেদনে এ-ও উল্লেখ করা হয়, নদী ও নিচু এলাকা, সীমান্তের কাছাকাছি বসতি, জমি অধিগ্রহণে দেরি এবং স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদের কারণে কিছু জায়গায় বেড়া দেওয়ার কাজ ধীরগতিতে চলছে। শরণার্থী ও অভিবাসীদের ঠেকাতে কুমিরের মতো প্রাণী ব্যবহারের সম্ভাবনায় বিশ্লেষক ও অধিকারকর্মীরা আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন।

নিউইয়র্কে ১০ বছর বয়সী শিশুকে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

করেন। শিশুটি ঘটনা জানানোর পর কুইন্স চাইল্ড অ্যাবিউজ স্কোয়াড সোমবার তাকে গ্রেফতার করে এবং তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন, জোরপূর্বক স্পর্শ ও শিশুর কল্যাণ বিপন্ন করার অভিযোগ আনে।

পুলিশ সন্দেহ করছে এ মামলায় আরও ভুক্তভোগী থাকতে পারে, তাই জনসাধারণের কাছে তথ্যের আহ্বান জানিয়ে এনওয়াইপিডি'র সেক্স ক্রাইমস হটলাইন ও ক্রাইম স্টপার্স নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

কোন দেশে কত মার্কিন ঘাঁটি, কত

৫৪ পৃষ্ঠার পর

শুধু প্রতিরক্ষামূলক নয়; বরং কৌশলগত প্রভাব, দ্রুত মোতায়েন সক্ষমতা, গোয়েন্দা কার্যক্রম এবং বৈশ্বিক আধিপত্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী। বিশেষ করে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ইতালি ও স্পেনড়এই চারটি দেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মার্কিন সামরিক অবকাঠামোর বড় অংশ।

জার্মানিতে বর্তমানে প্রায় ৩৫ থেকে ৩৬ হাজার মার্কিন সেনা অবস্থান করছে, যা ইউরোপে সবচেয়ে বড় মার্কিন সেনা উপস্থিতি বলে জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রামস্টেইন এয়ার বেস, স্টুটগার্টে ইউরোপ ও আফ্রিকা কমান্ডের সদর দপ্তর এবং ল্যান্ডস্টুল সামরিক হাসপাতালড়এসব স্থাপনা শুধু ইউরোপ নয়, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় মার্কিন অভিযানের প্রধান কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

ইতালিতে প্রায় ১৩ হাজার এবং স্পেনে প্রায় ৩ হাজার ৮০০ মার্কিন সেনা রয়েছে। স্পেনের রোটা নৌঘাঁটি ও মোরন বিমানঘাঁটি এবং ইতালির বিভিন্ন ঘাঁটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন উপস্থিতি নিশ্চিত করে।

যুক্তরাজ্যে ১৫টিরও বেশি ঘাঁটিতে প্রায় ১২ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। এই ঘাঁটিগুলো নজরদারি, পারমাণবিক সক্ষমতা এবং বিমান হামলার প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সব মিলিয়ে ইউরোপে মার্কিন উপস্থিতি ন্যাটো জোটের নিরাপত্তা কাঠামোর মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।

এশিয়া অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি মূলত চীন ও উত্তর কোরিয়ার প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে।

স্বাধীন অলাভজনক সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ' বলছে, জাপানে সবচেয়ে বেশি মার্কিন ঘাঁটি রয়েছেড়প্রায় ১২০টি এবং সেখানে প্রায় ৫০ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে।

তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওকিনাওয়া দ্বীপ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে মার্কিন নৌ ও বিমান ঘাঁটি রয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার মার্কিন সেনা অবস্থান করছে, যা কোরীয় উপদ্বীপে প্রতিরোধমূলক ভারসাম্য বজায় রাখার অংশ।

দেশটিতে অবস্থিত ক্যাম্প হামফ্রিজ যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বিদেশি সামরিক ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত।

এ ছাড়া, গুয়াম (মার্কিন ভূখণ্ড), ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরেও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক উপস্থিতি রয়েছে। এই অঞ্চলকে 'ইন্দো-প্যাসিফিক' কৌশলের কেন্দ্র বলা হয়, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র চীনের প্রভাব মোকাবিলায় সামরিক সক্ষমতা জোরদার করছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি দীর্ঘদিনের এবং অত্যন্ত কৌশলগত।

কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটি এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড় মার্কিন ঘাঁটি, যেখানে প্রায় ১০ হাজার সেনা রয়েছে এবং এটি সেন্টকমের ফরোয়ার্ড হেডকোয়ার্টার বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাহরাইনে মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তর অবস্থিত, যা পারস্য উপসাগরের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করে।

কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, জর্ডান ও ইরাকে একাধিক ঘাঁটি রয়েছে, যেগুলো সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, গোয়েন্দা কার্যক্রম এবং আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

এই অঞ্চলটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিশ্ব তেলের বড় অংশ এখান দিয়ে পরিবাহিত হয় এবং সামরিক উপস্থিতি সরাসরি জ্বালানি নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত।

আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি তুলনামূলক কম হলেও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জিবুতির ক্যাম্প লেমনিয়ে আফ্রিকায় সবচেয়ে বড় মার্কিন ঘাঁটি, যেখানে ৪ হাজারের বেশি সেনা রয়েছে।

এ ছাড়া, কেনিয়া, সোমালিয়া ও নাইজারের মতো দেশে ছোট ছোট ঘাঁটি রয়েছে, যেগুলো মূলত ড্রোন অপারেশন ও সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়।

লাতিন আমেরিকা ও অন্যান্য অঞ্চল

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি রয়েছে। কিউবার গুয়ানতানামো বে ঘাঁটি সবচেয়ে পুরোনো মার্কিন ঘাঁটি, যেখানে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার সেনা রয়েছে।

গ্রিনল্যান্ড, কানাডা এবং বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলেও নজরদারি ও ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

কেন এত বিস্তৃত এই নেটওয়ার্ক?

বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের এই বৈশ্বিক সামরিক উপস্থিতির পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ রয়েছে। যেমন: যুদ্ধে দ্রুত মোতায়েন ও লজিস্টিক সুবিধা, বৈশ্বিক বাণিজ্য ও জ্বালানি রুট নিয়ন্ত্রণ, মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিড়বিশেষত চীন ও রাশিয়ার প্রভাব প্রতিরোধ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, জার্মানি বা ইউরোপে সেনা কমানোর মতো সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলো এই নেটওয়ার্কের পুনর্বিন্যাসের ইঙ্গিত দিলেও, সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র তার বৈশ্বিক সামরিক উপস্থিতি কমাচ্ছে না বরং কৌশলগতভাবে পুনর্গঠন করছে।

সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ও সেনা মোতায়েন বিশ্ব রাজনীতির একটি কেন্দ্রীয় বাস্তবতা। এটি শুধু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নয়, বরং বৈশ্বিক ক্ষমতার একটি প্রতীক। ইউরোপ থেকে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আফ্রিকাড় প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি তার কৌশলগত প্রভাব বজায় রাখতে সহায়তা করছে।

তবে সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, বিশেষ করে ইরান যুদ্ধ এবং মিত্রদের সঙ্গে মতবিরোধ, এই উপস্থিতির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলছেড় যুক্তরাষ্ট্র কি তার বৈশ্বিক সামরিক ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করছে, নাকি আরও নতুনভাবে শক্তিশালী করছে?

সেই উত্তরই আগামী দিনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করবে।

স্বল্প ভাড়ার এই বিমান সংস্থা স্পিরিট

৫৪ পৃষ্ঠার পর

টিকে থাকা সম্ভব হয়নি । এদিকে বাইডেন প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ডেমোক্র্যাটিক প্রশাসনের জাস্টিস ডিপার্টমেন্টই স্পিরিট এয়ারলাইন্সের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল

যখন তারা প্রতিষ্ঠানটির একীভূত হওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল। শনিবার ২রা মে সকালে অতি-স্বল্প ভাড়ার এই বিমান সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, ওই কর্মকর্তা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দেন যে, সেই সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা নীরা ট্যান্ডেন প্রশ্ন তুলেছেনড়ওই একীভূতকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলে হয়তো বিপুল সংখ্যক কর্মীর চাকরি হারানো ঠেকানো যেত কি না।

এদিকে, সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন (ডেমোক্র্যাট-ম্যাসাচুসেটস) স্পিরিটের এই ব্যর্থতার দায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেনড়তবে উল্টো তাকেই জেটব্লুর সাথে জোটটি ভেস্তে দিতে সহায়তা করার দায়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

হয়তো তা-ই ছিল; তবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেকোনো বিশ্লেষণে বহু পরিবারের যে ক্ষতি হয়েছে, তাকেও সমীকরণের একটি অংশ হিসেবে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।"

স্পিরিট এয়ারলাইন্সড়যেখানে প্রায় ১৭,০০০ কর্মী নিয়োজিত ছিলেনড় শনিবার ২ মে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে; এর আগে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে স্পিরিট এয়ারলাইন্সের আর্থিক সহায়তা বা 'বেইলআউট' সংক্রান্ত আলোচনা ভেস্তে যায়।

জেটব্লু-এর সাথে একীভূত হওয়ার পরিকল্পনার পাশাপাশি, আর্থিক সংকটের মুখে একসময় ফ্রন্টিয়ার এয়ারলাইন্সের সাথেও আলোচনা চালিয়েছিল স্পিরিট এয়ারলাইন্স; ইরানের যুদ্ধের কারণে জেট জ্বালানির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় তাদের এই সংকট দৃশ্যত আরও তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

বাইডেন প্রশাসনের অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ডের নেতৃত্বে বাইডেন প্রশাসনের বিচার বিভাগ নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক জেটব্লু-এর প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে স্পিরিট এয়ারলাইন্সকে কিনে নেওয়ার প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

আদালত যখন এই একীভূতকরণের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের (উঙঔ) পক্ষাবলম্বন করল, তখন গারল্যান্ড বললেন: 'বিচার বিভাগ আদালতে প্রমাণ করেছে যে, জেটব্লু ও স্পিরিটের মধ্যকার একীভূতকরণটি কোটি কোটি ভ্রমণকারীকে উচ্চতর ভাড়া এবং সীমিত পছন্দের মুখোমুখি করত।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা দেশের একচেটিয়া-বিরোধী আইনগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ অব্যাহত রাখব।'"

এর আগে দীর্ঘদিনের আর্থিক সংকট, ঋণের চাপ এবং জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সম্পূর্ণভাবে কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট এয়ারলাইনস স্পিরিট এয়ারলাইনস।

গত শনিবার ১লা মে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ক্রমাগত লোকসান ও অর্থনৈতিক চাপের কারণে তারা আর ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে না। এর ফলে একই দিন থেকে সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীদের টিকিটের অর্থ ফেরত দেওয়া হচ্ছে এবং বিকল্প এয়ারলাইনসে বুকিং নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্পিরিট এয়ারলাইন্স এর আগে ২০২৪ ও ২০২৫ সালে দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে ব্যবসা পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন স্পিরিট এয়ারলাইন্সকে টিকিয়ে রাখতে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে ঋণ পুনর্গঠন ও পাওনাদারদের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত স্পিরিট এয়ারলাইন্স কার্যক্রম বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করা স্পিরিট এয়ারলাইনস দীর্ঘদিন কম খরচে বিমান ভ্রমণের জন্য পরিচিত ছিল।

ফ্লোরিডায় খুন হওয়া বৃষ্টির মরদেহ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

হাওয়ার্ড ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ব্রিজের কাছাকাছি একটি জলাশয় থেকে মরদেহের আরও কিছু অংশ উদ্ধার করা হয়। পরে ১ মে পুলিশ জানায়, ওই দেহাবশেষ বৃষ্টির।

ফ্লোরিডা পুলিশ কীভাবে বৃষ্টির মরদেহ শনাক্ত করল, এক প্রতিবেদনে তা তুলে ধরেছে যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম এনবিসি নিউজ।

লিমন ও বৃষ্টিকে হত্যার দায়ে ইতোমধ্যে লিমনের সাবেক রুমমেট মার্কিন নাগরিক হিশাম আবুগারবিয়েহকে (২৬) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশও জোর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

হিলসবোরো কাউন্টি শেরিফ অফিস শুক্রবার ১ মে জানায়, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার নিখোঁজ পিএইচডি শিক্ষার্থীর সন্ধান করতে গিয়ে গত ২৬ এপ্রিল উদ্ধার করা মানুষের দেহাবশেষগুলো নাহিদা বৃষ্টির বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

শেরিফ চ্যাড ক্রনিস্টার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ডিএনএ পরীক্ষা, দাঁতের তথ্য ও ভিডিওতে দেখা যাওয়া পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যেভাবে মিলেছিল দেহাবশেষ

প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃষ্টির মরদেহ বেশ আকস্মিকভাবেই উদ্ধার হয়।

হাওয়ার্ড ব্রিজের কাছে সেন্ট পিটার্সবার্গের ম্যানগ্রোভ বনে গত ২৬ এপ্রিল ছোট নৌকায় করে মাছ ধরছিলেন দুই ব্যক্তি।

মাছ ধরার সময় তাদের একজন হঠাৎ খেয়াল করেন, তার বড়শির সুতা পানির নিচে কোনো ব্যাগে আটকে যাচ্ছে। সুতাটি ছাড়ানোর জন্য তিনি ম্যানগ্রোভের আরও ভেতরের দিকে যান।

বনের গভীরে গিয়ে তারা তীব্র দুর্গন্ধ পান। দুর্গন্ধের কারণ খুঁজতে খুঁজতে একপর্যায়ে তারা পানিতে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ দেখেন। ব্যাগটি কিছুটা ছেঁড়া বা খোলা অবস্থায় ছিল এবং ভেতরে লবণাক্ত পানি ঢুকে গিয়েছিল।

ওই দুজন ব্যাগের ভেতরটা দেখে বুঝতে পারেন, এতে মানুষের দেহের কোনো অংশ আছে। তারা সময় নষ্ট না করে দ্রুত আইনশৃঙ্খলা সংস্থাকে খবর দেন বলে এনবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

পরে পুলিশ ও ডুবুরিদল এসে সেখান থেকে দেহাবশেষগুলো উদ্ধার করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃষ্টির মরদেহ শনাক্তের প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ জটিল।

এক্ষেত্রে প্রযুক্তির পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক প্রমাণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মরদেহ শনাক্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হিসেবে ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে। উদ্ধার দেহাংশ থেকে সংগ্রহ করা ডিএনএ পরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয় যে সেগুলো নিখোঁজ বৃষ্টির।

পাশাপাশি ফরেনসিক তদন্তে বৃষ্টির দাঁতের গঠন ও চিকিৎসার আগের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। হিলসবোরো কাউন্টি শেরিফ চ্যাড ক্রনিস্টার বলেন, ওআগে বৃষ্টির দাঁতের চিকিৎসা করানো হয়েছিল। সেই তথ্য থেকে পাওয়া দাঁতের গঠনের চিত্রের সঙ্গে উদ্ধার মরদেহের দাঁতের গঠনের হুবহু মিল পাওয়া গেছে।

এছাড়া, নিখোঁজ হওয়ার দিন ভিডিও ফুটেজে বৃষ্টিকে যে পোশাকে দেখা যায়, উদ্ধার মরদেহের সঙ্গে পাওয়া পোশাক তার সঙ্গে মিলে গেছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন কঠোর

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ফেডারেল বিচারক জুলিয়া কোবিক বলেন, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকাভুক্ত দেশগুলোর নাগরিকদের আবেদন আটকে রাখা এবং তাদের জাতীয়তাকে নেতিবাচক ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচনা করা আইনবিরোধী।

বিচারক কোবিক আরো বলেন, এই ধরনের নীতি যুক্তরাষ্ট্রের 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট' এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যেখানে জাতীয়তার ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রাখা কংগ্রেসের নির্দেশনারও লঙ্ঘন, কারণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে এসব আবেদন নিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

রায়ের অংশ হিসেবে আদালত অন্তত ২২ জন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ স্থগিত করেছে এবং বাকিদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে কিনা, সে বিষয়ে পক্ষগুলোকে আলোচনার নির্দেশ দিয়েছে।

বাদীপক্ষের আইনজীবীরা এই রায়কে গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, এটি প্রমাণ করে যে কংগ্রেস অনুমোদন না দিলে প্রশাসন একতরফাভাবে এমন বৈষম্যমূলক নীতি কার্যকর করতে পারে না।অভিবাসন আইন বিশ্লেষকদের মতে, এই রায় ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের নীতির ওপর আইনি চাপ আরও বাড়তে পারে।

ফিফার সবুজ সংকেত, যুক্তরাষ্ট্রে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

গত ফেব্রুয়ারিতে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই কানাডা, মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই বছরের বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।

ভ্যাঙ্কুভারে ফুটবলের নীতিনির্ধারকদের নির্ধারিত বৈঠকে ইনফান্তিনো বলেন, "শুরুতেই আমি সরাসরি নিশ্চিত করছি যে, অবশ্যই ইরান ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে। এবং অবশ্যই, ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খেলবে।চ

ইরানি কর্মকর্তারা তাদের গ্রুপের ম্যাচগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ইনফান্তিনো আগেই সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ ঘিরে উত্তেজনা বৃহস্পতিবারের সম্মেলনের আগেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২১১ সদস্যবিশিষ্ট কংগ্রেসে একমাত্র অনুপস্থিত ছিল ইরানের প্রতিনিধি দল। কানাডার ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিরোধের কারণে তারা উপস্থিত থাকতে পারেনি।

ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফআইআরআই) কর্মকর্তারা টরন্টোতে নামার পর কানাডা ত্যাগ করেন এবং ভ্যাঙ্কুভারের সফর বাতিল করেন।

ইরানি গণমাধ্যম জানিয়েছে, এফএফআইআরআই সভাপতি মেহেদি তাজ-যিনি তেহরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) একজন সাবেক সদস্য-এবং তার দুই সহকর্মী কানাডার ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের দ্বারা "অপদস্থচ হওয়ার পর দেশে ফিরে যান।

২০২৪ সালে আইআরজিসি-কে "সন্ত্রাসবাদী সংগঠনচ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা কানাডা বুধবার জানিয়েছে যে, এই বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশটিতে "অগ্রহণযোগ্যচ। ইরান বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার টুকসনে অবস্থান করার কথা রয়েছে। গ্রুপওজি-তে তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং মিশর।

আগামী ১৫ জুন লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইরানিরা তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে।

OUR SPONSORS

PLATINUM

guidance RESIDENTIAL · UNITED PUBLIC ADJUSTERS & APPRAISERS, INC. · SMA LAW OFFICE OF SARDAR M. ASADULLAH PLLC

GOLD

MortgageDepot Leader in Home Financing · LIBOR · AMANA LEGAL PC Islamic Estate Planning, Family Law, & Real Estate A Division of The Amana Collective

SILVER

Citywide Insurance Agency · MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP. · CHASE

CORPORATE

Nacmias Law Firm · HAWK-EYE INSPECTIONS · SJ INNOVATION AI FIRST SOLUTIONS · CMG HOME LOANS

TEAM FAHEEM & TEAM KARLIN
GO RASCAL MORTGAGE BROKERS
Presents
USBCCI
REAL ESTATE
EXPO 26

GET EVENTS TICKET

DATE
Saturday, May 16, 2026

TIME
10:00 AM TO 6:00 PM

VENUE
NEW YORK LAGUARDIA AIRPORT MARRIOTT.

A COLLABORATIVE AND DEAL MAKING EVENT FOR REAL ESTATE PROFESSIONALS, INVESTORS, BUYERS AND SELLERS.

Event Highlights

6+ Expert Panels
Gain insights from industry leaders

60+ Exhibitors
Showcasing top real estate & financial services

1,500+ Attendees
Unmatched networking opportunities

CONFIRMED EXHIBITORS

GoRascal · guidance RESIDENTIAL · SMA LAW OFFICE OF SARDAR M. ASADULLAH PLLC · MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP. · MortgageDepot Leader in Home Financing · SJ INNOVATION AI FIRST SOLUTIONS · Tabby · NYC Buildings

M&T Bank · Amina Rashad & Associates · One Key MLS · CMG HOME LOANS · EMRAN ESTATES REALTY · HAWK-EYE INSPECTIONS · Quality Closings · NYC Department of Housing Preservation & Development

MAHA CONSTRUCTION · AHAD&CO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS · Citizens · sunrun · HAB BANK · NEW YORK LIFE · UNITED PUBLIC ADJUSTERS & APPRAISERS, INC.

New York State of Opportunity Department of Public Service · EXIT REALTY DKC · TalkChain · ESHIKA SIGN SUPPLY · conEdison · GLOBAL · Citywide Insurance Agency · HBF LAW OFFICES

REMAX HERITAGE · INTERNATIONAL SECURITY SERVICES · IRS · UNMB HOME LOANS INC. · LIBERTY CONSTRUCTION SERVICES · RHL | Law Law Offices of Richard H. Lee · RECOMM · LAW OFFICE OF SHAFI CHOWDHURY · CHASE · Nacmias Law Firm

Why Attend?

- Network with 200+ industry professionals & decision-makers
- How to get up to $15,000 in down payment assistance with 0% interest
- Attend expert panels, workshops, and speaker sessions
- Ready to Buy? Get Pre-Approved ON THE SPOT
- Buy your dream home with just 3% down as a first-time homebuyer

ORGANIZED BY USBCCI U.S. Bangladesh Chamber of Commerce & Industry

IN COLLABORATION WITH LIBOR · Queens Chamber of Commerce

MEDIA SPONSOR DAILY NEWS MEDIA GROUP

TECH PARTNER USBD DIGITAL SOLUTIONS

www.usbccireexpo.com **REGISTER NOW**
Call: +1212-347-6364
Email: info@usbcci.org

‘অস্থির ও বিপজ্জনক’ সাগর: যেভাবে জাহাজ চলাচলের পথ নতুন বৈশ্বিক যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠল

১২ পৃষ্ঠার পর

তাদের মালাক্কা প্রণালিতেও জাহাজগুলোর ওপর টোল আরোপ করা উচিত। যদিও ইন্দোনেশিয়া খুব দ্রুতই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিয়েছে, তবে এটি বর্তমান বিশ্বের এক কঠিন বাস্তবতাকে সবার সামনে তুলে ধরেছে। সাগরে জাহাজ চলাচলের যে সুষ্ঠু নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল, তা আজ অনেক বেশি বিপজ্জনক, ব্যয়বহুল এবং পুরোপুরি রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে।

আটলান্টিক কাউন্সিলের সিনিয়র ফেলো এলিজাবেথ ব্র বলেন, কয়েক দশক আগে সামুদ্রিক আইন তৈরি হওয়ার পর ‘আমরা কখনোই সাগরকে এতটা অস্থির ও বিপজ্জনক অবস্থায় দেখিনি’।

জাহাজে পণ্য পরিবহন সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটলে দেশগুলো একত্রিত হয়ে সমুদ্রকে নিরাপদ ও উন্মুক্ত করতে নানা চুক্তি সই করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মতে, বিশ্বের ৮০ শতাংশেরও বেশি বাণিজ্য এই চুক্তির ওপর নির্ভরশীল, যা ১৯৫০-এর দশকে ৬০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে গত বছর ২৫ ট্রিলিয়ন (বা ২৫ হাজার বিলিয়ন) ডলারে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, চীন বা রাশিয়ার মতো বড় দেশগুলোর নেয়া পদক্ষেপ এই চুক্তিগুলোর স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

হরমুজ প্রণালিতে ক্ষমতার লড়াই

গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে ইরান প্রথম ধাপে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল সীমিত করে দেয়। এর জবাবে ১৩ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ইরানি বন্দর ও জাহাজের ওপর অবরোধ দেয়। এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রণালির কাছে এমনকি বহুদূরের এশিয়া-প্যাসিফিক এলাকাতেও ইরানি তেলের জাহাজ আটকে তল্লাশি চালাচ্ছে।

অন্যদিকে, ইরানও পিছিয়ে নেই। অনুমতি ছাড়া তাদের সীমানা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টার কারণে কয়েকটি জাহাজ আটকেছে তারা এবং কয়েকটির দিকে গুলিও ছুড়েছে। এসব পাল্টা হামলায় জ্বালানির বাজার রীতিমতো পুড়ছে। কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে তেল ও গ্যাস।

এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স-এর জ্যাক কেনেডি বলেন, ‘জাহাজগুলোকে সরাসরি আটকে না দিলেও এই ‘অনুমতি নেওয়ার’ প্রক্রিয়াই বিশাল খরচ ও অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে’। উদাহরণস্বরূপ তিনি জানান, ওমানের কাছে ইরানের একটি স্পিডবোট একটি কন্টেইনার জাহাজের ওপর গুলি চালায়। কেনেডির মতে, এটি সব চলাচল বন্ধের জন্য নয়, বরং ‘সতর্কতা হিসেবে সীমিত শক্তির প্রদর্শন এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বার্তা দেওয়ার জন্য’ করা হয়েছিল।

পানামা খাল নিয়ে উত্তেজনা

মঙ্গলবার, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের কিছু দেশ এক যৌথ বিবৃতিতে চীনকে দুষলো। তাদের দাবি, চীন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বন্দরে পানামার পতাকাবাহী জাহাজগুলো আটকে রাখছে। তারা চীনের এই কাজকে ‘সামুদ্রিক বাণিজ্য রাজনীতিকরণের এবং তাদের স্বাধীনতার ওপর নগ্ন আঘাত’ বলে আখ্যা দেয়।

জবাবে চীন এসব অভিযোগ তো উড়িয়েই দেয়, উল্টো যুক্তরাষ্ট্রকে ভণ্ড বলে আক্রমণ করে। বুধবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন, ‘কে বছরের পর বছর ধরে পানামা খাল দখল করে রেখেছিল? কে সামরিক বাহিনী দিয়ে পানামার স্বাধীনতা নষ্ট করেছিল? এর উত্তর সবারই জানা’।

এই ঝামেলার মূল কারণ ছিল পানামার সুপ্রিম কোর্টের তিন মাস আগের একটি সিদ্ধান্ত, যেখানে তারা হংকং-এর একটি কোম্পানির সাথে দুটি বন্দর পরিচালনার চুক্তি বাতিল করে দেয়। গুঞ্জন রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র পানামার ওপর খাল অঞ্চলে চীনের প্রভাব কমাতে চাপ দিয়ে আসছে।

সমস্যা আগের, বদলেছে আকার

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশিরভাগ নিয়মিত বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে পুরনো আইন মেনেই কাজ চলছে। তবে সমস্যা হলো, নিয়ম ভাঙার বড় বড় ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে।

যেমন, কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেনের রপ্তানিতে রাশিয়ার বাধা দেওয়ার কারণে বিশ্বে খাদ্যের চরম সংকট দেখা দিয়েছিল। এটি বুঝিয়ে দেয় কীভাবে নৌ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যুদ্ধের বাইরের অঞ্চলগুলোতে অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করা যায়। একইভাবে দক্ষিণ চীন সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে হয়রানির জন্য চীনের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উঠছে।

টেক্সাস এঅ্যান্ডএম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জ্যাঁ-পল রড্রিগ বলেন, ‘সাগরে শত্রুর অর্থনীতিতে আঘাত হানার এই কৌশল নতুন কিছু নয়। তবে যেটা বদলেছে, তা হলো এর মাত্রা, কন্টেইনারের সংখ্যা এবং বৈশ্বিক বহরের বিস্তৃতি’।

অন্যদিকে, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোও বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোহিত সাগরে হুথিদের হামলার কারণে শিপিং কোম্পানিগুলো এখন আফ্রিকান পথ ঘুরে দীর্ঘ যাত্রা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

মূল ভয় ‘খারাপ দৃষ্টান্তের’

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ঘটনাগুলোর মানে হলো বিশ্বের সব জায়গাতেই আগের সেই নির্ভরযোগ্য সামুদ্রিক নিয়ম হারিয়ে যাচ্ছে। এর বদলে কার কতটা রাজনৈতিক বা সামরিক জোর আছে, তার ওপর ভিত্তি করে নিরাপত্তা ও প্রবেশাধিকার ঠিক হচ্ছে।

ঝুঁকির আরেকটি দিক হলো দস্যুতা। আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ব্যুরোর মতে, ২০২৫ সালে গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সামুদ্রিক দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে।

ভৌগলিক রাজনৈতিক প্রভাব শিপিং খাতের বাস্তবতায় চরম প্রভাব ফেলেছে। বিকল্প দীর্ঘ পথ ব্যবহারের কারণে জাহাজগুলোর শুধু জ্বালানি খরচই বাড়ছে না, এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বিমা এবং ঝুঁকি ভাতার আকাশছোঁয়া খরচ। জাহাজ অপারেটররা এখন পথে যেকোনো জটিলতা বা দেরি এড়ানোর জন্য তাদের জাহাজের রুট বা বন্দর নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক হিসাব-নিকাশ করে চলছেন।

কেনেডি মনে করেন, ‘আসল ভয় হলো কোনো দেশ একবার এই নিয়ম ভাঙলে বা আইন নিজেদের সুবিধামতো কাজে লাগালে তা একটি খারাপ দৃষ্টান্ত তৈরি করবে। তখন আর আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা থাকবে না, শক্তি আর দরকষাকষির জোরই হবে শেষ কথা’।

ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে আরব আমিরাতে দ্রুত লেজার সিস্টেম পাঠিয়েছিল ইসরায়েল

১২ পৃষ্ঠার পর

আগত ড্রোন, বিশেষ করে ‘শাহেদ’ ড্রোন শনাক্ত করতে সহায়তা করে। এর পাশাপাশি সেখানে ‘আয়রন বিম’ নামক লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও পাঠানো হয়েছে।

এই লেজার ব্যবস্থাটি স্বল্প পাল্লার রকেট ও ড্রোনকে নিমিষেই পুড়িয়ে বা বাষ্পীভূত করে দিতে পারে। চলতি বছরের শুরুর দিকে লেবানন থেকে হিজবুল্লাহর ছোড়া রকেট মোকাবিলায় ইসরায়েল প্রথম এটি ব্যবহার করেছিল। সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়রন বিম ও স্পেকট্রো মোতায়েনের খবর এর আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

সংযুক্ত আরব আমিরাতকে প্রতিরক্ষা সহায়তা দিতে নজরদারি ব্যবস্থা ও লেজার প্রযুক্তির পাশাপাশি ‘আয়রন ডোম’ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও পাঠিয়েছে ইসরায়েল। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো পরিচালনার জন্য ‘কয়েক ডজন’ ইসরায়েলি সামরিক সদস্যকেও দেশটিতে পাঠানো হয়েছে বলে এই মোতায়েন সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম এক্সিওস প্রথম আয়রন ডোম মোতায়েনের খবরটি প্রকাশ করেছিল।

সংশ্লিষ্ট একজন সূত্র জানিয়েছেন যে, উপসাগরীয় এই দেশটিতে অতিরিক্ত আরও কিছু অস্ত্র ব্যবস্থা এবং আরও বেশি সংখ্যক ইসরায়েলি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ‘সেখানে অবস্থানরত সেনার সংখ্যা কিন্তু ছোট নয়’।

তবে এ বিষয়ে অস্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এলবিট সিস্টেমস, রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস এবং ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। সংযুক্ত আরব আমিরাতও এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

অস্ত্রের পাশাপাশি ইসরায়েল পশ্চিম ইরান থেকে আমিরাতকে লক্ষ্য করে ছোড়া স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের গুরুত্বপূর্ণ ‘রিয়েল-টাইম’ গোয়েন্দা তথ্যও আদান-প্রদান করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের সময় আরব আমিরাতকে ইরানি পাল্টা আক্রমণের বড় ধকল সইতে হয়েছে। ইরান আমিরাতের দিকে ৫০০টিরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ২,০০০ ড্রোন ছুড়েছিল। আমিরাত তাদের একাধিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এর বেশিরভাগই আকাশপথে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়, যার মধ্যে ইসরায়েলি সরঞ্জামও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যুদ্ধের তীব্রতার সঙ্গে তাল মেলাতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এমন কিছু অস্ত্র আমিরাতকে সরবরাহ করেছে, যেগুলো তখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ছিল বা ইসরায়েলি রাডার ব্যবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত করা হয়নি। এ বিষয়ে একজন বলেন, ‘আমরা তাদের আমাদের অন্তর্বাস পর্যন্ত দেখতে দিয়েছি’।

২০২০ সালের ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’-এর মাধ্যমে ইসরায়েল ও আরব আমিরাতের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। এর আগে থেকেই দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক বাড়তে থাকে এবং ইসরায়েল আমিরাতের কাছে ‘বারাক’ ও ‘স্পাইডার’ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রি করেছিল। তবে গত ফেব্রুয়ারিতে ইরানের ওপর যৌথ হামলার পর এই প্রথম দুই দেশের জোটের বড় ধরনের পরীক্ষা হলো।

ইরানের প্রতিশোধমূলক হামলা মোকাবিলা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও উপসাগরীয় দেশগুলোর দামি ইন্টারসেপ্টর মিসাইলের মজুত কমে এসেছে। এই মিসাইলগুলোর একেকটির উৎপাদন খরচ কয়েক মিলিয়ন ডলার এবং তৈরিতে কয়েক মাস সময় লাগে।

সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর হিসাব অনুযায়ী, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি হওয়ার আগ পর্যন্ত মার্কিন সামরিক বাহিনী তাদের ভাণ্ডারে থাকা সবচেয়ে উন্নত ‘থাড’ ও ‘প্যাট্রিয়ট’ মিসাইলের অর্ধেকই ব্যবহার করে ফেলেছে।

এই পরিস্থিতিতে কম খরচে ও দ্রুত কাজ করে এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চাহিদা তৈরি হয়েছে। আরব আমিরাত বর্তমানে তাদের কাছে থাকা হাজার হাজার পুরনো ‘সাইডউইন্ডার’ এয়ার-টু-এয়ার মিসাইলকে ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য সংস্করণে রূপান্তরের একটি প্রকল্প গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। এর ফলে পুরনো এই মিসাইলগুলোর হিট-সিকিং ক্ষমতার বদলে ‘প্যাসিভ লেজার সিকার হেড’ যুক্ত করা যাবে, যা এলবিটের ‘স্পেকট্রো’ নজরদারি ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে শাহেদ ড্রোনের মতো লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারবে।

হরমুজের বিকল্প কি সম্ভব? কী পরিকল্পনা করছে উপসাগরীয় দেশগুলো?

১২ পৃষ্ঠার পর

বলছেন, হরমুজ এড়িয়ে বিকল্প পথ তৈরি করা মোটেই সহজ কাজ হবে না। আজ শুক্রবার বার্তাসংস্থা এএফপির বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে উঠে আসে কোন কোন বিকল্প পথের কথা ভাবছে উপসাগরীয় দেশগুলো! আর সেগুলো কতোটা বাস্তবসম্মত হবে!

উপসাগরীয় দেশগুলোর হাতে থাকা বিকল্প পথগুলো

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসা ও জনহিতকর কাজের বিশেষ দূত বদর জাফর সম্প্রতি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো আর কখনোই একটি অনিশ্চিত প্রতিবেশীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রণালির ওপর কৌশলগত নির্ভরশীলতায় ফিরে যাবে না।’

তিনি নতুন পাইপলাইন ও বন্দর নির্মাণের ওপর জোর দিলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও আঞ্চলিক কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই পরিকল্পনার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নতুন পাইপলাইন নির্মাণ

কুয়েত, কাতার ও বাহরাইনের সমুদ্রসীমা শুধুমাত্র উপসাগরীয় অঞ্চলের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। তাই সমুদ্রপথে তেল ও গ্যাস পরিবহনের জন্য হরমুজ প্রণালি ছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্প নেই।

তবে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কিছু পাইপলাইন রয়েছে যা দিয়ে তারা প্রণালির বাইরের বন্দর থেকে সীমিত পরিমাণ জ্বালানি তেল ও গ্যাস পাঠাতে পারে।

এখন তারা এসব পাইপলাইনের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করাসহ নতুন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা করছে।

এর বাস্তবভিত্তি কতখানি সে বিষয়ে প্যারিসভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আরব গালফ স্টেটস ইনস্টিটিউটের রবার্ট মোগিয়েলনিকি এএফপিকে বলেন, ‘নতুন পাইপলাইন তৈরি করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এ ধরনের অবকাঠামোতেও ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে কাতারের মতো দেশ হরমুজ প্রণালির ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।’

কাতারের গবেষণা সংস্থা ‘মিডল ইস্ট কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স’ এর সিনিয়র ফেলো ফ্রেডেরিক স্নাইডারের মতে, বিকল্প তেল-গ্যাসের অবকাঠামো তৈরি করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নাও হতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘ট্রান্স-অ্যারাবিয়ান গ্যাস পাইপলাইনের ধারণাটি মাঝে মাঝে উত্থাপিত হলেও তা কখনো এগোয়নি।’

দূরত্ব, রাজনৈতিক জটিলতা ও খরচ হিসাব করলে এলএনজিবাহী ট্যাংকারের তুলনায় এই পাইপলাইন দিয়ে তেল-গ্যাস পরিবহনে লাভ কম বলে উল্লেখ করেন স্নাইডার।

লৌহ আকরিক বাণিজ্যে মার্কিন

১২ পৃষ্ঠার পর

আকরিক বিক্রি করত, তার পুরো মূল্যই মার্কিন ডলারে পরিশোধ করা হতো। তবে এখন থেকে এর একটি নির্দিষ্ট অংশ ইউয়ানে লেনদেন হবে। এই সাফল্যকে চীনের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। কয়েক দশক ধরে দেশটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিতে- ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর চেষ্টা করে আসছে।

ডলার হটিয়ে ইউয়ান চালুর এই প্রবণতা বর্তমানে জ্বালানি তেলের বাজারেও স্পষ্ট। এমনকি আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর মধ্যেও চীনা মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা গত সপ্তাহে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে জানা গেছে।

লন্ডনের ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গোল্ডম্যান স্যাকস-সহ শীর্ষস্থানীয় মার্কিন ব্যাংকগুলো চীনের অফশোর ডেট মার্কেটের (বিদেশি ঋণবাজার) প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। মূলত চীনের বাজারে সুদের হার কম থাকায় তারা সেদিকে ঝুঁকছে।

বিনিয়োগকারী এবং বড় কোম্পানিগুলো এখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনিশ্চয়তা এড়াতে ডলারের ওপর থেকে তাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনছে।

লৌহ আকরিক বাণিজ্যে যা ঘটছে, তা আসলে বিশ্ব পণ্য বাজারে বড় পরিবর্তনের একটি ছোট উদাহরণ। ঐতিহাসিকভাবে প্রায় সব ধরনের পণ্যের লেনদেন ডলারে হয়ে আসলেও- চীন এখন বিশ্বের শীর্ষ পণ্য ও কাঁচামালের ভোক্তা দেশে পরিণত হয়েছে।

লৌহ আকরিক বাণিজ্যে এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে চীন সরকারের নবগঠিত পণ্য ক্রয়কারী সংস্থা ‘চায়না মিনারেল রিসোর্সেস গ্রুপ’ (সিএমআরজি)। চীনা কোম্পানিগুলোর জন্য বিভিন্ন পণ্য বা কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই সংস্থাটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে।

তবে বিএইচপি শুরু থেকেই তাদের লৌহ আকরিক খনি বিভাগ এবং চীনের স্টিল মিলগুলোর মধ্যে সরাসরি বিক্রয় চুক্তিতে অটল থাকতে চেয়েছিল।

এই অনড় অবস্থানের ফলে শুরু হওয়া অচলাবস্থায় সিএমআরজি অস্ট্রেলিয়ার মাইনিং জায়ান্টটির ওপর ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। এমনকি বিএইচপি-র নির্দিষ্ট কিছু পণ্য, যেমন ‘জিম্বলবার’ গ্রেডের লৌহ আকরিক আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করে সংস্থাটি।

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের কোটি

১২ পৃষ্ঠার পর

তিনি সতর্ক করে বলেন, বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকার মতো অঞ্চলে ফসল উৎপাদন কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই বছরের শেষ নাগাদ এশিয়ার দেশগুলোতে খাদ্যের দামের ওপর সার সংকটের প্রভাব দেখা যাবে।

সিঙ্গাপুরের খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক পল টেং বলেন, কিছু দেশে হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে পর্যাপ্ত সার থাকবে, কিন্তু সংকট দীর্ঘায়িত হলে আগামী মাসগুলোতে ধানসহ বিভিন্ন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হোলসেথার বলেন, কৃষকেরা একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। বর্তমানে তারা জ্বালানির উচ্চমূল্য, ডিজেল, সার ও অন্যান্য উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সংকটে রয়েছেন। উৎপাদনের খরচ যেই হারে বেড়েছে, ফসলের দাম সেই অনুপাতে বাড়েনি।

দরপত্রভিত্তিক প্রতিযোগিতা

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ইউরিয়া, পটাশ, অ্যামোনিয়া ও ফসফেটসহ বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সার হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সারের দাম ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। হোলসেথার বলেন, সংঘাত চলতে থাকলে খাদ্য নিয়ে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা বা বিডিং ওয়ার তৈরি হতে পারে, যার সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হবে উন্নয়নশীল দেশের মানুষকে।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এভিনিউতে বাংলাদেশী মালিকানাধীন নতুন ফার্নিচার হাউজের উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এভিনিউতে বাংলাদেশী মালিকানাধীন নতুন ফার্নিচার হাউসের উদ্বোধন করা হয়েছে। 'জেভিআই এস ফার্নিচার এন্ড ম্যাটট্রেস' নামের স্টোরটি ১৮০-০৩ জ্যামাইকা এভিনিউ, নিউইয়র্ক ১১৪৩২ ঠিকানায় অবস্থিত। স্টোরটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রোববার (২৬ এপ্রিল) অপরাহ্নে দোয়া মুনাজাত এবং

বেলুন উড়ানো ও ফিতা কাটার আয়োজন করা হয়। দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ এবং উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধীকারী একেএম শফিকুল ইসলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান। খবর ইউএনএ'র। দোয়া মুনাজাতের পর রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে এবং ফিতা কেটে 'জেভিআই এস ফার্নিচার এন্ড ম্যাটট্রেস'-এর উদ্বোধন করা হয়। এসময় অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন তার পক্ষ থেকে স্বত্বাধীকারী একেএম শফিকুল ইসলাম-কে সাইটেশন প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম, মুফতি

মোহাম্মদ মালেক, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বিডিইয়র্ক.কম সম্পাদক শাহ ফারুক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিটি আলম সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। একেএম শফিকুল ইসলাম জানান, সপ্তাহের ৭দিনই সকাল ১০ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্টোরটি খোলা থাকবে। ভিয়েতনাম থেকে আমদানী করা বাসা-বাড়ীর জন্য প্রয়োজনীয় ও পছন্দের সকল ফার্নিচার পাওয়া যাবে এখানে। রিটেল আর হোলসেলে চলবে বেচাকেনা। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে চলছে সর্বোচ্চ ৫০% বিশেষ ছাড়।

অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রয়নীতির

৯ পৃষ্ঠার পর

রানা ফ্লাওয়ারস সায়েন্স ডটঅর্গ-কে জানিয়েছেন, তিনি এই ঝুঁকি নিয়ে সে সময়কার স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমকে বারবার সতর্ক করেছিলেন।

ফ্লাওয়ারস স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি উপদেষ্টার কাছে অনুনয় করে বলেছিলেন‚ঈশ্বরের দোহাই লাগে... এই কাজটি করবেন না‚ হামের মহামারির ঝুঁকি সম্পর্কে জাতিসংঘের সংস্থাটির বারবার দেওয়া সতর্কবার্তায় কান না দেওয়ায় তিনি চরম হতাশা প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, দরপত্রভিত্তিক এই নতুন ব্যবস্থাটি শুরুতেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে পড়ে। টিকা কেনার এই প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার ফলে দেশে হাম ও রুবেলা (এমআর) টিকার বিশাল সংকট দেখা দেয়। এমনকি ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, এমন একটি সম্পূরক টিকাদান কর্মসূচিকে অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫ সালে পিছিয়ে দেয় এবং পরে তা পুরোপুরি বাতিলই করে দেওয়া হয়।

এই ঘটনার প্রভাব জনস্বাস্থ্যের ওপর খুব দ্রুতই গিয়ে পড়ে। মার্চ মাসের শেষের দিকের অভ্যন্তরীণ সরকারি তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে যোগ্য শিশুদের মাত্র ৫৯ শতাংশ হামের টিকা পেয়েছে। অথচ মহামারি ঠেকানোর জন্য অন্তত ৯৫ শতাংশ শিশুকে টিকা দেওয়া অপরিহার্য।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার এই ঘাটতির সুযোগেই হামের প্রাদুর্ভাব দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৮টিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে সাবেক উপাচার্য ও অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সায়েদুর রহমান সায়েন্স ডটঅর্গ-কে পাঠানো এক ইমেইলে এই নীতিগত পরিবর্তনের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন।

তিনি বলেন, আগের ব্যবস্থাটি ছিল মূলত জরুরি অবস্থার জন্য প্রণীত একটি আইনি ধারার ওপর নির্ভরশীল। অন্তর্বর্তী সরকার সেই প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের পক্ষপাত বা অস্বচ্ছতা এড়াতে একটি নিয়মিত ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিল মাত্র।

তবে নীতিগত এই পরিবর্তনের মারাত্মক পরিণতিগুলো আইনি লড়াইয়ের জন্ম দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে টিকা সংগ্রহের ব্যর্থতা এবং এর পেছনে থাকা সম্ভাব্য দুর্নীতির অভিযোগ এনে গত ১২ এপ্রিল দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অভিযোগ দায়ের করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিপ্লব কুমার দাস।

হামের মহামারিতে আড়াইশোর বেশি শিশুর মৃত্যুর ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে ইউনিসেফের রানা ফ্লাওয়ারসও একমত হয়েছেন যে, সেসময় টিকা ক্রয়ের ব্যবস্থা পরিবর্তনের ওই সিদ্ধান্তটির একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। এদিকে, এই সংকটকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে যখন চরম ক্ষোভ ও একে অপরকে দোষারোপ করার হিড়িক পড়েছে, তখন সংসদে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই পরিস্থিতির জন্য সদ্য ক্ষমতাচ্যুত হাসিনা সরকার এবং অন্তর্বর্তী সরকার উভয়কেই দায়ী করেছেন।

ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শামসুল হক এর নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহে যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২৩ জুন নিউ ইয়র্ক স্টেট এসেম্বলির ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি নির্বাচনে এসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামসুল হক এর নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহে এক ভোজসভার আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন।

গত ২৬ এপ্রিল রবিবার দুপুরে আস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে আয়োজিত ভোজসভায় আসন্ন প্রাইমারি নির্বাচনে জয়লাভে বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্বাত্মক সহযোগিতার আবেদন জানান প্রার্থী শামসুল হক। জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি মইনুল ইসলাম সহ সকল বক্তা প্রার্থী শামসুল হককে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন । নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের ভোজসভায় অংশগ্রহন করেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি

মইনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ, কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরী, হাফসা রহমান, আতিকুল হক জাকির, হেলিমউদ্দিন, আলিমুদ্দিন মনির উদ্দিন, ফোকু চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী নজরুল ইসলাম (ডিজিটাল ট্রাভেল), জলিলুর রহমান অপু, সুহানা চৌধুরী, ফজলুর রহমান, আকিব হোসেন (মেডওব্রুক মর্টগেজ) , সাইফুর খান হারুন, মোহাম্মদ এ হক সেহাব উদ্দিন , খলিলুর রহমান প্রমুখ ।

বগুড়া সোসাইটির বর্ণাঢ্য অভিষেক

৫৩ পৃষ্ঠার পর

ড. জাকিরুল ইসলাম, অনুষ্ঠনের সদস্য সচিব গোলম রব্বানী রাজু, কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (কুইন্স)। অনুষ্ঠনের অন্যদের মধে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য (বগুড়া সদর) সাইফুর রহমান ভান্ডারী (রাজ),

বিশেষ করে নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম রুবেল, নাফিউস সাদিক, কোষোধ্যক্ষ জুয়েল আমেদ এর ভুমিকা ছিল অসাধারণ। সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন, আজকের এই সুন্দর আয়োজনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আর যারা পরিশ্রম করে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। যারা এই সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন তিনি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সাধারণ সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম রুবেল বলেন, আপনারা আমাদের ওপর যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন, আশা করি আপনাদের সংগে নিয়ে আমরা তা সঠিকভাবে পালন করবো।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য আসেফ বারী টুটুল কে এবং সংগঠনে বিশেষ অবদানের জন্য ক্রেস্ট প্রদান করা হয় আতোয়ারুল আলম ও রাফেল তালুকদারকে। তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন সাইফুর রহমান রাজ ভান্ডারি, রাইছুল হক এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়াও অনষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলওয়াত করেন মোহাম্মদ নাফিউস সাদিক। পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডঃ জাকিরুল ইসলাম। নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম, খাদেমুল ইসলাম রুবেল, সিনিয়র সহ সভাপতি ড. জাকিরুল ইসলাম, সহ সভাপতি জহুরুল ইসলাম তালুকদার লিটন, সহ সভাপতি তালুকদার শামিম সবুজ, জাহাঙ্গীর আলম লিপন, আব্দুল্লাহ আল সাদি, বজলুর রহমান আকন্দ, আব্দুস সোবহান, রফিকুল ইসলাম সানা, মাহমুদুল হক মুন্না।

সহ সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদ আল হেলাল রতন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা নাজাত সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল হাসান, কোষাধ্যক্ষ জুয়েল আহমেদ, আন্তর্জাতিক বিয়ক সম্পাদক রহমান অবন্তী হিমিকা, ক্রীড়া সম্পাদক ইসমাইল হোসেন ইমন, সহ ক্রিড়া সম্পাদক আল আমিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়ান তাজ, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুর রাকিব খান আরিফ, প্রচার সম্পাদক নাফিউস সাদিক, দপ্তর সম্পাদক শাপিনুর রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুরাদ মোর্শেদ হায়দার বিপ্লব, মহিলা সম্পাদিকা জীবন নাহার মালা, ধর্ম বিষয়ক সম্পদক রফিকুল ইসলাম, সহ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এস এম আরমান হোসেন, আপ্যায়ন সম্পদক কামরুজ্জানান লালু, সহ আপ্যায়নক সম্পাদক মোঃ আব্দুল মালেক, সাহিত্য সম্পাদক এ এস এম পারভেজ শাহী, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রঘুনাথ বসাক, যোগাযোগ সম্পাদক মোঃ হেলাল উদ্দিন।

কার্যকরী সদস্যমন্ডলী মহব্বত আলী আকন্দ, মোহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (কুইন্স), এনামুলহ ক, শফিকুল ইসলাম লিটন আলী, শাহ আলী রেজা, আফরোজা বেগম রুজি, মোস্তফা আলী, মোঃ আব্দস সবুর, মোঃ জাহিদুর রহমান, আব্দুল কেএম আজাদ, জান্নাতুল ভবন, আলমগীর হোসেন, ও নিতাই বাগচি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত কমিটির সপত গ্রহনের পরপরই সবার মাঝে একটি করে সর্টিফিকেট প্রদান করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে একটি করে সম্মানোনা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথী, বিশেষ অতিথী সহ সংগঠনের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাঝে একটি করে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ২০০৬ সাল থেকে যেসকল সাবেক সভাপতি সহ বগুড়া সোসাইটির কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাদের মাঝে তাদের কাজের অবদানের জন্য সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

প্রবাসের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার বিশিষ্ঠজনেরা উপস্থিত ছিলেন। এত সুন্দুর একটি অনুষ্টান সফল করায় কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান সংগঠনের সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম রুবেল। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

অ্যাসাল লুইজিয়ানা বনাম ক্যালাইস মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের নিন্দা; ভোটাধিকার ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের জরুরি সুরক্ষার আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (ASAAL) সম্প্রতি লুইজিয়ানা বনাম ক্যালাইস মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও তীব্র হতাশা প্রকাশ করছে। এই রায় ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের মৌলিক নীতিকে দুর্বল করে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বহু দশকের সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ভোটাধিকার সুরক্ষাকে ক্ষয় করার হুমকি সৃষ্টি করে।

১৯৬৫ সালের ভোটাধিকার আইন সুস্পষ্ট আইনগত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রণীত হয়েছিল: ভোট প্রদানে বর্ণভিত্তিক বৈষম্য দূর করা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ড়বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান ও অন্যান্য ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীড় যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশ নিতে পারে এবং নিজেদের পছন্দের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করতে পারে তা নিশ্চিত করা। এই ঐতিহাসিক আইনটি শুধুমাত্র প্রতীকী ছিল না; এটি ছিল প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য সংশোধনের একটি কাঠামোগত পদক্ষেপ।

আজকের এই রায় সেই উদ্দেশ্য থেকে একটি উদ্বেগজনক বিচ্যুতি নির্দেশ করে।

অঝঅঅখ জোর দিয়ে বলছে, ভোটাধিকার সুরক্ষা দুর্বল করার যেকোনো প্রচেষ্টা চলমান আইনগত উদ্যোগ—যেমন জন লুইস ভোটাধিকার অগ্রগতি আইন—এর সরাসরি বিরোধিতা করে। এই আইন বৈষম্যমূলক ভোটিং প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ফেডারেল সুরক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও আধুনিকায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এমন এক সময়ে যখন এই সুরক্ষা শক্তিশালী হওয়া উচিত, আদালতের এই সিদ্ধান্ত তার ক্ষয়কে আরও ত্বরান্বিত করার ঝুঁকি তৈরি করছে।

এর পরিণতি কেবল তাত্ত্বিক নয়। “প্যাকিং” এবং “ক্র্যাকিং”ড়যেখানে সংখ্যালঘু ভোটারদের অল্প কিছু জেলায় কেন্দ্রীভূত করা হয় অথবা বহু জেলায় ছড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রভাব কমিয়ে দেওয়া হয়ড়এ ধরনের প্রক্রিয়া এখনো নির্বাচনী ফলাফল বিকৃত করছে। এসব কৌশল রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে জেলা সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম করে, যা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন না হয়ে বরং পূর্বনির্ধারিত নির্বাচনী ফলাফল তৈরি করে।

এই রায় এমন একটি ব্যবস্থাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক করে যেখানে ভোটারদের নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে রাজনৈতিক কৌশলবিদ ও দলীয় স্বার্থ নির্ধারণ করছে কে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত কে জনপদে নির্বাচিত হবে। গণতন্ত্রের এই উল্টো চিত্র জনআস্থা ক্ষুণ্ন করে এবং শাসনব্যবস্থার বৈধতাকে দুর্বল করে।

ASAAL অবিলম্বে এবং ধারাবাহিক পদক্ষেপের আহ্বান জানাচ্ছে:

- সংগঠন ও ক্ষমতায়ন: দক্ষিণ এশীয় আমেরিকানসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর ও নাগরিক অংশগ্রহণ রক্ষায় তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন জোরদার করতে হবে।
- রিডিস্ট্রিক্টিং প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ: স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে রাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সম্প্রদায়ের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- জোট গঠন: বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক, যাতে সম্মিলিত রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করে এমন নীতি ও রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।
- আইনগত উদ্যোগে সমর্থন: ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে জন লুইস ভোটাধিকার অগ্রগতি আইনসহ ফেডারেল সুরক্ষা আইন দ্রুত পাসের জন্য নতুন করে জোরালো প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

অঝঅঅখ সকল সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এমন একটি ব্যবস্থার পক্ষে সোচ্চার থাকবে যেখানে প্রতিনিধিত্ব জনগণের দ্বারা নির্ধারিত হবেড়কাঠামোগত বৈষম্যের মাধ্যমে প্রভাবিত নয়।

মিডিয়া যোগাযোগ: মোহাম্মদ করিম চৌধুরী ড়জাতীয় সভাপতি, হারজিৎ সিং মিনহাস — জাতীয় সম্পাদক, মাফ. মিসবাহ উদ্দিন ড়প্রতিষ্ঠাতা, অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (ASAAL)
ইমেইল: asaal08@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি জাতীয়

৮ পৃষ্ঠার পর

জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তাদের সরকারে বহাল রেখে আরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছেৠ আজ শনিবার (২ মে) রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনেঃবিএনপি সরকারের আড়াই মাস: পর্যালোচনা, উদ্বেগ ও দাবিনামাৠ শীর্ষক এক আলোচনায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভার আয়োজন করে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। আনু মুহাম্মদ বলেন,ঃবর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানঃসবার আগে বাংলাদেশৠ নীতির কথা বললেও বাস্তবে সরকারের কর্মকাণ্ডেঃসবার আগে যুক্তরাষ্ট্রৠ অগ্রাধিকার পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছেৠ তনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তি এবং পরবর্তীতে বিএনপি সরকারের আমলে মার্কিন কোম্পানি বোয়িং থেকে ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। তার দাবি, এসব সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর যথাযথ সম্পৃক্ততা ছিল না। অর্থনীতির এই অধ্যাপক বলেন, ঃএলএনজি আমদানিসহ বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার মতো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো অবগত ছিল নাৠ একইভাবে বিমান ক্রয়ের বিষয়েও আগে থেকেই সমঝোতা হয়েছিল, যা সংশ্লিষ্ট সংস্থা জানত না বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি দাবি করেন, এই চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান এবং বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এখন থেকে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা 'খান'স টিউটোরিয়াল'-এ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশ নেবে

২০২৬ সালের জন্য নিউ ইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাই স্কুল অ্যাডমিশনস টেস্ট' SHSAT পরীক্ষার কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: প্রতি বছরই 'খান'স টিউটোরিয়াল' তাদের অন্যতম সফল একটি শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করে: 'প্রি-SHSAT প্রোগ্রাম'। এটি একটি সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম, যা বিশেষভাবে সেইসব ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা 'স্পেশালাইজড হাই স্কুল অ্যাডমিশনস টেস্ট' (SHSAT)-এর প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এই বছরের কার্যক্রম ৯ই মে, শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে; বর্তমানে খান'স টিউটোরিয়ালে অধ্যয়নরত ৬ষ্ঠ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এই নতুন সেশনের জন্য তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে।

নিউ ইয়র্ক সিটির যেসব পরিবারের শিক্ষার্থীরা স্টাইভেস্যান্ট হাই স্কুল (Stuyvesant High School), ব্রঙ্কস হাই স্কুল অফ সায়েন্স (Bronx High School of Science) কিংবা ব্রুকলিন টেকনিক্যাল হাই স্কুল (Brooklyn Technical High School)-এর মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তির স্বপ্ন দেখে, তাদের জন্য 'শুরু থেকেই এবং ধারাবাহিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া'কেই শিক্ষার্থীরা পেতে পারে এমন সবচেয়ে বড় সুবিধা হিসেবে গণ্য করা হয়। খান'স টিউটোরিয়াল ঠিক সেই সময়কালটিকে লক্ষ্য করেই 'প্রি-ঝঐঝঅঞ প্রোগ্রাম'টি তৈরি করেছে-অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর সেই সময়টি-যখন শিক্ষার্থীরা 'কমন কোর' (Common Core) পাঠ্যক্রমের গণ্ডি পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, কিন্তু তখনও তারা স্পেশালাইজড হাই স্কুল অ্যাডমিশনস টেস্ট' বা SHSAT-এর পূর্ণাঙ্গ ও নিবিড় প্রস্তুতির পর্যায়ে প্রবেশ করেনি।
কর্মসূচির কাঠামো ও সময়সূচি
'প্রি-SHSAT প্রোগ্রাম'-এর আওতায় এমন সব উন্নত বিশ্লেষণাত্মক, গাণিতিক এবং ভাষাগত দক্ষতাগুলো শেখানো হয়, যা 'কমন কোর' পর্যায়ের শিক্ষা এবং SHSAT-এর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির মধ্যকার ব্যবধানটুকু পূরণ করে। এই সেশনে ক্লাসগুলো শুধুমাত্র প্রতি শনিবার অনুষ্ঠিত হবে-যা বর্তমান 'কমন কোর' প্রোগ্রামের শনি ও রবিবারের সময়সূচি থেকে একটি পরিবর্তন-এবং প্রতিটি ক্লাস চার ঘণ্টা ধরে চলবে।
এই বিন্যাসটি খান'স টিউটোরিয়ালের সেই শিক্ষাদর্শনকেই প্রতিফলিত করে, যার মূল লক্ষ্য হলো নিউ ইয়র্ক সিটির ব্যস্ত পরিবারগুলোর সুবিধাজনক একটি সময়সূচির মধ্যে শিক্ষার্থীদের গভীর ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষাদান করা।

বর্তমানে খান'স টিউটোরিয়ালে অধ্যয়নরত ৬ষ্ঠ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী ৯ই মে থেকে শুরু হতে যাওয়া এই নতুন সেশনে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই 'প্রি-SHSAT প্রোগ্রাম'-এ স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।
এ বিষয়ে অভিভাবকদের বা পরিবারের পক্ষ থেকে আলাদা করে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথম ক্লাসটি শুরু হওয়ার আগেই, প্রয়োজনীয় যেকোনো অতিরিক্ত তথ্য বা বিস্তারিত বিষয় নিয়ে খান'স টিউটোরিয়াল সরাসরি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে।
২০২৬ সালের ঝঐঝঅঞ পরীক্ষার নতুন পরিবর্তনসমূহ
২০২৬ সালের শরৎকালীন সেশন থেকে শুরু করে, স্পেশালাইজড হাই স্কুল অ্যাডমিশনস টেস্ট' ঝঐঝঅঞ পরীক্ষাটি সম্পূর্ণভাবে একটি 'কম্পিউটার-অ্যাডাপ্টিভ টেস্ট' (CAT)-এ রূপান্তরিত হবে।
স্পেশালাইজড হাই স্কুল অ্যাডমিশনস টেস্ট' ঝঐঝঅঞ-এর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, পরীক্ষার কাঠামোগত দিক থেকে এটিই হতে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। এখন থেকে প্রতিটি প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা শিক্ষার্থীর চলমান পারফরম্যান্স বা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হবে।
যদি কোনো শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দেয়, তবে পরবর্তী প্রশ্নটি আরও কঠিন হতে পারে; আর যদি তারা ভুল উত্তর দেয়, তবে তার পরের প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারে। যদিও প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রতিটি বিষয়ে সমান সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দেবে, তবুও পরীক্ষার প্রকৃত অভিজ্ঞতা একেকজনের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।
২০২৬ সালের পরীক্ষায় নেভিগেশন বা প্রশ্ন দেখার ক্ষেত্রেও নতুন কিছু বিধিনিষেধ চালু করা হয়েছে।
ঊখঅ (ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য) বিষয়ের অনুচ্ছেদ-ভিত্তিক প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের আওতাধীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পর্যালোচনা বা পরিবর্তন করতে পারবে; কিন্তু একবার পরবর্তী অনুচ্ছেদে চলে যাওয়ার পর আর তা পরিবর্তন করা যাবে না।
ঊখঅ-এর স্বতন্ত্র প্রশ্নগুলো এবং গণিত বিষয়ের সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তবেই সামনে এগোতে হবে; তারা আর আগের প্রশ্নে ফিরে যেতে পারবে না। পরীক্ষাটি যথারীতি তিন ঘণ্টার হবে এবং এতে মোট ১১৪টি প্রশ্ন থাকবে-ঊখঅ-তে ৫৭টি এবং গণিতে ৫৭টি। এই পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতি নেই।
এই অ্যাডাপ্টিভ বা অভিযোজিত বিন্যাসটিতে পরীক্ষার শুরুর দিকের ভুলগুলোর জন্য কঠোর মাশুল দিতে হয়। এর অর্থ হলো, কাগজের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত গতানুগতিক পরীক্ষার তুলনায়-এই নতুন পদ্ধতিতে-একেবারে প্রথম প্রশ্নটি থেকেই নির্ভুলভাবে উত্তর দেওয়ার বিষয়টি এখন অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। এই পরিবর্তনের ফলে পরীক্ষার শুরুর দিক থেকেই সুশৃঙ্খল ও কাঠামোগত প্রস্তুতি গ্রহণ করা এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। আর ঠিক এই মজবুত ভিত্তিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই খানস টিউটোরিয়াল-এর প্রি-ঝঐঝঅঞ প্রোগ্রামটি বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে।
খানস টিউটোরিয়ালের SHSAT প্রোগ্রাম সম্পর্কে
১৯৯৪ সাল থেকে, খানস টিউটোরিয়াল ৫,০০৫-এরও বেশি শিক্ষার্থীকে নিউ ইয়র্ক সিটির বিশেষায়িত হাই স্কুলগুলোতে ভর্তির সুযোগ পেতে সহায়তা করেছে। এর ফলে এটি নিউ ইয়র্ক সিটির অন্যতম ধারাবাহিকভাবে সফল স্পেশালাইজড হাই স্কুল অ্যাডমিশনস টেস্ট' SHSAT প্রস্তুতিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শুধুমাত্র ২০২৬ সালেই, খানস টিউটোরিয়ালের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ১৩০টি ভর্তির সুযোগ বা অফার অর্জন করেছে। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে নিয়মিত অনুশীলন এবং পূর্ণাঙ্গ দৈর্ঘ্যের মক টেস্ট বা মডেল পরীক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় স্কোরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। খানস টিউটোরিয়ালের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ৯০ শতাংশই কলেজ ভর্তির পরীক্ষাগুলোতে ৯৪তম পার্সেন্টাইল বা তার চেয়েও উচ্চতর স্কোর অর্জন করে। এটি তাদের সেই বৃহত্তর শিক্ষাগত উৎকর্ষের সংস্কৃতিরই প্রতিফলন, যার প্রভাব কেবল ঝঐঝঅঞ পরীক্ষার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারও অনেক ঊর্ধ্বে বিস্তৃত।
খানস টিউটোরিয়াল হলো ব্রুকলিন টেক অ্যালামনাই ফাউন্ডেশন-এর আনুষ্ঠানিক বা অফিসিয়াল টেস্ট প্রিপ পার্টনার-যা একটি বিশেষ সম্মানের বিষয়। এই স্বীকৃতিটি নিউ ইয়র্ক সিটির বিশেষায়িত হাই স্কুলগুলোর পরিমণ্ডলে খানস টিউটোরিয়ালের সুদৃঢ় অবস্থান ও মর্যাদাকেই জোরালোভাবে তুলে ধরে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

২৮০ দিন ধরে বিনা বিচারে কারাগারে বাংলাদেশের

৯ পৃষ্ঠার পর

তবে তিনি কবে মুক্তি পাবেন, তা এখনো নিশ্চিত নয়। কারণ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময়ের দুটি পৃথক হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। একটি যাত্রাবাড়ী ও অন্যটি আদাবর থানায়। গত ৩০ মার্চ ঢাকার একটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পুলিশি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এসব মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন। হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন খায়রুল হক। তার আইনজীবীরা জামিন চেয়ে ২০১৬ সালে সাংবাদিক শফিক রেহমানের মামলার একটি রায়ের নজির তুলে ধরেন।
ওই রায়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ বলেছিল, বিচারের আগেই কাউকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে জামিন নামঞ্জুর করে জেলে আটকে রাখা উচিত নয়।
আদালত আরও বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৭ (১) ধারার আলোকে অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় তাকে জামিনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
শফিক রেহমানের ক্ষেত্রে আদালত উল্লেখ করেন, তিনি ৮২ বছর বয়সী প্রবীণ ব্যক্তি হওয়ায় এবং তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিবেচনায় তাকে জামিন দেওয়া যুক্তিযুক্ত। তবে এই নজির উপস্থাপন করা হলেও ম্যাজিস্ট্রেট আদালত খায়রুল হককে জামিন দেননি।
এর আগে চলতি বছরের ৮ মার্চ হাইকোর্ট চারটি মামলায় তাকে স্থায়ী জামিন দেন। এই জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট আপিল বিভাগের সাংবাদিক শফিক রেহমানের সেই পর্যবেক্ষণটি অনুসরণ করেছে।
এছাড়া, ১১ মার্চ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি মামলাতেও তিনি জামিন পান।
খায়রুল হককে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের প্রায় এক বছর পর গত বছরের ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারেই আছেন।
তার বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনের সময় হত্যার অভিযোগসহ একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে যুবদল কর্মী আবদুল কাইয়ুম আহাদ হত্যার ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানায় একটি মামলা করা হয়।
এছাড়া, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত রায় জালিয়াতির অভিযোগে শাহবাগ থানায় মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন।
গত বছরের ২৫ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা ও বন্দর থানায় একই ধরনের আরও দুটি মামলা করা হয়।
জালিয়াতির মামলাগুলো প্রসঙ্গে হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ দেন, সংশ্লিষ্ট রায়টি আপিল বিভাগের একটি বেঞ্চের দেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত-এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।
আদালত বলেন, প্রাথমিকভাবে অভিযোগগুলো বিচারিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। এসব কার্যক্রম দণ্ডবিধির ২১৯/৪৬৬/১২০বি/৪২০ ধারার আওতায় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে কি না, তা প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারাধীন পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে।
খায়রুল হক ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১১ সালের ১৭ মে পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ ২০১১ সালের ১০ মে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। আপিল বিভাগের ওই বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারক তার সঙ্গে একমত ছিলেন।
রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করা হয় ২০১২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, তার অবসরের প্রায় ১৬ মাস পর।
সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রের সব নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টকে সহায়তা করতে বাধ্য-যার মাধ্যমে আদালতের আদেশ দেশজুড়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়।
পরবর্তীতে গত বছরের ২০ নভেম্বর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের একটি বেঞ্চ ২০১১ সালের ওই রায় বাতিল করে দেয়।
২০১১ সালের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুটি আপিল ও চারটি রিভিউ আবেদন মঞ্জুর করে বেঞ্চটি সর্বসম্মতিক্রমে এই রায় দেয়। বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর অবসরে যান। তবে ওই রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করা হয় চলতি বছরের ১৫ মার্চ।

নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬ উদ্বোধক হিসেবে যোগ দিচ্ছেন কালজয়ী কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলন

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকা আগামী ২২ মে থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে শুরু হতে যাচ্ছে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের ৩৫তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা। উত্তর আমেরিকায় বাঙালির প্রাণের এই মিলনমেলার ৩৫তম আসরের উদ্বোধন করবেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় ও শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন। নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। গত ৩৪ বছরে বাংলা সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় দিকপালরা এই মেলা উদ্বোধন করে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

পূর্ববর্তী আসরগুলোর উদ্বোধকদের হিসেবে ছিলেন- হাসান আজিজুল হক, পবিত্র সরকার, সেলিনা হোসেন, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সৈয়দ শামসুল হক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখ। দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ইমদাদুল হক মিলন তার অসাধারণ লেখনীর মাধ্যমে দুই বাংলার পাঠকদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছেন। গ্রামীণ জীবনের জটিল সমীকরণ, মুক্তিযুদ্ধ এবং মানুষের অন্তর্গত আবেগ তার উপন্যাসে অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটে ওঠে। তার মহাকাব্যিক সৃষ্টি 'নূরজাহান' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। সাহিত্যের পাশাপাশি সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি দীর্ঘ সময় শীর্ষস্থানীয় দৈনিকওকালের কণ্ঠ-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। শিল্প ও সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদক এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার সহ দেশ-বিদেশের বহু সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- নূরজাহান (তিন খণ্ড), পরাধীনতা, কালাকাল, কালো ঘোড়া, দেশভাগের পর এবং ভালোবাসার সুখ-দুঃখ। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই মেলায় এবার ইমদাদুল হক মিলনের উপস্থিতি প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে নতুন এক উম্মাদনা সৃষ্টি করবে। বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের মেলাটি উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারে আরও বড় ভূমিকা রাখবে। ৩৫তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬: তারকাখচিত আয়োজন, চারদিনব্যাপী উৎসব ২২২৫ মে নিউ ইয়র্কে প্রবাসী বাঙালির অন্যতম বৃহত্তম সাংস্কৃতিক আয়োজন-৩৫তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা-নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি।

নতুন লোগো উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে এবারের আয়োজন, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত। ১৯৯২ সালে যাত্রা শুরু করা এই বইমেলা আজ প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম। এবারের ৩৫তম আসরকে কেন্দ্র করে থাকছে চারদিনব্যাপী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার এক বর্ণাঢ্য আয়োজন। এছাড়া অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশ, ভারত এবং অন্যান্য দেশের খ্যাতনামা শতাধিক লেখক। নিউ ইয়র্কের Jamaica Performing Arts Center-এ অনুষ্ঠিতব্য এই বইমেলায় অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রকাশকরা। চারদিনব্যাপী এই আয়োজনে থাকছে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বই উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ফলে বইমেলাটি হয়ে উঠবে প্রবাসী বাঙালির এক অনন্য মিলনমেলা-যেখানে ভাষা, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক গভীর সংযোগ তৈরি হয়। আয়োজকরা আশা করছেন, ৩৫তম এই বইমেলা প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

নিউ ইয়র্কে ডেমোক্রেট কাউন্টি কমিটিতে লড়ছেন খোরশেদ খন্দকার

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক এর কুইন্সে আসন্ন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটিতে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। এই নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক কাউন্টি কমিটি মেম্বার পদে প্রার্থী হয়েছেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট খোরশেদ খন্দকার, যা স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে আরও দৃশ্যমান করে তুলছে। তিনি কুইন্সের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-২৯ এবং ইলেকশন ডিস্ট্রিক্ট-৪৩ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ২৩ জুন এই প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ইতোমধ্যে তার মনোনয়নপত্র নিউইয়র্ক স্টেট বোর্ড অব ইলেকশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

খোরশেদ খন্দকার 'অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার' (অ্যাসাল)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছেন। তার প্রার্থিতাকে সমর্থন জানিয়েছেন অ্যাসাল-এর প্রতিষ্ঠাতা ও এমেরিটাস প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন। উল্লেখ্য, খোরশেদ খন্দকার কুইন্সের বর্তমান অ্যাসেম্বলিওম্যান অ্যালিসিয়া হাউন্ডম্যানের প্রতিনিধিত্বাধীন এলাকা থেকে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। কমিউনিটির অনেকের মতে, তার এই প্রার্থিতা যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের প্রতিনিধিত্ব আরও জোরদার করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে।

নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক পুনরায় নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন্ কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর সদস্য নির্বাচিত

পরিচয় ডেস্ক: নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি জনাব Mohammed Hassan (নাজমুল হাসান মানিক)-তিনি দুই বছর আগে ব্রুকলিন বরো প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। গত দুই বছর তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সাথে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর এই সফল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে ব্রুকলিন বরো প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে তাঁকে পুনরায় আরও দুই বছরের জন্য কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

তিনি বর্তমানে ASAAL(Alliance of South Asian American Labor) ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ASAAL ব্রুকলিন চ্যাপ্টারের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আটলান্টায় প্রথমবারের মতো কবিতা প্রদর্শনী ও বাংলা বইমেলা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা শহরে ২৫ এপ্রিল,শনিবার প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো কবিতা প্রদর্শনী ও বাংলা বইমেলা প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এই আয়োজন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।আয়োজনে ছয়জন কবিড়উৎপল দত্ত, সবুর খান স্বপন, অঙ্কন বসু, রাশেদ চৌধুরী, নাহিদ ফারজানা এবং কল্পনা ব্যানার্জীর মোট ১২টি কবিতা প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় কবি ও লেখকবৃন্দ।অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কবিদের নিজস্ব কণ্ঠে কবিতা পাঠ।

এছাড়া রিজোয়ান হৃদয়, জয়শ্রী চৌধুরী, জয়ীতা চক্রবর্তী, নিবেদিতা, কাকলি বিশ্বাস এবং ব্যাসদেব সাহা রানা আবৃত্তি পরিবেশন করেন। ছয় কবির নির্বাচিত কবিতাংশ অবলম্বনে নির্মিত একটি নৃত্য পরিবেশন করেন স্থানীয় নৃত্যশিল্পী রিয়া ঘোষ।অনুষ্ঠানে সবুর খান স্বপন ও কল্পনা ব্যানার্জীর দুটি নতুন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সবুর খান স্বপনের গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট লেখক দীপেন ভট্টাচার্য্য এবং কল্পনা ব্যানার্জীর গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন কবি ও লেখক মানস দে। একইসঙ্গে তরুণ ক্ষেপা ও শ্রাবন্তী বসুর গানের অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আটলান্টা প্রবাসী কবি, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মধ্যে মাহবুব মোর্শেদ আনোয়ার, সোমা মুখোপাধ্যায়, হারুন রশিদ, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আবু লিয়াকত হোসেন, ডাঃ সায়েমা জেরিন, নীলাভ্র মুখোপাধ্যায়সহ অনেকে আলোচনা ও আবৃত্তিতে অংশ নেন।কবিতার সঙ্গে চিত্রকলার সমন্বয় ঘটান স্থানীয় শিল্পী অমিতাভ চৌধুরী এবং বাংলাদেশের তরুণ শিল্পী সৈকত শিকদার। প্রদর্শিত চিত্রকর্ম বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশড়১,৮৬৮ মার্কিন ডলারড়সেন্ট জুড চিলড্রেনস ক্যান্সার রিসার্চ হাসপাতালে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

আয়োজকরা জানান, এ ধরনের উদ্যোগ প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকে আরও বেগবান করবে এবং নতুন প্রজন্মকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে ভাসানী সম্মেলন ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মাধ্যমে ফারাক্কা সমস্যার সমাধান দাবী

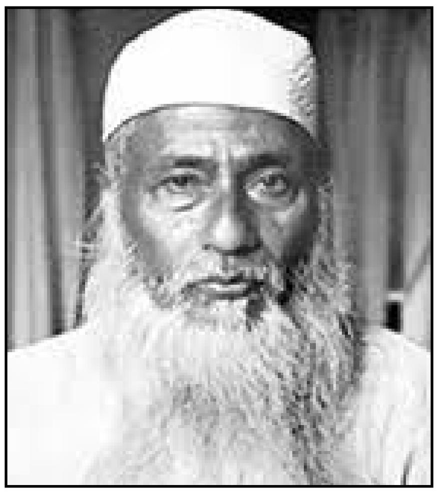

পরিচয় ডেস্ক : স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা হিসেবে খ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত 'ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক ও আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি)'র যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে ফারাক্কা সমস্যার সমাধানের জন্য বিএনপি সরকারকে যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার দাবী জানানো হয়। বুধবার (২৯ এপ্রিল) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টরেন্টে অনুষ্ঠিত সংগঠন দুটির যৌথ সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ও দাবী জানানো হয়। উল্লেখ্য, আগামী ১৭ নভেম্বর মাওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী। তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যেই 'ভাসানী সম্মেলন' আয়োজন করা হবে। খবর ইউএনএ'র।

যৌথ সভার প্রথম পর্বে ভাসানী ফাউন্ডেশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আলী ইমাম। ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের সঞ্চালনায় সভায় আইএফসি'র চেয়ারম্যান সৈয়দ টিপু সুলতান ও মহাসচিব মোহাম্মদ হোসেন খান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সংগঠনের উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি ও ভাসানী সম্মেলন আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ সহ অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন কাজী আজহারুল হক মিলন, সাঈদ তারেক, খন্দকার ফরহাদ, এডভোকেট মজিবুর রহমান, আব্দুর রহীম হাওলাদার, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, এস এম ফেরদৌস, রিমন ইসলাম, হাকিকুল ইসলাম খোকন, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, সালেহ আহমেদ মানিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় বক্তারা মাওলানা ভাসানীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি বাংলাদেশের একমাত্র সর্বজনীন নেতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সহ দলমত নির্বশেষে সকল নেতা-কর্মী তাঁকে সম্মান করতেন, ভালবাসতেন। বক্তারা সম্মিলিতভাবে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন সফল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এমন সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে ভাসানী সম্পর্কে জানানোর পাশাপাশি বিশ্ব দরবারে ভাসানীকে তুলে ধরার সুযোগ হবে। সভায় কোন কোন বক্তা মাওলানা ভাসানীর উপর ডকুমেন্টারী তৈরী ও প্রচারের উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের জানান, ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন সফল করতে ইতিপূর্বে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ-কে চেয়ারম্যান ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অচিরেই পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে। তিনি আরো জানান, ফাউন্ডেশনের প্রচার সম্পাদক আজিজুল হক মুন্না সক্রিয় না থাকায় এবং কার্যকরী সদস্য পারভেজ সাজ্জাদ ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে সক্রিয় থাকা সম্ভব নয় বলে, উভয়কে স্ব স্ব দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে এবং তাদের স্থলে এম এ বাসেত ও বেলাল চৌধুরী-কে কো-অপ্ট করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, আসন্ন সম্মেলনে ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে আলী ইমাম বলেন, মাওলানা ভাসানী আমাদের সবার নেতা এবং শ্রদ্ধার মানুষ। আজকের সভার উপস্থিতিই প্রমান করে যে, দেশের মানুষের মতো প্রবাসীরাও গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলেই ভাসানী সম্মেলন সফল করবো। এজন্য তিনি সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সভার দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি)'র সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান সৈয়দ টিপু সুলতান। এই পর্ব পরিচালনা করেন আইএফসি'র মহাসচিব মোহাম্মদ হোসেন খান।

এসময় সৈয়দ টিপু সুলতান সম্প্রতি তার বাংলাদেশ সফর ও আইএফসি'র কর্মসূচী নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক উপদেষ্টা ও বিএনপি নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বৈঠক, সভা-সমাবেশের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের সাহায্য ছাড়া ফারাক্কা সমস্যার সম্ভব নয়, তাই তিনি জাতিসংঘের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিএনপি সরকারকে যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার দাবী জানান।

যৌথ সভায় গভীর শ্রদ্ধার সাথে আইএফসি'র সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম আতিকুর রহমান সালু-কে স্মরণ করা হয়।

সভায় সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ সহ কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, এম এ বাসেত, শ্যামল সরকার, মোহাম্মদ সাদেক, আহসান হাবীব, মাহমুদুল হক দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দুই মাসে মব সহিংসতায় নিহত ৪০,

৮ পৃষ্ঠার পর

এপ্রিলে বেড়ে ৩১২-এ দাঁড়িয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চে মব সহিংসতায় ১৯ জন নিহত হন, যা এপ্রিলে বেড়ে ২১ জনে দাঁড়ায়। আহতের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে-মার্চে ৩১ জন এবং এপ্রিলে ৪৯ জন আহত হন; দুই মাসে মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০। ফাউন্ডেশনটি উল্লেখ করেছে,মব জাস্টিস-এর এই ধারাবাহিক প্রবণতা এবং নারী নির্যাতনের উচ্চহার দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

রাজনৈতিক সহিংসতাও সমানভাবে তীব্র ছিল-মার্চে ৩৯০ জন এবং এপ্রিলে আরও ৩০৩ জন আহত হন। এতে দুই মাসে রাজনৈতিক সংঘাতে মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯৩ জনে।

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি সাইদুর রহমান এসব তথ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন,মব ও রাষ্ট্র একসঙ্গে চলতে পারে না।

তিনি মব সহিংসতা দমনে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

নারী নির্যাতন মোকাবিলায় পুলিশের বর্তমান ভূমিকার সমালোচনা করে সাইদুর বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে পুলিশকে আরও সক্রিয় করতে হবে এবং আইন কঠোরভাবে অনুসরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

মনিটরিং প্রতিবেদনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানির ঘটনাও বেড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা, হুমকি ও হয়রানির ঘটনা মার্চের ৩০ থেকে এপ্রিলে বেড়ে ৪৬-এ দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া, আইনি হয়রানির ঘটনা ৭ থেকে বেড়ে ৮ হয়েছে এবং এপ্রিলে একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ডিজিটাল নজরদারির ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্চ-এপ্রিল সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনে ৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এসব মামলায় মোট ৩৩ জনকে আসামি করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন সতর্ক করে বলেছে, নাগরিকদের আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিস্তার দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

নিউ জার্সি রাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে লড়ছেন সুব্রত চৌধুরী ও লাকী চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সি রাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে লড়ছেন সুব্রত ও লাকী। আগামী ২ জুন, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আটলান্টিক কাউন্টির 'ডেমোক্রেটিক কমিটি পারসন' পদে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে তাঁরা নির্বাচনে লড়ছেন।

সুব্রত চৌধুরী- বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার কচুয়াই গ্রামের বাসিন্দা স্বর্গীয় দীপেশ চৌধুরী ও রাধা চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান সুব্রত চৌধুরী আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্ট এর হিউম্যান সার্ভিসেস স্পেশালিস্ট পদে কর্মরত।

তিনি ২০১২ সালে অভিবাসীর মর্যাদা নিয়ে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই কমিউনিটি সাংবাদিকতায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। সুব্রত চৌধুরী সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলা মাধ্যমের সংবাদপত্র, সংকলনে নিয়মিত ছড়া, কবিতা, গল্প লিখে থাকেন। অনুবাদক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। ইতোমধ্যে ছড়া গ্রন্থ 'বিশ্ব বেহায়া' ও 'আতু বুতু কাতু কুতু' শিরোনামে তাঁর রূপকথার বই প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসি, সাউথ জার্সি পয়েটস কালেকটিভ,এনএএসিপির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন।

সুব্রত চৌধুরী আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্য হিসাবে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন।সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুব্রত চৌধুরী প্রথম আমেরিকান এশিয়ান হিসাবে আটলান্টিক কাউন্টির "সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক পরামর্শক পর্ষদ" এর সদস্য পদে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন।এছাড়া তিনি আটলান্টিক সিটি ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরির ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

লাকী চৌধুরী- চট্টগ্রাম এর বোয়ালখালী উপজেলার উওর ভূর্ষি গ্রামের স্বর্গীয় শৈবাল শংকর চৌধুরী ও স্বর্গীয়া রানী চৌধুরীর কনিষ্ঠ কণ্যা লাকী চৌধুরী আটলান্টিক সিটি গভর্নমেন্ট এর অধীনে মার্কেনটাইল ও লাইসেন্সিং বিভাগে কর্মরত আছেন। সৎ ও মানবিক গুনাবলীর অধিকারীনি লাকী চৌধুরী ২০১২ সালে অভিবাসীর মর্যাদা নিয়ে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।

উল্লেখ্য, সুব্রত চৌধুরী চতুর্থ মেয়াদে বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে এবারের নির্বাচনে লড়ছেন।অন্যদিকে লাকী চৌধুরী দ্বিতীয় মেয়াদে বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে এবারের নির্বাচনে লড়ছেন।

প্রাইমারি নির্বাচনে তাঁদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য তাঁরা ভোটারদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

অ্যাটিক/ATTIC ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রংক্সের পার্কচেষ্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (6 Train line) থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেস সহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।

১ বেডরুম | ১ বাথরুম | কিচেন | লিভিং স্পেস | ডাইনিং স্পেস

যোগাযোগ
347-479-9876

বগুড়া সোসাইটির বর্ণাঢ্য অভিষেক বগুড়া সোসাইটি ইউএস এর নবনির্বাচিত কমিটির বর্ণাঢ্য এবং জাঁকজমকপূর্ণ অভিষেক

পরিচয় ডেস্ক: বগুড়া সোসাইটি ইউএস এর নবনির্বাচিত কমিটির বর্ণাঢ্য এবং জাঁকজমকপূর্ণ অভিষেক গত ২৬ এপ্রিল ২০২৬ সন্ধ্যায় কুইন্সের গুলশান টেরেস পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসী বগুড়াবাসী এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্বশ্রেনীর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন ডঃ জাকিরুল ইসলাম এবং দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলোয়াত করে নাফিস রায়াত। সাদিয়া খন্দকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠারনে প্রধান অতিথি ছিলেন আশা গ্রুপের সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান। গেস্ট অব অনার ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রিয়েলটর আদেল বিন ইমানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং মুনসাইন লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি মুনমুন হাসিনা বারী, আশা গ্রুপের চেয়ারম্যান এশা রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী মেইন স্ট্রিম লিডার এবং আরএলবি গ প্রেসিডেন্ট সিইও আক্তার হোসেন বাদল এবং কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ও নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব।

সম্মানিত অতিথি ছিলেন প্রবাসের অন্যতম প্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, নির্বাচন কমিশনার রুহুল আমিন সরকার, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান আশরাফ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুনিরুল ইসলাম মনির, সিনিয়র সহ সভাপতি ও পাবনা ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কামাল পাশা, জ্যাকশন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফমা ইনোভেশনের সিইও লায়ন ফাহাদ সোলাইমান, বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী রিয়েল্টর ও লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি জেএফএম রাসেল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী, লায়ন আব্দুর রশিদ বাবু ও মোঃ রেদওয়ান। উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাবেল সভাপতি সারোয়ার খান বাবু, সাধারণ সম্পাদক গোলাম হায়দার মুকুট, সহ সভাপতি লায়ন রফিকুল ইসলাম ডালিম।

বিশিষ্ঠ রাজনীতীবিদ ড. সিদ্দুির রহমান, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান গোরাম মোস্তফা বাবু পাইকার, ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য আলী সৈয়দ টিপু, সাইফুর রহমান ভান্ডারী রাজ, রাইছুল হক, ফারুখ হোসেন মিঠু, আব্দুল মান্নান, রোকুনুজ্জামান নয়ন, আজিজুল হক মুন্না, রাফেল তালুকদার, মোহাম্মদ আতোয়ারুল আলম।

প্রধান উপদেষ্টা টিএম আব্দুস সালাম, শাহ আফজাল হোসেন, ওয়াহেদ আলী মন্ডল, মোস্তফা আলমগীর, মোঃ মর্তুজা আলী বুলবুল, মোঃ হাসান মাহমুদ, ডঃ শাহ জাহান, আনসার আলী শেখ।

সিনিয়র সহ সভাপতি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1679
Saturday, May 02, 2026

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন কঠোর অভিবাসন নীতি বাতিল করল বোস্টনের ফেডারেল বিচারক

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকাভুক্ত দেশের নাগরিকদের জন্য গ্রিনকার্ড ও ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া কঠিন করে দেওয়া নীতিকে বৈষম্যমূলক ও বেআইনি বলে রায় দিয়েছেন বোস্টনের যুক্তরাষ্ট্র ডিস্ট্রিক্ট জজ জুলিয়া কোবিক । গত বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) এ রায় দিয়ে একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

এই রায় এসেছে ২০টি দেশের প্রায় ২০০ জন অভিবাসন আবেদনকারীর করা একটি মামলার প্রেক্ষিতে। আবেদনকারীদের মধ্যে ইরান, হাইতি, ভেনিজুয়েলা ও সিরিয়ার নাগরিকরা রয়েছেন।

তারা অভিযোগ করেন, ইউএস সিটিজেনশীপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (টঝঈওঝ) ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে তাদের আশ্রয়, গ্রিন কার্ড ও কাজের অনুমতির আবেদন প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ করে দেয়। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ফিফার সবুজ সংকেত, যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের বিশ্বকাপ খেলায় সম্মতি দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "জিয়ান্নি যদি এটি বলে থাকে, তবে আমার আপত্তি নেই। বলছি কী.. তাদের খেলতে দিন।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, আগামী জুন ও জুলাই মাসে উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানের খেলার বিষয়ে তার কোনো আপত্তি নেই। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেন, ইরান এই টুর্নামেন্টে উপস্থিত থাকবে এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রেই খেলবে-এরপরই ট্রাম্পের এই মন্তব্য সামনে এলো। ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "জিয়ান্নি যদি এটি বলে থাকে, তবে আমার আপত্তি নেই। বলছি কী... তাদের খেলতে দিন।চ এর আগে বৃহস্পতিবার, ইনফান্তিনো ৭৬তম ফিফা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণের শুরুতেই পুনর্ব্যক্ত করেন, ইরান তাদের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রেই খেলবে। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

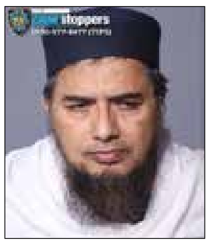

নিউইয়র্কে ১০ বছর বয়সী শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া মসজিদের ইমামের জামিন লাভ

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় বেলাল মসজিদে ১০ বছর বয়সী শিশুকে যৌন নিপীড়নে অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া মসজিদের ইমাম তাজুল ইসলাম (৫৫) আদালতে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে ২৫ হাজার ডলারের বন্ডের বিনিময়ে জামিন লাভ করেছেন। অভিযোগে প্রকাশ, গত ২১ থেকে ২৭ এপ্রিলের মধ্যে মসজিদের ভেতরে চারটি পৃথক ঘটনায় তিনি ওই শিশুর বুকে ও শরীরের অন্যান্য অংশে স্পর্শ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ফ্লোরিডায় খুন হওয়া বৃষ্টির মরদেহ যেভাবে শনাক্ত করল পুলিশ

পরিচয় ডেস্ক: ফ্লোরিডার টাম্পা বে এলাকার যেখান থেকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী জামিল লিমনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, ওই এলাকা থেকেই নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির মরদেহও উদ্ধার করেছে ফ্লোরিডা পুলিশ।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার শিক্ষার্থী ছিলেন লিমন ও বৃষ্টি। গত ১৬ এপ্রিল

থেকে দুজনই নিখোঁজ ছিলেন। এরপর থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের খোঁজে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায়।

তল্লাশির একপর্যায়ে টাম্পা বে এলাকার হাওয়ার্ড ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ব্রিজের নিচ থেকে প্রথম লিমনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় বলে গত ২৪ এপ্রিল জানায় পুলিশ।

২৬ এপ্রিল *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

স্বল্প ভাড়ার এই বিমান সংস্থা স্পিরিট এয়ারলাইন্সের বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য কোন প্রশাসন দায়ী - ট্রাম্প না বাইডেন, এ নিয়ে তোলপাড়

পরিচয় ডেস্ক: স্বল্প ভাড়ার এই বিমান সংস্থা স্পিরিট এয়ারলাইন্সের বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য কোন প্রশাসন দায়ী - ট্রাম্প না বাইডেন, এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

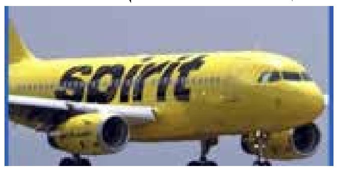

বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরপরই ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্প প্রশাসনকে দায়ী করেন ৫০০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য।

কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা বলতে শুরু করেন বাইডেন প্রশাসনই কয়েক বছর আগে জেট ব্লু এয়ারলাইন্স ও স্পিরিট এয়ারলাইন্সের একীভূত করণ (Merger) ঠেকিয়ে দেওয়ার পরিনতিতে স্পিরিট এয়ারলাইন্সের পক্ষে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

টরন্টোতে তরুণদের জাগরণে নতুন ভাবনার সূচনা

নজরুল ইসলাম মিন্টু: কানাডার বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নতুন প্রজন্ম নিয়ে আমাদের উদ্বেগের শেষ নেই। সভা, আড্ডা, অনুষ্ঠান কিংবা পারিবারিক আলোচনায় আমরা প্রায়ই বলি, ছেলেমেয়েরা আমাদের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বাংলা ভাষার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কমে যাচ্ছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে তাদের ভাবনার মিল নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি সত্যিই তাদের জন্য কিছু করছি? আমরা কি তাদের কথা শুনছি? নাকি শুধু তাদের নিয়ে কথা বলেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করছি?

আমাদের কমিউনিটির বড়রা পার্টি, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নির্বাচন, সভা-সমাবেশসহ নানা উপলক্ষে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পান। সেখানে বক্তব্য হয়, পরিচয় হয়, সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু এই একই কমিউনিটির তরুণদের জন্য কোথায় সেই জায়গা? কোথায় সেই মঞ্চ, যেখানে তারা নিজেদের *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

কোন দেশে কত মার্কিন ঘাঁটি, কত সেনা মোতায়েন

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তৃত সামরিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে শীতল যুদ্ধ, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতাড়সব মিলিয়ে ওয়াশিংটন আজ এমন এক বৈশ্বিক সামরিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে, যার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

বিভিন্ন গবেষণা ও সামরিক বিশ্লেষকদের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭৫০টির মতো সামরিক ঘাঁটি রয়েছে এবং বিদেশে মোতায়েন সেনা ও বেসামরিক কর্মীর সংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি।

এই উপস্থিতি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

কুকের নেতৃত্বে যেভাবে বিশ্বের সবচেয়ে দামি কোম্পানি হয়ে উঠল অ্যাপল

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বখ্যাত টেক জায়ান্ট অ্যাপলের কথা উঠলেই প্রথম যার কথা মনে পরে, তিনি স্টিভ জবস। প্রায় ১৪ বছর দায়িত্ব সামলানো জবস অ্যাপলের জন্য এতটাই অপরিহার্য ছিলেন যে, তিনি প্ধান *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*